# Daily Monitoring Report

**Directorate of Monitoring**
**Bangladesh Betar, Dhaka**
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Srabon 06, 1433 Bangla, July 21, 2026, Tuesday, No. 196, 56th year

# H I G H L I G H T S

Prime Minister Tarique Rahman has directed authorities concerned to ensure easier access to healthcare services for marginalized people. [Jago FM: 18]

Tarique Rahman has emphasized on establishing a credible database for reaching benefits of family card to the real beneficiaries. [R. Today: 31]

LGRD and Cooperatives Minister has urged city corporation authorities to utilize domestic chemical-based innovations for mosquito control. [Jago FM: 23]

Bangladesh has sent a letter to India to return back former Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal. [BBC: 06]

Home Minister has informed that government will construct 109-kilometer barbed-wire fence along Myanmar border to strengthen security. [Jago FM: 27]

BSTI has ordered withdrawal of eight types of products of four companies from market for failing to meet standards. [BBC: 03]

Courts in Chattogram and Magura have sentenced two individuals to death in cases of child rape and murder. [BBC: 04]

Five more children have died from measles-like symptoms in country. [BBC: 06]

Former UK prime minister Sir Keir Starmer has resigned and Andy Burnham invited by the king to form government. [BBC: 14]

**দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট**

**মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা**

**শ্রাবণ ০৬, বাংলা ১৪৩৩, জুলাই ২১, ২০২৬, মঙ্গলবার, নং- ১৯৬, ৫৬তম বছর**

# শিরোনাম

প্রান্তিক মানুষের স্বাস্থ্যসেবা আরও উন্নত ও সহজ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। [জাগো এফএম: ১৮]

দেশের প্রকৃত উপকারভোগীর কাছে ফ্যামিলি কার্ডের সুবিধা পৌঁছে দিতে একটি সঠিক ও গ্রহণযোগ্য তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলার ওপর প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্বারোপ। [রে. টুডে: ৩১]

মশা নিধনে দেশীয় উদ্ভাবনকে কাজে লাগাতে সিটি করপোরেশন কর্তৃপক্ষের প্রতি এলজিআরডি ও সমবায় মন্ত্রীর আহ্বান। [জাগো এফএম: ২৩]

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর আহ্বান জানিয়ে ভারত সরকারের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে ঢাকা। [বিবিসি: ০৬]

মিয়ানমার সীমান্তে নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে ১০৯ কিলোমিটার এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের পরিকল্পনার কথা জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী । [জাগো এফএম: ২৭]

সরকার নির্ধারিত মানদণ্ড পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় চার প্রতিষ্ঠানের আট ধরনের পণ্য বাজার থেকে প্রত্যাহারের নির্দেশ বিএসটিআই এর। [বিবিসি: ০৩]

শিশু ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় চট্টগ্রাম ও মাগুরায় দু-জনের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আদালত। [বিবিসি: ০৪]

দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও পাঁচ শিশুর মৃত্যু । [বিবিসি: ০৬]

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করলেন স্যার কিয়ার স্টারমার এবং অ্যান্ডি বার্নহামকে সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। [বিবিসি: ১৪]

# বিবিসি

## যমুনায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন যুগপৎ আন্দোলনের নেতারা

রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন যুগপৎ আন্দোলনে অংশ নেওয়া বিএনপির মিত্র রাজনৈতিক দল ও জোটের শীর্ষ নেতারা। বিএনপি সরকার গঠনের পর এই প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে বৈঠকে বসলেন তারা। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় বৈঠক শুরুর আগে নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না, ভাসানী জনশক্তি পার্টির নেতা শেখ রফিকুল ইসলাম, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হকসহ যুগপৎ আন্দোলনের শরিক দলগুলোর নেতাদের যমুনায় আসেন। মন্ত্রিসভায় জায়গা পাওয়া গণসংহতি আন্দোলনের নেতা জোনায়েদ সাকি এবং গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নূরও বৈঠকে অংশ নিয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও বিএনপির কিছু সিনিয়র নেতা বৈঠকে অংশ নিয়েছেন। আনুষ্ঠানিকভাবে শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্য বৈঠকটির আয়োজন করা হয়েছে বলে বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। তবে সেখানে বর্তমান রাজনৈতিক বিভিন্ন ইস্যু ছাড়াও জোটসঙ্গীদের দেওয়া বিএনপির প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা হতে পারে বলে জানা যাচ্ছে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০৭.২০২৬ নারগীস)

## যমুনার বৈঠকে মিত্র দলগুলোকে কী বললেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী?

রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় যুগপৎ আন্দোলনে অংশ নেওয়া বিএনপির মিত্র রাজনৈতিক দল ও জোটের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় শুরু হয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে চলা বৈঠকে তিনি বলেছেন, আওয়ামী লীগ আমলে সরকার পতনের যুগপৎ আন্দোলনে শরিক দলগুলোর মধ্যে মতভিন্নতা থাকলেও 'কোনো বিভেদ নেই'। "আমরা একসাথে আছি, আমরা একসাথে ছিলাম...ইনশাল্লাহ আমরা ভবিষ্যতেও একসাথে থাকবো। আমাদের মধ্যে ডিফেন্স অফ অপিনিয়ন হতে পারে, কিন্তু ভুল বোঝাবুঝির কোনো কারণ আমাদের মধ্যে আছে বলে আমি মনে করি না,„ বলেন প্রধানমন্ত্রী। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে করা আন্দোলনে 'গুপ্তরা' রাজপথে ছিল না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। "আজকে অনেকেই দাবি করে কারো নাম আমি উল্লেখ করতে চাই না, যাদেরকে একটি শব্দ `গুপ্ত, একটা শব্দ ব্যবহার করলেই মানুষ সাধারণ মানুষও তাদেরকে চিনে। এদেরকে কিন্তু ওই সময়ে আমরা অনেক খুঁজেছি, তাদেরকে আমরা পাইনি, আমি পাইনি দূরে থেকে। আপনারা কি কেউ পেয়েছিলেন রাজপথে তাদেরকে? তাদেরকে কিন্তু রাজপথে আমরা দেখিনি,„ বলেন তারেক রহমান। নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় বসার পর গত পাঁচ মাসে বৈঠকে বসতে না পারায় মিত্র দলের নেতাদের প্রতি দুঃখপ্রকাশ করেন তিনি। অতীতের মতো ভবিষ্যতেও লক্ষ্য পূরণে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। "দেশের মানুষের আস্থা ধরে রাখার জন্য আমাদেরকে যে-কোনো মূল্যে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে, দেশের মানুষের আস্থা ধরে রাখার জন্য আমরা সকলে একসাথে কাজ করব। কারণ জনগণের প্রত্যাশা আমাদের কাছে। জনগণ প্রত্যাশা নিয়ে আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছে,„ বলেন প্রধানমন্ত্রী। "আসুন, আগে আমরা দায়িত্বটা পালন করি। তারপর আমরা নিজেদেরকে নিয়ে ভাবি,„ যোগ করেন তারেক রহমান। বৈঠকে বিএনপি নেতারা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নাগরিক ঐক্যের মাহবুবুর রহমান মান্না, গণসংহতি আন্দোলনের জোনায়েদ সাকি, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাইফুল হক, জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর) মোস্তফা জামাল হায়দার, বিজেপির আন্দালিব রহমান পার্থ, গণফোরামের সুব্রত চৌধুরী এবং ভাসানী জনশক্তি পার্টির শেখ রফিকুল ইসলাম বাবলু।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০৭.২০২৬ নারগীস)

## রাষ্ট্রপতি জিয়া হত্যা মামলায় গ্রেফতার সাবেক সেনা মোজাফফরের বিচার হবে সেনা আইনে

বাংলাদেশের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান হত্যা মামলায় গ্রেফতার সাবেক সেনা কর্মকর্তা মোজাফফর হোসেনের বিচার সেনা আইনে করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। ইতোমধ্যেই তাকে সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। "একই অপরাধে কোনো ব্যক্তিকে সিভিল ল' ও মার্শাল ল'- দুটি ভিন্ন আইনে আলাদাভাবে বিচার বা ট্রায়াল করার আইনি সুযোগ নেই। তাই সেনা আইনেই এই মামলার বিচার সম্পন্ন হবে,„ সোমবার ঢাকার পিলখানায় বিজিবি সদরদপ্তর পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মি. আহমদ। প্রায় ৪৫ বছর ধরে পলাতক থাকার পর জিয়াউর রহমান হত্যা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত অবসরপ্রাপ্ত মেজর মোজাফফর হোসেনকে সম্প্রতি ঢাকার বনানীর একটি বাসা থেকে গ্রেফতার করে গোয়েন্দা পুলিশ। ছদ্মনাম ধারণ করে তিনি এতদিন বিদেশে আত্মগোপনে ছিলেন বলে জানান কর্মকর্তারা। ১৯৮১ সালের ৩০ মে ভোরে চট্টগ্রামে এক সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হয়েছিলেন বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা এবং তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

## জুস, শ্যাম্পু, আইসক্রিম, লোশনসহ ৮ ধরনের পণ্য প্রত্যাহারের নির্দেশ বিএসটিআইয়ের

সরকার নির্ধারিত মানদণ্ড পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় চার প্রতিষ্ঠানের আট ধরনের পণ্য বাজার থেকে প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশের পণ্যের মান প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা 'বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন'

(বিএসটিআই)। নতুন করে অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত ওইসব পণ্যের উৎপাদন, বিক্রয় ও বিতরণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে ফ্রেশ গার্ডেন অ্যাগ্রো রিসোর্সেস আমের আচার এবং কাজী ফুড ইন্ডাস্ট্রিজের বেলিসিমো ব্র্যান্ডের রোটোন্ডো হ্যাজেলনাট কোটেড চকলেট আইসক্রিমের নাম রয়েছে। তালিকায় আরও না রয়েছে অলিভ বাংলাদেশের লাবণ্য ব্র্যান্ডের মিল্ক স্কিন লোশন, অ্যালোভেরা স্কিন লোশন, ফেসওয়াশ মোরিংগা+মাচা ফোমিং মিল্ক ও তুলসী এবং অ্যালোভেরা ভ্যারিয়েন্টের শ্যাম্পু। এছাড়া ডেকো ফুডসের ডেকো ফ্রুট ফান্ডা ব্র্যান্ডের ম্যাঙ্গো এবং অরেঞ্জ ভেরিয়েন্টের সফট ড্রিংক বাজার থেকে সরাতে বলা হয়েছে। এসব পণ্যে সরকার নির্দেশিত মাত্রার চেয়ে বেশি ক্ষতিকারক প্রিজারভেটিভ এবং অণুজীবের উপস্থিতি পাওয়া গেছে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়ে বিএসটিআই। নমুনা পরীক্ষায় অকৃতকার্য পণ্যগুলোর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে ইতোমধ্যে প্রত্যাখ্যানপত্র দেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। নির্দেশনা অমান্য করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন ও বিধি অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। যে-কোনো পণ্য ক্রয়ের আগে ক্রেতাসাধারণকে বিএসটিআইর মানচিহ্ন, লাইসেন্স নম্বর, উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য যাচাই করার পরামর্শ দিয়েছেন কর্মকর্তারা। সেইসঙ্গে, কোনো পণ্যের মান, ভেজাল, প্রতারণা অথবা বিএসটিআইর মান চিহ্নের অপব্যবহার সংক্রান্ত অভিযোগ থাকলে, তা দ্রুত বিএসটিআইকে অবহিত করার জন্যও অনুরোধ জানানো হয়েছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০৭.২০২৬ নারগীস)

## শিশু ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় চট্টগ্রাম ও মাগুরায় দু'জনের মৃত্যুদণ্ড

শিশু ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় চট্টগ্রাম ও মাগুরায় দু-জনের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এর মধ্যে চট্টগ্রামের পাহাড়তলী এলাকায় তিন বছর আগে স্কুল ছাত্রী আবিদা সুলতানা আয়নীকে হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে আসামি মো. রুবেলকে। জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২ এর বিচারক মো. সাইফুর রহমান সোমবার এই রায় ঘোষণা করেন। ২০২৩ সালের ২৯ মার্চ নগরীর পাহাড়তলী থানার সাগরিকা বাই লেইন মুরগি ফার্ম আলমতারা পুকুর পাড় এলাকার একটি ডোবা থেকে চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী আয়নীর মরদেহ উদ্ধার হয়। পরে ওই ঘটনায় জড়িত অভিযোগে এই এলাকার সবজি বিক্রেতা রুবেলকে গ্রেফতার করে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। বিড়ালের বাচ্চা দেওয়ার কথা বলে শিশু আয়নীকে একটি ফাঁকা ভবনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধ করে সে হত্যা করেছিল বলে তখন জানিয়েছিলেন তদন্তকারী কর্মকর্তারা। অন্যদিকে, মাগুরায় চার বছর আগের এক শিশু ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় হাসান শেখ নামের এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। ২০২২ সালের ১৭ মার্চ মাগুরা শ্রীকোল এলাকায় কুমার নদের তীরে একটি বাগান থেকে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করেছিল পুলিশ।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

## চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে জিডিপি প্রবৃদ্ধি কমেছে

বাংলাদেশে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত সময়ে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি আগের চেয়ে কমে দুই দশমিক ২২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এর আগের প্রান্তিক, অর্থাৎ গত বছরের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল তিন দশমিক শূন্য তিন শতাংশ। সোমবার জিডিপির সর্বশেষ এসব তথ্য প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর থেকেই রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিনিয়োগে স্থবিরতা দেখা দেওয়ায় ক্রমেই জিডিপি কমছে। ক্ষমতা গ্রহণের পর অর্থনীতিতে গতি আনার জন্য নানান প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে বিএনপি সরকার। তাদের ওইসব প্রচেষ্টা কতটুকু ফলপ্রসু হচ্ছে, সেটা জানতে আরও কিছুটা সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০৭.২০২৬ নারগীস)

## ব্লেজার, টাই, কামিজসহ সাবেক ভূমিমন্ত্রীর জব্দ করা জিনিসপত্র এখন কী করা হবে

আশির দশকের মাঝামাঝি আন্দোলনের মুখে ফিলিপিন্সের প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ মার্কোস নির্বাসনে যাওয়ার পর বিশ্বজুড়ে আলোচনায় উঠে এসেছিলেন তার স্ত্রী ইমেলদা মার্কোস। বিশেষ করে, তার প্রাসাদে পাওয়া প্রায় তিন হাজার জোড়া জুতো বৈশ্বিক আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। পরে ২০০১ সালে তার প্রায় সাতশ জোড়া জুতো প্রদর্শনের জন্য মারিকিনা সু মিউজিয়ামে রাখা হয়। বাংলাদেশেও নব্বইয়ে সামরিক স্বৈরশাসনের পতনের পর তখনকার ফার্স্টলেডি রওশন এরশাদের বিরুদ্ধেও দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে সম্পদ অর্জনের অভিযোগ উঠেছিল। বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তন হলে আগের সরকারের এমপি মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠা অনেকটাই নিয়মিত ঘটনা। সবশেষ আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ওই সরকারের বহু মন্ত্রী-এমপিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন বা দুদক। এর অংশ হিসেবেই অন্তর্বর্তী সরকারের সময়েই সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সম্পদের অনুসন্ধান শুরু হয়। এজন্য শুরুতেই দুদক, সিআইডি ও এনবিআরের সমন্বয়ে ৭ সদস্যের একটি টাস্কফোর্সও গঠন করা হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় দুদকের আবেদনের প্রেক্ষিতে তার দুটি ফ্ল্যাট ক্রোক বা জব্দ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন ঢাকার একটি আদালত। রোববার সেই দুই ফ্ল্যাটেই অভিযান

চালিয়ে দুদক ব্লেজার, টাই ও কামিজসেটসহ বিভিন্ন দ্রব্য উদ্ধারের কথা জানিয়েছিল। ফলে জামাকাপড় বা এ ধরনের উদ্ধারকৃত দ্রব্যাদি এখন কী করা হবে- তা নিয়ে জনমনে এক ধরনের কৌতূহল তৈরি হয়েছে।

**যা যা উদ্ধার হলো, এখন কী হবে**

দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, তার স্ত্রী ও তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের আসামি করা হয়েছে। এরপর আদালতের আদেশ পাওয়ার পর মি. চৌধুরীর গুলশানের দুটি ফ্ল্যাটের নিয়ন্ত্রণ নেয় দুদক। আদালত দুদকের একজন পরিচালককে এসব সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও তদারকির জন্য রিসিভার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। পাশাপাশি গত ২৯ এপ্রিল এসব ফ্ল্যাটে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে প্রবেশ ও মালামালের তালিকা তৈরির আরেকটি অনুমতি দেন আদালত। এর ভিত্তিতে রোববার অভিযানের পর দুদক জানায়, তারা মি. চৌধুরীর ফ্ল্যাটে রোলেক্সসহ আটটি বিলাসবহুল ঘড়ির খালি প্যাকেট, ঘড়ির ওয়ারেন্টি কার্ডও ছাড়াও পাঁচটি বিলাসবহুল গাড়ির চাবি পেয়েছে। এছাড়া ৩০০-এর বেশি ব্লেজার বা কোট, ৫৩২টির বেশি টাই, ১০০-এর বেশি কামিজ ও ৩ সেট মুক্তার গয়না পেয়েছে। পাশাপাশি ফ্ল্যাটগুলো থেকে ঝাড়বাতি, খাট ও সোফা জব্দ করেছে দুদক। বাংলাদেশে এর আগে ফ্ল্যাট, ঘরবাড়ি, রিসোর্টের মতো স্থাপনা সরকারের অনুকূলে জব্দ করে রিসিভার নিয়োগ করার ঘটনা ঘটলেও জামাকাপড় বা এ ধরনের সহজেই স্থানান্তরযোগ্য অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে এখন কী করা হবে, তা নিয়ে অনেকর মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। সাইফুজ্জামান চৌধুরীর বিরুদ্ধে দুদকের দায়ের করা কয়েকটি মামলায় আইনজীবী হিসেবে কাজ করছেন দেলোয়ার জাহান রুমি। তিনি বলছেন, রিমুভেবল সম্পদ যা পাওয়া গেছে, সেগুলো এখন ফ্ল্যাটের ভেতরেই থাকবে এবং এর সবকিছুই তদন্তকারী কর্মকর্তার মাধ্যমে দুদকের তত্ত্বাবধানে থাকবে। ”এরপর দুদকের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আদালতের নির্দেশনা চাওয়া হবে। নির্দেশনা পেলে দুদক সে অনুযায়ী এসব মালামালের বিষয়ে পদক্ষেপ নিবে,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি।

দুদকের মুখপাত্র আকতারুল আলম বিবিসি বাংলাকে বলছেন, দুদকের অভিযানের সময় তালিকাভুক্ত মালামাল নিয়ে কী করা হবে, সে বিষয়ে পরবর্তী করণীয় ঠিক হবে দুর্নীতি দমন কমিশনের সভায়। ”কমিশন আদালতের নির্দেশনাও চাইতে পারে। আইন অনুযায়ী, আদালতের নির্দেশনা মোতাবেক পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে,„ বলছিলেন তিনি। আইনজীবী দেলোয়ার জাহান রুমি এও জানিয়েছেন যে, এর আগে পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজির আহমেদ ও তার পরিবারের মালিকানাধীন ফ্ল্যাটে থাকা এ ধরনের মালামাল প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন আদালত। ওই নির্দেশের পর ১২২টি শার্ট, ২৬৬টি প্যান্ট, ৩০টি ব্লেজার, ৮টি স্যুট, ৭২২টি টি-শার্ট, ২২৪টি পাঞ্জাবি, ৪৭টি পায়জামা, ৮৮ জোড়া স্যান্ডেল, ৩৫ জোড়া কেডস, ৩৮ জোড়া জুতা, ৪৯৪টি শাড়ি, ২৫০ সেট থ্রি-পিস, ৪৯৬টি সালোয়ার-কামিজ ও ২১২টি জামা ছাড়াও বিভিন্ন পরিমাণে জ্যাকেট, বেডশিট, লেডিস ভ্যানিটি ব্যাগ, লেডিস টপস, পুরুষদের সোয়েটার, লেডিস সোয়েটার, লেডিস প্যান্ট, লেডিস টি-শার্ট, ওড়না, শাল চাদর, শীতের জামা, লেহেঙ্গা, সানগ্লাস ও ট্রাউজার ত্রাণ তহবিলে হস্তান্তর করা হয়েছিল। ”এখন সাইফুজ্জামান চৌধুরীর ফ্ল্যাট থেকে পাওয়া দ্রব্যগুলোর বিষয়েও আদালতের নির্দেশনা চাইতে পারবে দুদক। সেক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশ মতোই দুদক পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে,„ বলছিলেন দুদকের আইনজীবীদের একজন দেলোয়ার জাহান রুমি। এর আগে, দুদকের আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালতের ক্রোকাদেশের পর বেনজির আহমদের আহমেদের মালিকানাধীন সাভানা রিসোর্ট ও ন্যাচারাল পার্কের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল গোপালগঞ্জের জেলা প্রশাসন।

দুদকের আইনজীবীদের মতে, আইন অনুযায়ী তদন্ত চলাকালে দুদকের অনুসন্ধানকারী দল যদি মনে করে যে, সম্পদ জব্দ বা বাজেয়াপ্ত না করলে বেহাত হয়ে যেতে পারে, তাহলে আদালতের কাছে জব্দ করার নির্দেশ চেয়ে আবেদন করার সুযোগ আছে। তবে তদন্ত বা মামলার যে-কোনো পর্যায়ে আদালত কোনো ব্যক্তির সম্পত্তি জব্দ করার আদেশ দিতে পারেন। বেনজির আহমেদের ক্ষেত্রে মামলা দায়েরের আগে তদন্ত চলাকালেই আদালতের কাছ থেকে সম্পত্তি জব্দের আদেশ এসেছিল। এছাড়া দুদকের আবেদনের পর ২০২৫ সালের এপ্রিলে ন্যাশনাল টেলি-কমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারের (এনটিএমসি) সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসানের (বরখাস্ত) একটি বাগানবাড়িসহ চারটি বাড়ি এবং তিনটি ফ্ল্যাট জব্দের আদেশ দিয়েছিলেন আদালত। আদালত তার বাড়িসহ কয়েকটি সম্পত্তির রিসিভার হিসেবে গণপূর্ত বিভাগের প্রধান নির্বাহী প্রকৌশলীকে নিয়োগ দিয়েছিলেন। এছাড়া সম্পত্তির অবস্থান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদেরও তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। দুদক জানিয়েছে, সোমবার মি. আহসানের জলসিঁড়ি আবাসন প্রকল্পে থাকা বাড়িতে অভিযান চালাচ্ছেন সংস্থাটির তদন্তকারীরা। সেখানে বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র ছাড়া জামাকাপড় বা এ ধরনের যে-সব দ্রব্য পাওয়া গেছে তার তালিকা করা হচ্ছে। এর বাইরে দুদকের আবেদনে চলতি বছরের জানুয়ারিতে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়া, তার পরিবারের সদস্যসহ আত্মীয়দের নামে থাকা জমিসহ প্লট–ফ্ল্যাট জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে তিনি কারাগারে আটক আছেন। প্রসঙ্গত, বেনজির আহমেদ আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের আগেই

দেশ ছেড়েছিলেন। আর সাইফুজ্জামান চৌধুরী ওই সরকারের পতনের পর দেশ ছেড়েছেন বলে ধারণা করা হয়। অন্যদিকে জিয়াউল আহসান অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে হত্যা মামলায় আটক হয়ে এখন কারাগারে আছেন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

## ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামানকে ফেরত চেয়ে দিল্লিকে ঢাকার চিঠি

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর আহ্বান জানিয়ে ভারত সরকারের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে ঢাকা। সোমবার সাংবাদিকদের এ কথা জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম। দিল্লিকে পাঠানো সাম্প্রতিক এই চিঠিতে মি. খানের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের দেওয়া মৃত্যুদণ্ডের রায়ের কপিও পাঠানো হয়েছে বলে জানান তিনি। ”আসাদুজ্জামান খানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের আইনে বিচার চলছে। তিনি যেহেতু পলাতক আসামি, তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য যে চিঠি দেওয়া প্রয়োজন, সেটাই আমরা দিয়েছি,„ বলেন মিজ ইসলাম। ”কূটনৈতিক নীতিমালা ও প্রটোকল এবং প্রত্যর্পণ চুক্তি (এক্সট্রাডিশন ট্রিটি) অনুযায়ী আসাদুজ্জামান খানকে দেশে ফিরিয়ে এনে তার বিচার সম্পন্ন করা হবে। ঠিক যেভাবে শেখ হাসিনাসহ অন্যান্য আসামির বিচার হবে,„ যোগ করেন তিনি। এর আগে, ২০২৫ সালের নভেম্বরেও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং মি. কামালকে ফেরত পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে দিল্লিকে চিঠি দিয়েছিল বাংলাদেশ।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

## করোনা পরীক্ষায় জালিয়াতিতে অভিযুক্ত রিজেন্টের সাহেদ আবারও গ্রেফতার

করোনার নমুনা পরীক্ষায় জালিয়াতিতে অভিযুক্ত রিজেন্ট হাসপাতালের চেয়ারম্যান মো. সাহেদকে আবারও গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সোমবার দুপুরে ঢাকার মিরপুর ইসিবি চত্বর থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পল্লবী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাসান বাসির। তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে বলে জানান তিনি। মি. সাহেদের নাম প্রথমবার আলোচনায় আসে কোভিড মহামারির সময়। ২০২০ সালের সাতই জুলাই উত্তরায় অবস্থিত তার রিজেন্ট হাসপাতালে অভিযান চালায় র্যাব। সেখান থেকে ভুয়া করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট জব্দ করা হয়। এ ঘটনায় র্যাব বাদী হয়ে সাহেদসহ ১৭ জনের নামে করোনাভাইরাস পরীক্ষার সনদ জালিয়াতির অভিযোগে উত্তরা পশ্চিম থানায় মামলা করে। পরে মি. সাহেদের বিরুদ্ধে প্রতারণা, জালিয়াতি, জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন, অর্থপাচার, অবৈধ অস্ত্র রাখাসহ আরও প্রায় তিন ডজন মামলা হয়। এর মধ্যে ২০২০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর অস্ত্র আইনের মামলায় মি. সাহেদকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন আদালত। পরে ওই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করে ২০২৪ সালের ১১ জানুয়ারি খালাস পান তিনি। তবে গত ১৪ জানুয়ারি হাইকোর্টের দেওয়া রায় স্থগিত করেন আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত। এছাড়া জ্ঞাত আয়-বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের এক মামলায় ২০২৩ সালের ২১ আগস্ট মি. সাহেদকে তিন বছর কারাদণ্ড দিয়েছিলেন আদালত। সেইসঙ্গে ২০১০ সালে চেক জালিয়াতির একটি মামলায় ছয় মাসের সাজা পান তিনি। ২০২৪ সালের ৪ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন জামিনে জেল থেকে ছাড়া পান মি. সাহেদ। এর দেড় বছর পর তিনি আবারও গ্রেফতার হলেন।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

## সারা দেশে আবারও ভারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস

বাংলাদেশে আবারও ভারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। সোমবার এক সতর্কবার্তায় আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের বেশিরভাগ জায়গায় এবং খুলনা বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে, সারা দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের আভাস রয়েছে। ২৪ ঘণ্টায় সাধারণত ৪৪ থেকে ৮৮ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হলে সেটাকে `ভারী বৃষ্টিপাত' বলা হয়। আর এর চেয়ে বৃষ্টি হলে সেটা `অতি ভারী, বৃষ্টি হিসেবে চিহ্নিত হয়। অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে সম্প্রতি বাংলাদেশের সাতটি জেলায় বন্যা দেখা দেওয়ায় পানিবন্দি হয়ে পড়েন লাখ লাখ মানুষ। এছাড়া বন্যা ও পাহাড় ধসে অর্ধ শতাধিক মানুষ প্রাণ হারান। এমনকি ঢাকাতেও ব্যাপক জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হওয়ার দুর্ভোগে পড়েন নগরবাসী। ভারী বর্ষণের ফলে আবারও ওই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে শঙ্কা করছেন অনেকে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

## হাম উপসর্গে আর পাঁচ শিশুর মৃত্যু, হাজারের বেশি নতুন করে আক্রান্ত

বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে আরও পাঁচটি শিশু মারা গেছে। তাদের মধ্যে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে সিলেট বিভাগে। এছাড়া বিভিন্ন জেলায় নতুন করে আরও এক হাজার ৬৯টি শিশু হাম ও হামের উপসর্গে আক্রান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এর মধ্যে নিশ্চিত হাম শনাক্ত হয়েছে ১৪৭ শিশুর। গত ১৫ মার্চ থেকে গত চার মাসে সারা দেশে হাম ও হাম সন্দেহে আক্রান্তের সংখ্যা এক লাখ ত্রিশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। এর মধ্যে অন্তত ৭৯৩টি শিশু প্রাণ হারিয়েছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

## মাইলস্টোনে বিধ্বস্ত বিমানের পাইলটের 'প্রশিক্ষণের ঘাটতি' ও 'তত্ত্বাবধানের অভাব' ছিল

গত বছরের ২১ জুলাই ঢাকার উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল ও কলেজে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর যুদ্ধ বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় এর পাইলটের উড্ডয়ন প্রশিক্ষণের ঘাটতি ছিল বলে তদন্ত কমিশনের জমা দেওয়া প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। একইসঙ্গে বিমানটির পাইলটের গ্রাউন্ড সুপারভাইজার বা অফিসার কমান্ডিং এর যথাযথ ও পর্যাপ্ত তত্ত্বাবধানের অভাব ছিল বলেও তদন্ত প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। বিমান বাহিনীর এই প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় ওই স্কুলের শুধু শিক্ষার্থীদের মধ্যেই মৃত্যু হয় ২৮ শিশুর। এর সঙ্গে যুদ্ধবিমানটির পাইলট, স্কুলটির শিক্ষক-কর্মচারী ও অভিভাবকের মৃত্যু যোগ করলে মোট প্রাণহানির সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬ জনে। ভয়াবহ এই বিমান দুর্ঘটনার পরপরই তৎকালীন অন্তর্বর্তী সরকার সাবেক সচিব এ কে এম জাফর উল্লা খানকে প্রধান করে নয় সদস্যের একটি তদন্ত কমিশন গঠন করে। তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে তদন্ত শেষে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে ওই তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয় কমিশন। সেই তদন্ত কমিশনের পুরো প্রতিবেদনটি বিবিসি বাংলার হাতে এসেছে, যেখানে বিধ্বস্ত বিমানটি উড্ডয়নের আগে এবং সাত মিনিটের উড্ডয়নকালে কী হয়েছিল তার বর্ণনাও উঠে এসেছে। তখন আরও কয়েকটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সরকারের গঠিত তদন্ত কমিশন অন্যান্য তদন্ত কমিটিগুলো যেমন বিমান বাহিনী, ফায়ার সার্ভিস, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা রাজউকের তদন্ত প্রতিবেদনগুলোও পর্যালোচনা করেছে। এসব তদন্ত প্রতিবেদন সরকারের কমিশন তাদের প্রতিবেদনেও যুক্ত করেছে। শিশুসহ এত প্রাণহানির ঘটনার পর গঠিত তদন্ত কমিশনের সেই প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি অন্তর্বর্তী সরকার।

অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন, তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন পাওয়ার পর সেটি নিয়ে তৎকালীন উপদেষ্টা পরিষদে আলোচনা করা হয়েছিল। কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে কয়েকটি মন্ত্রণালয়কে দায়িত্বও দেওয়া হয়েছিল। তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভবনটিতে একটি মাত্র বের হওয়ার পথ বা সিঁড়ি ছিল। বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছে ঠিক সেই সিঁড়ির সামনেই। যে কারণে প্রাণহানি বা হতাহত বেশি হয়েছে। সেই সাথে বিমানবন্দর এলাকায় উচ্চতার সীমা লঙ্ঘনকারী অসংখ্য স্থাপনা থাকার বিষয়গুলোও উঠে এসেছে কমিশনের প্রতিবেদনে। এক বছর আগে বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার ওই ঘটনার দিনে রাত থেকে নিহতদের মৃতদেহ গুম করার কিছু অভিযোগ পাওয়া গিয়েছিল। তবে তদন্ত প্রতিবেদনে কমিশন বলেছে, তারা সব পরিবারগুলোর সাথে কথা বলে এর কোনো সত্যতা পায়নি। তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে আহত-নিহতদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণে সুনির্দিষ্ট প্যাকেজের সুপারিশ করা হলেও এক বছরেও তা বাস্তবায়ন হয়নি, এ নিয়ে ক্ষোভ ও হতাশার কথা জানিয়েছে নিহত-আহতদের পরিবারগুলো।

### যেভাবে ঘটেছিল দুর্ঘটনাটি

দীর্ঘ তদন্ত শেষে গত বছরই তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয় কমিশন। প্রকৃত ঘটনা জানতে ওই কমিশন বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ও বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলসহ অন্যান্য রেকর্ডিং ও কারিগরি তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছে। একই সাথে ওই ঘটনায় নিহত পাইলটের অফিসার কমান্ডিং ও মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারের বক্তব্যও নিয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে আলোচনা, তথ্য যাচাই-বাছাই ও বিমান বাহিনীর অভ্যন্তরীণ তদন্ত প্রতিবেদন ও নিজেদের পাওয়া তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত প্রতিবেদন তৈরি করে কমিশন। ঘটনা সম্পর্কে তাদের তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট তৌকির ইসলাম এফটি-৭ বিজিআই বিমানটি নিয়ে ওইদিন অর্থাৎ গত বছরের ২১ জুলাই আনুমানিক দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ফ্লাইট পরিচালনার জন্য বের হন। যেটি ছিল তার প্রথম একক ফ্লাইট পরিচালনা। এফটি-৭ বিজিআই হলো চীনে তৈরি আকাশ প্রতিরক্ষায় ব্যবহৃত এক আসন বিশিষ্ট একটি যুদ্ধ বিমান। আকাশে প্রতিপক্ষের যুদ্ধ বিমানকে প্রতিহত করতে এই বিমানটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দুর্ঘটনার সময়ের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের বা এটিসির সাথে কথোপকথনও তুলে ধরা হয়েছে তদন্ত প্রতিবেদনে। সেই কথোপকথন পর্যালোচনা করে তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, দুর্ঘটনা কবলিত বিমানটি বাংলাদেশ সময় দুপুর ১২টা ৪৩ মিনিট ২৪ সেকেন্ডে এটিসির সাথে প্রথম যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট তৌকির ইসলাম দুপুর ১টা ৪ মিনিট ১৬ সেকেন্ডে রানওয়ে- ১৪ তে লাইন-আপ করে ১৫০০ ফিট উচ্চতায় উঠে যান বা উড্ডয়ন করেন সার্কিট ফ্লায়িং অনুশীলনের জন্য। প্রথম সার্কিট শেষ করার পর অফিসার কমান্ডিং পাইলটকে দ্বিতীয় সার্কিট শুরু করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন। ওই নির্দেশনা কপি করেন পাইলট মি. ইসলাম। দুপুর ১টা ১১ মিনিট ৫৭ সেকেন্ডে অফিসার কমান্ডিং পাইলটকে বেজ টার্ন করার নির্দেশ প্রদান করেন। বিমান বাহিনীতে সাধারণত এই ধরনের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ছোটো ইউনিটের নেতৃত্বে যিনি থাকেন, তাকে অফিসার কমান্ডিং বলা হয়। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মি. ইসলাম তা কপি করে দুপুর ১টা ১১ মিনিট ৫৯ সেকেন্ডে রজার টার্নিং লেফট প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। এটিসির কথোপকথন অনুযায়ী, এটিই ছিল পাইলটের সাথে শেষ কথোপকথন।

বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার সেই সময়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রতিবেদন বলা হয়েছে, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে বিমানটির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে দুপুর ১টা ১৩ মিনিট ১১ সেকেন্ডে। ঠিক সে সময় থেকে শুরু করে মোট

পাঁচবার বিমানটির পজিশন জানতে চাওয়া হলেও পাইলটের কোনো প্রত্যুত্তর আসেনি। দুপুর ১টা ১৪ মিনিট ৩৮ সেকেন্ডে মোবাইল টাওয়ার অর্থাৎ অফিসার কমান্ডিং কর্তৃক জানানো হয় যে, বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছে। ছয় সেকেন্ডের মাথায় দুপুর ১টা ১৪ মিনিট ৪৪ সেকেন্ডে বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার বিষয়টি পুনরায় নিশ্চিত করা হয়। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত এয়ার কমোডর ইশফাক ইলাহী চৌধুরী বিবিসি বাংলাকে বলেন, "পাইলট প্রথম সলো ফ্লাইট হিসেবে যখন টেক অফ করে যাবে, সেজন্য রুটটি মার্ক করা বা সুনির্দিষ্ট করা আছে- যেমন এত ফুট গিয়ে এই জায়গার ওপর দিয়ে সাভারের ওপর গিয়ে লেফট টার্ন করতে হবে, এরপর মিরপুরের এদিক এসে আফতাবনগরের দিক দিয়ে এসে ল্যান্ড করতে হবে। এটাই অনুসরণ করবে পাইলট।„

**বিমানটি বিধ্বস্ত হয় কয়েক সেকেন্ডেই**

কোনো কারিগরি ত্রুটি না থাকার পরও ঠিক কী কারণে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর এই যুদ্ধবিমানটি হঠাৎই বিধ্বস্ত হলো সে ব্যাপারে বাহিনীটিও তদন্ত করেছে। বিমানটির ফ্লাইট ডাটা রেকর্ডার বা এফডিআরের তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা হয়, 'বিমান চলাকালে ইঞ্জিনের অবস্থা, হাইড্রলিক সিস্টেম ও কন্ট্রোল সিস্টেম থেকে কোনো ওয়ার্নিং সিগন্যাল পাওয়া যায়নি। কিন্তু বিমানটি বেইজ থেকে ফাইনাল-এ বাঁক নেওয়ার সময় মাত্র চার সেকেন্ডের ব্যবধানে ব্যাংক অ্যাঙ্গেল ৫৯ ডিগ্রি থেকে ৬৫.৩ ডিগ্রিতে বৃদ্ধি পায়'। তদন্ত প্রতিবেদনের ভাষ্য অনুযায়ী, 'তখন পাইলট কন্ট্রোল স্টিকে জোরালো টান দেওয়ার ফলে বিমানটির অ্যাঙ্গেল অব অ্যাটাক মাত্র এক সেকেন্ডের ব্যবধানে বৃদ্ধি পেয়ে ২৩ দশমিক ২০ থেকে ২৭ দশমিক ৩০ ডিগ্রিতে পৌঁছে যায়, যা বিমানটির ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল অব অ্যাটাক ২৪ ডিগ্রির বেশি'। প্রতিবেদনে এ-ও বলা হয়, 'ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল অব অ্যাটাক অতিক্রান্ত হওয়ায় বিমানটি স্টলড কন্ডিশনে চলে যায়। পরে পাইলট চেষ্টা করেও ব্যাংক অ্যাঙ্গেল কমিয়ে বিমানটিকে আর নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেননি। ফলে ক্রমাগত উচ্চতা হারিয়ে বিধ্বস্ত হয় বিমানটি'। বিমান বাহিনীর সাবেক কর্মকর্তা ইশফাক ইলাহী চৌধুরী বলেন, "একটা বিমান যত উপরে থাকবে, তত নিরাপদে থাকবে। এখানে উচ্চতা এত কম ছিল, দুর্ঘটনাও খুব অল্প সময়ে ঘটেছে। এর মধ্যে তাকে যদি ডিসাইড করতে হয় যে, আমি 'ইজেক্ট' করবো, তাহলে ইটস এ ফ্র্যাকশন অব সেকেন্ড, এ মোমেন্ট।„

এই ঘটনায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর অভ্যন্তরীণ তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরার ভিডিও থেকে বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার পূর্বে বিমানের উইন্ড-শিল্ডে একটি কালো দাগ দেখা যায়।„ এই কালো দাগ পাখি বা উড্ডীয়মান কোনো বস্তুর আঘাতে হতে পারে বলেও উল্লেখ করা হয় প্রতিবেদনে। মি. চৌধুরী বলেন, "এখানে লেফট টার্ন করতে যাচ্ছিল ল্যান্ডিং করতে। এই জায়গাটায় খুব সম্ভবত সে ইলেক্ট্রিক্যাল কিছু একটা বা বার্ড হিট হয়েছিল। তারপরই সে নিয়ন্ত্রণ হারায়। হয়ত সে আনকনসাস হয়ে গেছে, সে তো ইয়ং পাইলট ছিল। আমি জানি না, বার্ড হিট হয়েছে কী-না।„ বিমান বাহিনীর প্রতিবেদনেও বলা হয়, "পাখি বা উড্ডীয়মান কোনো বস্তুর এই আঘাত পরিহার করতেই হয়ত পাইলট তৎক্ষণাৎ কন্ট্রোল স্ট্রিক টেনে বিমানের গতিপথ পরিবর্তন করার চেষ্টা করেন। যার ফলে হঠাৎ ব্যাংকিং কোণের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে।„ "এরপরই বিমানটিকে ক্রমাগত বাম কাত হয়ে নিচের দিকে পড়তে দেখে অফিসার কমান্ডিং পাইলটের উদ্দেশ্যে তিনবার 'ইজেক্ট' কমান্ড প্রদান করেছিলেন„ বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এটিসি রেকর্ড পর্যালোচনা করে তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, দুপুর ১টা ১২ মিনিট ৪৮ সেকেন্ডে শুধুমাত্র একটি 'ইজেক্ট' কমান্ড পাওয়া গেছে। সেই এটিসি রেকর্ডের কপিও যুক্ত রয়েছে তদন্ত প্রতিবেদনের সাথে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুপুর ১টা ১৪ মিনিট ৩৮ সেকেন্ডে মোবাইল টাওয়ার অর্থাৎ অফিসার কমান্ডিং কর্তৃক জানানো হয় যে, ওই বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছে। মাত্র ছয় সেকেন্ডের মাথায় দুপুর ১টা ১৪ মিনিট ৪৪ সেকেন্ডে বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার বিষয়টি পুনরায় নিশ্চিত করা হয়।

**বিমান বিধ্বস্তের পেছনে দায় কার?**

বিমানটি মাইলস্টোন স্কুল এ্যান্ড কলেজের দিয়াবাড়ি ক্যাম্পাসে বিধ্বস্ত হওয়ার পর ওইদিনই তা উদ্ধার করে কুর্মিটোলা একে খন্দকার বিমান ঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়া হয়। বিমানের ফ্লাইট ডাটা রেকর্ডার বা এফডিআর উদ্ধার করে তথ্য চীনে বিমান প্রস্তুতকারক কোম্পানির কাছে পাঠানো হয়। এই ঘটনায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর অভ্যন্তরীণ তদন্ত বোর্ডের প্রতিবেদনও গত বছরের ১১ অক্টোবর তদন্ত কমিশনের কাছে দাখিল করা হয়। দুর্ঘটনায় বিধ্বস্ত এফটি-৭ বিজিআই বিমানটির রক্ষণাবেক্ষণের ইতিহাস পর্যালোচনা করে তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়, বিমানটির কারিগরি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী করা হয়েছিল। এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিমানটি যেদিন বিধ্বস্ত হয়, ওইদিন উড্ডয়নের জন্য বিমানটি প্রস্তুত কি-না, তা দেখতে সকালেও একবার উড্ডয়নের পর আবার নিরাপদে অবতরণও করা হয়েছিল। পরে দুপুর সাড়ে ১২টায় উড্ডয়নের জন্য উপযুক্ত ঘোষণা করা হয়। বিমান বাহিনীর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট তৌকির ইসলাম উড্ডয়নের জন্য শারীরিকভাবে সুস্থ ছিলেন এবং আবহাওয়াও উড্ডয়নের অনুকূলে ছিল। প্রশ্ন হলো, এই বিমানটি যদি উড্ডয়নের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত থাকে, তাহলে দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ কী? তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'নিহত পাইলটের অফিসার কমান্ডিং সকালে পাইলটকে প্রি-ফ্লাইট ব্রিফিং প্রদান করেন। বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ সিলেবাস অনুযায়ী এই ফার্স্ট সলো ফ্লাইটের

উড্ডয়নের মিশন প্রোফাইল ছিল- 'ফ্লাই থ্রু লো গো', 'ফ্লাই থ্রু লো গো.. ফুল স্টপ'। সেই হিসেবে পাইলটের দ্বিতীয় সার্কিটে 'লো-গো' আসার কথা ছিল'। তদন্ত কমিশন এসব তথ্যে কিছু গড়মিল বা অসামঞ্জস্য পেয়েছে বলেও জানানো হয় তাদের প্রতিবেদনে। এটিসির কথোপকথন ও বিমান বাহিনীর প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'কমান্ডিং অফিসার মোবাইল ভ্যান থেকে পাইলটকে পুনরায় ইনিশিয়াল এ আসার নির্দেশনা প্রদান করেন, যা ফার্স্ট সলো ফ্লাইট এর মিশন প্রোফাইলের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ'। এই বিষয়গুলো নিয়ে বিবিসি বাংলা আইএসপিআরের মাধ্যমে বিমান বাহিনীর কাছে লিখিতভাবে তাদের প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়েছে। যদিও এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত বিমান বাহিনীর কাছ থেকে উত্তর পাওয়া যায়নি। তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'অফিসার কমান্ডিং তদন্ত কমিশনের কাছে জানিয়েছেন যে, বিমানটি অবতরণের প্রাথমিক ধাপে পৌঁছানোর পরই উচ্চতা হারাতে শুরু করে। তখনই অফিসার কমান্ডিং তাকে 'গেটিং লো' কল প্রদান করেন। কিন্তু তারপরও উচ্চতা ক্রমাগত কমতে দেখে পাইলটকে দুইবার রিকভার কল প্রদান করেন তিনি'। বিমান বাহিনীর অভ্যন্তরীণ রিপোর্টের বরাতে তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে বিমান দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হিসেবে পাইলট ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট তৌকির ইসলামের অনিয়মিত উড্ডয়ন প্রশিক্ষণকে উল্লেখ করা হয়েছে। যার ফলে বিমানটি নিয়ন্ত্রণে নিহত পাইলট মি. ইসলাম সঠিক ও কার্যকর প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারেনি।

বিমান বাহিনীর তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সরকার গঠিত তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'পাইলট ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মি. ইসলামের প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতার ঘাটতি ছিল। ছিল কর্মদক্ষতার অভাব। যে কারণে এমন পরিস্থিতিতে অসচেতনতার কারণে বিমানটিকে আর স্বাভাবিক অবস্থায় বা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি পাইলট'। এছাড়াও বলা হয়েছে, 'গ্রাউন্ড সুপারভাইজার বা অফিসার কমান্ডিংয়ের পর্যাপ্ত সুপারভিশনের অভাবে পাইলট উড্ডয়নের সময় যথাযথ উড্ডয়ন প্যারামিটারসমূহ বজায় রাখতে পারেনি। ফলে সংকটাপন্ন অবস্থায় পাইলটের যথোপযুক্ত প্রতিক্রিয়ার অভাবে বিমানটি হঠাৎ স্টলড কন্ডিশনে চলে যায়। যেখান থেকে পাইলট পুনরায় চেষ্টা করেও বিমানটির স্বাভাবিক অবস্থা থেকে পুনরুদ্ধার করতে পারেননি'। একই সাথে পরিবেশগত নিয়ামক হিসেবে পাখি বা অন্য কোনো উড্ডীয়মান বস্তু কর্তৃক বিমানের উইন্ড-শিল্ডে আঘাতও এই ঘটনায় পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে থাকতে পারে বলেও বলা হয়েছে তদন্ত প্রতিবেদনে।

**এত হতাহতের কারণ কী?**

প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী, যুদ্ধবিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বিস্ফোরণ ঘটে। সে সময় প্রায় ১৫ থেকে ২০ মিটার পর্যন্ত আগুনের শিখা তৈরি হয়। বিস্ফোরণের পরে আগুনের শিখার আকার কমে এলেও তীব্রতা যথেষ্ট বেশি ছিল। তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার প্রায় এক ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে দেড় ঘণ্টা পর। জেট ফুয়েল বা পেট্রোলিয়াম থেকে তৈরি আগুনের কারণে তা নিয়ন্ত্রণে আনতে ফোম সলিউশন ব্যবহার করা হয়েছিল। বিমানটি মাৎর সাত মিনিটি আকাশে উড়েছিল। অফিসার কমান্ডিং এর লিখিত বক্তব্যের বরাত দিয়ে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, আনুমানিক সাত মিনিট উড্ডয়ন শেষে বিধ্বস্তের সময় ফুয়েল ট্যাংকে আনুমানিক দুই হাজার ১৫০ লিটার জ্বালানি ছিল। এসময় বিমানটির গতি ছিল ছয়শো থেকে সাড়ে ছয়শো কিলোমিটার। বিধ্বস্ত হওয়ার সাথে সাথে বিমানটির ফুয়েল ট্যাংকটি পুরোপুরি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং তীব্র গতিতে জেট ফুয়েল বাষ্পীভূত হতে থাকে, সেখানেই আগুনের শিখা তৈরি হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের কেউ কেউ জানিয়েছেন, প্রথমবার বিস্ফোরণের পরপরই দ্বিতীয়বার আরেকটি বিস্ফোরণ হয়। আগুনের ব্যাপ্তি নিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিমানটি ওই স্কুলের হায়দার আলী ভবনের সিঁড়ির ঠিক বাম পাশে বিধ্বস্ত হয় এবং আগুনের শিখার ব্যাপ্তি বাম পাশেই বেশি ছিল। ঘটনার পর ভবনটিতে আটকা পড়াদের উদ্ধারকাজে সেনাবাহিনী, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের একাধিক ইউনিট ও দিয়াবাড়ির মেট্রোরেলের ফায়ার ফাইটিং ইউনিট এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকরা অংশ নেয়। দুর্ঘটনা পরবর্তী হতাহতের উদ্ধার সংক্রান্ত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রতিবেদন অনুযায়ী দেখা যায় যে, "মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ক্ষতিগ্রস্ত হায়দার আলী ভবনটিতে একটি মাত্র সিঁড়ি ছিল। তাদের মতে, ভবনটির অকুপেন্ট লোড ও আয়তন অনুযায়ী ৩টি সিঁড়ি প্রয়োজন ছিল। অকুপেন্ট লোড ও আয়তন অনুযায়ী, ভবনটিতে যথাযথ জরুরি বহির্গমন সিঁড়ি থাকলে প্রাণহানির সংখ্যা অনেকাংশে কম হতো।„ এমনকি মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ওই ক্যাম্পাসে অর্ধেকের বেশি ভবন অনুমোদনহীন ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে তদন্ত প্রতিবেদনে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ। তবে অনুমোদনের নথিপত্র আগুনে পুড়ে গেছে বলে দাবি করছেন তারা।

তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে স্কুলটির বিভিন্ন ভবন নির্মাণে অনুমোদন না থাকার যে বিষয় এসেছে, তা নিয়ে ওই কমিশনের সদস্য ও নগর পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক আদিল মুহাম্মদ খান বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, বিমানবন্দরের আশেপাশে ফ্লাইং জোনে এই ধরনের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের কথা থাকলেও সেটি কেন করা হলো না, এটিও একটি বড়ো প্রশ্ন হিসেবে দেখা দিয়েছে তদন্ত কমিশনের কাছে। এ নিয়ে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা রাজউকের চেয়ারম্যান মো.

রিয়াজুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, "মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অনুমোদিত ও অনুমোদনহীন ভবনসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে পত্র দেওয়া হয়েছে, যা পালনে কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।" জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইন্সটিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন বিবিসি বাংলাকে জানান, ওই দুর্ঘটনার পরে মোট ৫৭ জন রোগী বার্ন ইন্সটিটিউটে ভর্তি করা হয়, যাদের মধ্যে ১১ জনের ৮৫ শতাংশ আগুনে পোড়া ছিল। তিনি বলেন, "যারা আহত অবস্থায় আসছে, তারা ইনহেলেশন বার্ন এবং ফ্লেম বার্নে আক্রান্ত ছিল। স্কুলের ভেতর আবদ্ধ থাকায় ইনহেলেশন ইনজুরি ছিল। যেটি ছিল এই দুর্ঘটনায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যকের মৃত্যুর বড়ো একটা কারণ।"

**কোনো ক্ষতিপূরণ পায়নি হতাহতরা**

মাইলস্টোন বিমান দুর্ঘটনায় আহতদের একজন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র নাভিদ নাওয়াজ দীপ্ত। দুর্ঘটনায় দীপ্তের শরীরের ৫২ শতাংশ পুড়ে যায় তার। আহত হওয়ার পর ঢাকার জাতীয় বার্ন ইন্সটিটিউটে ভর্তি ছিলেন ৯৭ দিন। তিন মাসের বেশি সময় পর হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরলেও প্রতি মাসে কয়েকবার করে চিকিৎসার জন্য যেতে হয় বার্ন ইন্সটিটিউটে। দীপ্তর বাবা মিজানুর রহমান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এই দুর্ঘটনা আমাদের জীবনের বাঁক বদলে দিয়েছে।" মি. রহমান জানান, ওই দুর্ঘটনার পর স্কুল পরিবর্তন করতে হয়েছে দীপ্ত আর তার ছোট বোন দিয়ার। আগুনে পোড়ার কারণে চলাফেরা বন্ধ। স্কুলে যেতে হয়, স্কুলে যাওয়া আসার জন্য গাড়ি ও ড্রাইভারের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। চিকিৎসাসহ নানা কারণে তার পরিবারের খরচ দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান দুর্ঘটনার পর সরকার গঠিত তদন্ত কমিশন ঘটনার কারণ নিরূপণ করাসহ বেশ কিছু সুপারিশ ও প্রস্তাবনা দিয়েছে সরকারের কাছে। তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে সুপারিশে বলা হয়, ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি মানবিক সংবেদনশীলতা এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করে একটি ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ তৈরি করার জন্য স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে কমিশন থেকে অনুরোধ করা হয়। এর প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট এই দুর্ঘটনায় নিহতদের জন্য এবং অগ্নিদগ্ধদের ক্ষয়ক্ষতি, ভবিষ্যত চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের কথা বিবেচনা করে আন্তর্জাতিক স্বীকৃত পদ্ধতি ব্যবহার করে একটি ক্ষতিপূরণ মডেল তৈরি করে। সে অনুযায়ী, নিহতদের ক্ষেত্রে ১৮ বছরের নিচে যে-সব শিশু মারা গেছে, তাদের জন্য এক কোটি টাকা এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ৮০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য সুপারিশ করেছে তদন্ত কমিশন। দুর্ঘটনায় নিহত তাসনিয়া হকের পিতা নাজমুল হক বিবিসি বাংলাকে বলেন, "সন্তানের মৃত্যুর পর এই ক্ষতিপূরণ চাওয়া এক ধরনের লজ্জার বিষয়। আমরা আশা করেছিলাম, সরকার ঘোষিত ক্ষতিপূরণ আমরা পাবো। এক বছর হলো। আমরা সংবাদ সম্মেলন করেছি, দাবি-দাওয়া জানিয়েছি, সরকারের মন্ত্রীদের সাথে দেখা পর্যন্ত করেছি। কিন্তু কেউ আমাদের কথাগুলো পর্যন্ত শুনতেও চাইছে না।" মি. হক জানান, স্কুল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারের পক্ষ থেকে আহতের জন্য মাত্র পাঁচ লাখ এবং নিহতদের জন্য ২০ লাখ টাকা গ্রহণ করতে পরিবারগুলোকে বলা হয়েছিল। তবে, পরিবারগুলো তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের উপদেষ্টা নুরুন্নবী বিবিসি বাংলাকে বলেন, "আমরা যখন তখনকার সরকারের কাছে গেলাম, তখন সরকার বললো আমরা জুলাই যোদ্ধা যারা মারা গেছে, তাদেরকে ৩০ লাখ টাকা করে দিয়েছি। আমি তাকে বললাম স্যার, এমন কিছু সহায়তা দেওয়া উচিত, যাতে পরিবার বাকি জীবন কাটাতে পারে।" তিনি বলেন, "এমন অনেক আহত রয়েছে, যারা আর তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারবে না। এর মধ্যে আমাদের কয়েকজন শিক্ষকও রয়েছে।" অন্যদিকে, আহত ও অগ্নিদগ্ধদের জন্য যে ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে, সেখানে বলা হয়, শিশুদের ক্ষেত্রে গুরুতর ক্ষতিগ্রস্তদের ৬০ লাখ, মাঝামাঝি ক্ষতিগ্রস্তদের ৩০ লাখ, অল্প ক্ষতিগ্রস্তদের ১৫ লাখ টাকা করে প্রদান করা উচিত। একইভাবে প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী ও গুরুতর ক্ষতিগ্রস্তদের ৪০ লাখ, মাঝামাঝি ক্ষতিগ্রস্ত ২০ লাখ, স্বল্প ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষেত্রে ১০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে তদন্ত কমিশনের সুপারিশে। এছাড়াও ক্ষয়ক্ষতি বিবেচনায় চিকিৎসার জন্য ১৫ লাখ, নয় লাখ ও এক লাখ টাকা করে অর্থ ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি বরাবর দিতে বলা হয়েছে। তাদের বাজেটে এই বিষয়টি যুক্ত করতেও বলা হয়েছে। তবে, বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের সময় বার্ন ইউনিট এই বাজেট পেলেও ঢাকার জাতীয় বার্ন ইন্সটিটিউট জানিয়েছে, এবার নতুন যে বাজেট তৈরি করা হয়েছে, সেখানে মাইলস্টোন দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসায় নতুন করে কোনো বাজেট এখনো পর্যন্ত দেওয়া হয়নি।

তদন্ত কমিশনের সদস্য ও নগর পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক আদিল মুহাম্মদ খান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "যারা হতাহত হয়েছে, কমিশনের পক্ষ থেকে তাদের ক্ষতিপূরণের জন্য সুস্পষ্ট সুপারিশ ছিল। আমরা চাই, রাষ্ট্র যেন সেই প্রতিবেদনটা খুলে দেখে।" তদন্ত কমিশন হতাহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদানে ব্যবস্থা নিতে সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেছিল। বর্তমান বিএনপি সরকারের অন্তত তিনজন মন্ত্রীর কাছে তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন ও তাদের সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের অগ্রগতি কী, তা জানতে চাওয়া হয়েছিল বিবিসি বাংলার পক্ষ থেকে।

তাদের কেউ এ নিয়ে কথা বলতে রাজি হননি। বিবিসি বাংলা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে লিখিতভাবেও বিষয়টি জানতে চেয়েছে। তবে এ বিষয়ে কোনো বক্তব্য দেয়নি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০৭.২০২৬ নারগীস)

## চট্টগ্রামে বর্ষা মানেই পাহাড়ধসের আতঙ্ক, এবারের পরিস্থিতি কেমন?

ভারী বর্ষা শুরু হলেই চট্টগ্রামের পাহাড়ে পাহাড়ে মাইকিং করা হয়, সেখানকার বাসিন্দাদের সরে যেতে বলা হয়, আবহাওয়া অফিস থেকে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়। তবুও থেমে নেই প্রায় প্রতিবছর পাহাড়ধসে প্রাণহানির ঘটনা। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কয়েকদিনের টানা ভারী বৃষ্টিপাত, পাহাড়ি ঢল ও পাহাড় ধসে বাংলাদেশের সাত জেলায় এখন পর্যন্ত ৫৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এগুলোর মাঝে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগের জেলাগুলো, বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চল। চট্টগ্রামের নিচু এলাকাগুলোতে আকস্মিক বন্যাও দেখা দিয়েছে। এদিকে, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, চলতি বছরের জুলাইয়ে চট্টগ্রামে একদিনে ৩২৯ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে, যা বহু বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। এমন পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, চট্টগ্রাম বিভাগে পাহাড়ধসের জন্য কি শুধু অতিবৃষ্টিই দায়ী, নাকি এর পেছনে রয়েছে আরও দীর্ঘদিনের মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক কারণ? অতীতে এই অঞ্চলের সবচেয়ে ভয়াবহ পাহাড়ধস কবে হয়েছিল এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে সে ধরনের পাহাড়ধসের ঝুঁকি কতটা, এসব প্রশ্নের উত্তরও খোঁজা হয়েছে এই প্রতিবেদনে।

### এবারের বৃষ্টি কতটা অস্বাভাবিক?

বাংলাদেশে সাধারণত সারাবছর যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়, তার ৭১ শতাংশই হয় বর্ষাকালে। জুন, জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর- এই চার মাসকে বর্ষা মৌসুম ধরা হয়। এই চার মাসের মাঝে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয় জুলাই মাসে, আর তখনই পাহাড়ধসের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি থাকে। তবে আবহাওয়াবিদ বজলুর রশীদের মতে, এবারের বৃষ্টিপাতের বৈশিষ্ট্য ছিল ভিন্ন। কারণ, এ বছর মৌসুমি নিম্নচাপটি বাংলাদেশের উপকূলের খুব কাছ দিয়ে পশ্চিমমুখী অগ্রসর হয়েছে। ফলে সারা দেশে সমানভাবে বৃষ্টি না হয়ে মূলত চট্টগ্রাম বিভাগেই অতিভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। ”সাগরে মৌসুমি নিম্নচাপের অবস্থানের ওপরই বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটা নির্ভর করে। নিম্নচাপ যদি বাংলাদেশের উপকূলের কাছাকাছি থাকে, তাহলে এখানে বেশি বৃষ্টি হয়। আর যদি উড়িষ্যার দিকে সরে যায়, তাহলে বৃষ্টিও সেদিকেই বেশি হয়,„ বলেন তিনি। তার ভাষ্য, এবারের নিম্নচাপ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করলেও এর দিক ছিল সরাসরি পশ্চিম দিকে। সাধারণত নিম্নচাপ দক্ষিণ দিক থেকে কিছুটা উত্তরের দিকে থাকে। কিন্তু এবার তার ব্যতিক্রম হওয়ায় চট্টগ্রাম বিভাগেই বৃষ্টির মেঘ আটকে যায়। ”চট্টগ্রামের পূর্বদিকে পাহাড় থাকায় আর্দ্র বাতাস সহজে তা অতিক্রম করতে পারেনি। তাই একই এলাকায় কয়েকদিন ধরে সেই বাতাস জমে থাকায় টানা ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। নিম্নচাপটি যদি আরও উত্তর দিকে যেত, তাহলে বৃষ্টি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়তো,„ বলেন তিনি। এসব কারণেই এ বছর মূল বৃষ্টি হয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগে এবং বাকিটা বরিশাল বিভাগে।

আবহাওয়া অফিসের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর জুলাই মাসে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছিল ১৯৮৩ সালে, ৪০৭ মিলিমিটার। মি. রশীদ জানান, পাহাড়ধসের পেছনে এই বৃষ্টিপাত একটি বড় ভূমিকা পালন করে, কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বর্ষা মৌসুমের ধরনেই পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। ”আগে বর্ষার শুরুতেই নিয়মিত বৃষ্টি হতো। এখন মৌসুমের শুরুতে বৃষ্টি কম হচ্ছে। যেমন, এ বছর জুন মাসে স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় ৩০ শতাংশ কম বৃষ্টি হয়েছে। স্বাভাবিক সময়ে পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হলে পরে অন্যসময় গিয়ে এটা বেড়ে যায়,„ বলেন তিনি। আবহাওয়াবিদ বজলুর রশীদের মতে, এ বছর শক্তিশালী এল নিনোর প্রভাবও বিবেচনায় রাখতে হবে। কারণ এল নিনোর সময়ে বাংলাদেশে অনেক সময় স্বাভাবিকের তুলনায় বৃষ্টিপাত কম হয়। তবে পরে অনুকূল আবহাওয়াগত পরিস্থিতি তৈরি হলে সেই ঘাটতি পুষিয়ে দিতে স্বল্প সময়ে অস্বাভাবিক মাত্রায় অতিভারী বৃষ্টিপাতের ঘটনা দেখা দেয়। উল্লেখ্য, এল নিনো হলো প্রশান্ত মহাসাগরের পানির তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যাওয়ার একটি প্রাকৃতিক জলবায়ুগত ঘটনা, যার প্রভাবে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বৃষ্টি, তাপমাত্রা ও আবহাওয়ার স্বাভাবিক ধরণে পরিবর্তন আসে।

### পাহাড়ধসের মূল কারণ কী?

একদিনের ভারী বৃষ্টিতে সাধারণত বড়ো ধরনের পাহাড়ধসের ঝুঁকি তৈরি হয় না। বরং কয়েকদিন ধরে টানা ভারী বৃষ্টিতে মাটি পানিতে সম্পৃক্ত হয়ে গেলে পাহাড়ের ঢাল দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন অল্প চাপেও মাটির স্তর সরে গিয়ে ধসের ঘটনা ঘটতে পারে। তবে শুধু বৃষ্টিই পাহাড়ধসের জন্য দায়ী নয়। পাহাড়ের মাটির গঠন এবং মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডই মূলত পাহাড়ধসের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় বলে জানান মি. রশীদ। ”রোহিঙ্গা সংকটের কারণে কক্সবাজার ও আশপাশের এলাকায় সাম্প্রতিক কয়েক বছরে ব্যাপক হারে পাহাড় কাটা হয়েছে। একটা সময় বড়ো ধরনের ভূমিধস হওয়ার জন্য অনেক বেশি বৃষ্টির প্রয়োজন হতো। অথচ এখন তুলনামূলক কম বৃষ্টিতেই ভূমিধস হচ্ছে,„ বলেন তিনি। তার মতে, পাহাড়ের প্রাকৃতিক গঠন নষ্ট হয়ে যাওয়াও এর একটি কারণ। ”আমরা পাহাড়ের স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করে ফেলেছি। যেখানে যে ধরনের গাছপালা থাকার কথা, সেখানে তা নেই। ফলে মাটির বাঁধন দুর্বল হয়ে গেছে।„ এ প্রসঙ্গে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন অব বাংলাদেশ (আইইবি) চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সাবেক চেয়ারম্যান প্রকৌশলী দেলোয়ার হোসেন

মজুমদার বিবিসি বাংলাকে বলেন, বিশ্বের অনেক দেশের পাহাড়ের বয়স এক থেকে দেড় কোটি বছর। কিন্তু চট্টগ্রামে যে-সব পাহাড় রয়েছে, সেগুলোর বয়স ২৫ লক্ষ বছরের মতো। পাথর হওয়ার মতো বয়স হয়নি। ”চট্টগ্রাম শহরে একসময় বিপুল পরিমাণ পাহাড় থাকলেও এখন তার এক তৃতীয়াংশ টিকে আছে। এই পাহাড়গুলোর জন্মই হয়েছে প্রবল ভূমিকম্পে সাগর থেকে উত্থিত হয়ে। অর্থাৎ, এগুলো জন্মগতভাবেই ক্ষয়িষ্ণু। সেকারণেই এগুলো বালুময় পাহাড়। তবে যে-কোনো পাহাড়েরই ক্ষয়ের স্বাভাবিক পদ্ধতি আছে। স্বাভাবিক পদ্ধতিতে কিছু ক্ষয় হতে পারে, ভেঙ্গে পড়তে পারে। কিন্তু পাহাড় ধ্বংস ও পাহাড় ক্ষয় এক জিনিস না। ক্ষয় প্রাকৃতিক, ধ্বংস মানবসৃষ্ট। অর্থাৎ, পাহাড়ের পাদদেশে অনিয়ন্ত্রিত বসতি, পাহাড় কাটা এবং প্রাকৃতিক উদ্ভিদ ধ্বংস- মূলত এই তিনটি কারণে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ধস হচ্ছে বলে মনে করেন তিনি। মি. মজুমদার বলেন, ”সিলেটে পাহাড় থাকলেও ধসের খবর ওভাবে পাওয়া যায় না। কারণ ওখানে এত বসতি নাই এবং সিলেট শহরে যা আছে, তা মূলত টিলা। পাশাপাশি, সিলেটের পাহাড়ে সিলিকা বেশি, বালির পরিমাণ কম। বলা যায়, ওগুলো পাথর হওয়ার পূর্ব অবস্থায় আছে।„ ”কিন্তু চট্টগ্রামের বালুময় মাটির ফাঁকা জায়গায় যখন অল্প সময়ের মাঝে অনেক বেশি বৃষ্টি পড়ে, তখন পানি জমে মাটির ওজন বেড়ে যায় এবং মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে পুরো মাটির স্তর নিচের দিকে সরে যেতে শুরু করে এবং ধসের সৃষ্টি হয়। একবার ধস শুরু হলে পানি আরও ভেতরে ঢুকে আশপাশের অংশকেও দুর্বল করে দেয়, ফলে ধস দ্রুত বিস্তৃত হতে পারেন,„ বলছিলেন তিনি।

**কোন এলাকাগুলো ঝুঁকিতে, অতীতে কী ঘটেছে?**

বাংলাদেশের দুর্যোগ মন্ত্রণালয় ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, অতিবৃষ্টি, পাহাড়ি ঢল ও পাহাড় ধসে নিহতদের বেশিরভাগই হলো রাঙামাটি, বান্দরবান, কক্সবাজার, চট্টগ্রামের- ৫৩ জন। বিশেষজ্ঞরাও বলছেন, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ির পাহাড়ি এলাকাগুলো বাংলাদেশের মধ্যে পাহাড়ধসের সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে। এর মধ্যে চট্টগ্রাম শহরের পাহাড়ঘেঁষা বসতিগুলোতে ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। কারণ সেখানে পাহাড় কাটা, ঘনবসতি এবং ভারী বৃষ্টিপাত একসঙ্গে প্রভাব বিস্তার করে। চলতি বছরের মতো অতীতেও বাংলাদেশে একাধিক প্রাণঘাতী পাহাড়ধসের ঘটনা ঘটেছে। বিবিসি বাংলা'র বিভিন্ন পুরোনো প্রতিবেদন ও স্থানীয় গণমাধ্যমে যে-সব তথ্য এসেছে, সে অনুযায়ী গত দুই দশকে চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন এলাকায় পাহাড় ধসে প্রায় তিনশো মানুষ নিহত হয়। এর মাঝে ২০০৭ সালে চট্টগ্রামের লালখান বাজার এলাকার মতিঝর্ণাসহ ছয়টি স্থানেই পাহাড়ধসে প্রাণ হারান ১২৭ জন। ওই বছরের ১১ জুন ২৪ ঘণ্টায় ৪২৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছিল। এর দশ বছর পর ২০১৭ সালে পাহাড়ধসে ১৬০ জনেরও বেশি মানুষের প্রাণহানি ঘটে। মাঝের এই বছরগুলোতেও প্রাণহানির সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য সংখ্যক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. আশরাফুল ইসলাম তার এক গবেষণায় উল্লেখ করেছেন, ২০০৮ সালে চট্টগ্রামে ১৩ জন, ২০১০ সালে কক্সবাজারে ৬৬ জন, ২০১১ সালে চট্টগ্রামে ১৭ জন, ২০১৫ সালে চট্টগ্রামে সাত জন ও ২০১৯ সালে কক্সবাজারে দুইজন পাহাড়ধসে নিহত হয়েছেন।

**বড়ো ধসের ঝুঁকি কতটা, সমাধান আছে কোনো?**

স্বল্প সময়ে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হলে পাহাড়ধসের ঝুঁকি আরও বেড়ে যায়। কারণ, টানা বৃষ্টিতে পাহাড়ের মাটি পুরোপুরি শুকানোর সুযোগ পায় না। আর, এর মাঝে মাটি পুরোপুরি শুকানোর আগেই যদি আবারও ভারী বৃষ্টি হয়, তাহলে যে-সব জায়গার মাটি আগে থেকেই দুর্বল বা আলগা হয়ে আছে, সেগুলো ধসে পড়তে পারে। তবে ঠিক কত বড়ো পরিসরে বা কোন এলাকায় ধস হবে, তা আগে থেকে নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু, একই পরিমাণ বৃষ্টিতে একটি পাহাড়ে ধস নামলেও পাশের আরেকটি পাহাড় অক্ষত থাকতে পারে বলে উল্লেখ করেন আবহাওয়াবিদ বজলুর রশীদ বলেন। ”ঝুঁকি কমাতে হলে আগে থেকে প্রশাসনকে অবহিত করতে হবে যে, কোন পাহাড় ঝুঁকিপূর্ণ। সেইসাথে, পাহাড় যেমন আছে, তেমনই রাখতে হবে। পাহাড়ে হাত দেওয়া যাবে না।„ তবে তিনি মনে করেন, ”অল্প সময়ের মাঝে ফের ভারী বৃষ্টি না হলে আপাতত বড়ো-সড় পাহাড় ধস হওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ বৃষ্টিতে মাটি এখন বসে গেছে। আর প্রথমদিনের বৃষ্টিতেও ধস হয় না। দুই-তিন বা পাঁচ-দশ বছর পর আবার ভারী বৃষ্টি হলে হয়তো বড়ো ধস হতে পারে।„ প্রকৌশলী দেলোয়ার হোসেন মজুমদারও মনে করেন যে, কোন পাহাড়ের ঢাল কতটা খাড়া, কোথায় মাটি দুর্বল হয়ে গেছে, এসব চিহ্নিত করে প্রশাসনকে জনগণকে জানাতে হবে। শুধুমাত্র তাহলেই আগাম সতর্কতা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে। সেইসাথে, পাহাড় কাটার যে জরিমানা, সেই অংকটা বাড়িয়ে দেওয়া উচিত বলে মত তার। ”পাহাড়গুলো হয় সরকারের, না হয় ব্যক্তি মালিকানাধীন। কিন্তু এসব পাহাড় কেটে প্লট তৈরি করা হয়। ধরা যাক, পাঁচ কাঠা জমির দাম পাঁচ কোটি টাকা। কিন্তু কেউ যদি পাহাড় কেটে ধরা পড়ে, তাহলে তার জরিমানা এক লক্ষ টাকা। সেক্ষেত্রে সে তো জরিমানা দিয়েই বৈধ হয়ে যাচ্ছে। তাই, জরিমানা বাড়ানো উচিত,„ ব্যাখ্যা করেন মি. মজুমদার। একইসাথে, যারা পাহাড় কাটে ও তাদেরকে যারা দেখেও দেখে না, তাদের মাঝে সখ্যতা থাকে। এটা ঠেকানো গেলেও এই সমস্যা অনেকটা সমাধান হবে বলে মনে করেন তিনি। তিনি বলছিলেন যে, পাহাড়গুলো এখনো শুকায়নি। এখন ওগুলোতে যে পরিমাণ পানি আছে, এর মাঝে যদি আরও বৃষ্টি হয়, তাহলে মাটির

কোথাও আলগা থাকলে সে ভেঙ্গে যাবে। তবে ২০০৭ কিংবা ২০১৭ সালের মতো চট্টগ্রামের সামনে বড়ো-সড় পাহাড়ধসের ঝুঁকি আছে কিনা, জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ব বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. আশরাফুল ইসলাম বলছেন যে, চট্টগ্রামের পাহাড়গুলো দিনদিন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে ঠিকই। কিন্তু পরবর্তী পাহাড়ধস কত বড়ো পরিসরে হবে, তা আগে-ভাগে নিশ্চিত করে বলা যায় না। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০৭.২০২৬ নারগীস)

## সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল আহসানের বাড়িতে দুদকের অভিযান

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসানের জলসিঁড়ির বাড়িতে অভিযান চালাচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সোমবার সকালে শুরু হওয়া ওই অভিযানে বাড়িটিতে থাকা মি. আহসানের মালামাল ও সম্পদ জব্দ করা হয়েছে। বর্তমানে জব্দকৃত সম্পদের তালিকা তৈরির কাজ চলছে বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন দুদকের মুখপাত্র তানজীর আহমেদ। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর ঢাকার নিউমার্কেট থানার একটি হত্যা মামলায় ২০২৪ সালের ১৬ আগস্ট গ্রেফতার হন মি. আহসান। বর্তমানে তিনি কারাগারে রয়েছেন। গত ৭ জানুয়ারি জ্ঞাত আয়-বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের আরেকটি মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। মানবতা বিরোধী অপরাধের অভিযোগে মামলাতেও তিনি গ্রেফতার রয়েছেন। মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারের (এনটিএমসি) সাবেক মহাপরিচালক মি. আহসান ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজ নামে প্রায় ২২ কোটি ২৭ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছেন। পরে সেসব অর্থ তার স্ত্রী নুসরাত জাহানের ব্যাংক হিসেবের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের নামে স্থানান্তর, হস্তান্তর ও রূপান্তর করেছেন। মিজ জাহানের নামে থাকা আটটি ব্যাংক হিসাবে প্রায় ১২০ কোটি টাকার অস্বাভাবিক লেনদেনের তথ্য পেয়েছে বলে জানিয়েছে দুদুক। মি. আহসান অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডার পাঁচ বছর মেয়াদি বন্ডে প্রায় ১৩ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার অবৈধভাবে বিনিয়োগ করেছেন বলেও দাবি করেছেন তদন্তকারী কর্মকর্তারা। এর আগে, ২০২৫ সালের ২৪ এপ্রিল মি. আহসানের নামে থাকা বাড়ি ও জমি জব্দ এবং ব্যাংক হিসেবে অর্থ অবরুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছিলেন আদালত। দুদকের তথ্য অনুযায়ী, মি. আহসানের নামে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে আটতলা একটি বাড়ি রয়েছে। সেইসঙ্গে, বরিশালে একটি বাগানবাড়ি ছাড়াও একটি একতলা বাড়ি ও নির্মাণাধীন আটতলা আরেকটি বাড়ি রয়েছে। এছাড়া ঢাকার মিরপুর ও উত্তরায় তার নামে আরো তিনটি ফ্ল্যাট রয়েছে বলে জানিয়েছেন দুদকের কর্মকর্তারা।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

## ককরোচ পার্টির প্রতিবাদ মিছিল থেকে অভিজিৎ দীপকেকে আটক করল দিল্লি পুলিশ

একদিকে যখন সরকারের সঙ্গে আলোচনা করছেন ককরোচ জনতা পার্টির সদস্যরা, তখন এই আন্দোলনের মুখ্য নেতা অভিজিৎ দীপকে আটক করে নিয়ে গেল দিল্লি পুলিশ। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এই কথা জানিয়েছেন ককরোচ জনতা পার্টির মুখপাত্র সৌরভ দাস। এছাড়াও সোনাম ওয়াংচুকের স্ত্রী গীতাঞ্জলি আংমোর উপর পুলিশি হেনস্থার অভিযোগ এনেছেন তিনি। গত রাত থেকেই দিল্লির যন্তর মন্তরে সংসদ অভিযানের জন্য জড়ো হতে শুরু করেছিলেন ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা আন্দোলনকারীরা। ভারতের সংসদে বাদল অধিবেশন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সংসদ ভবনের দিকে এগোতে শুরু করেন আন্দোলনকারীরা। পুলিশের সঙ্গে একাধিক সংঘর্ষের ছবিও সামনে আসে। বন্ধ করে দেওয়া হয় মধ্য দিল্লির বেশ কয়েকটি মেট্রো স্টেশন। আন্দোলনকারীরা সংসদ ভবনের কাছে রেল ভবন পর্যন্ত পৌঁছে গেলে তাদের উপর কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করে সশস্ত্র কেন্দ্রীয় পুলিশবাহিনী। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ছিলেন সোনাম ওয়াংচুকের স্ত্রী গীতাঞ্জলি আংমো। তিনি শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা দাবি করেছেন। দুপুর ১২টা নাগাদ ককরোচ জনতা পার্টির সহ-প্রতিষ্ঠাতা সৌরভ দাস সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ জানান যে, তারা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডার কাছে হলফনামা জমা দিয়েছেন ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিনিধিরা। আলোচনায় রাজি হওয়ায় সোনাম ওয়াংচুক অভিজিৎ দীপকেকে অনুরোধ করেছেন তার অনশন ভঙ্গ করার জন্য। সোনাম ওয়াংচুককে ধর্ণাস্থল থেকে হাসপাতালে স্থানান্তর করার পর থেকেই অনশনে বসেছিলেন অভিজিৎ দীপকে। যদিও সোনাম ওয়াংচুকের অনশন এখনও চলছে বলেই জানিয়েছেন তার স্ত্রী গীতাঞ্জলি আংমো। দুপুর ২টা ৫০ মিনিট নাগাদ ককরোচ জনতা পার্টির মুখপাৎর সৌরভ দাস এক্স-এ পোস্ট করে তার আটক হওয়ার খবর জানান জানান। সম্প্রতি ভারতের চিকিৎসাক্ষেত্রে ভর্তির পরীক্ষা নিট-এর প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ায় সারা দেশ থেকে ২১ জন ছাত্র-ছাত্রীর আত্মহত্যার খবর মিলেছে। ফলে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা চেয়ে আন্দোলন শুরু করে ককরোচ জনতা পার্টি। তাদের সমর্থন দিয়ে অনশনে বসেন শিক্ষকর্মী ও পরিবেশ বিষয়ক আন্দোলনকারী সোনাম ওয়াংচুক।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

## আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়লেন কিয়ের স্টারমার

রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গে বৈঠকের পর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন কিয়ের স্টারমার। এ বিষয়ে বাকিংহাম প্যালেসের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ”আজ সকালে রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগপত্র জমা দেন স্যার কিয়ার স্টারমার। রাজা তার পদত্যাগ গ্রহণ করেছেন। ”এ সময় লেডি স্টারমারও রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।„(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

## আমার কাজ শেষ : বিদায়ি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্টারমার

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ের স্টারমার ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের সামনে তার বিদায়ি বক্তব্যে বলেছেন, "আমার কাজ শেষ।„ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করা তার জীবনের "সবচেয়ে বড়ো সম্মানের„ বিষয় ছিল। বক্তব্য শেষে তিনি রাজা তৃতীয় চার্লসের কাছে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তার পদত্যাগপত্র জমা দেবেন। এর মধ্যদিয়েই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার দায়িত্বের অধ্যায়ের সমাপ্তি হবে। বিদায়ি বক্তব্যে তিনি দাবি করেছেন, গত দুই বছরের তুলনায় যুক্তরাজ্য আরও শক্তিশালী দেশে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, তার সময়ে দেশের অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হয়েছে, জনসেবার মান উন্নত হয়েছে, অনেক শিশুকে দারিদ্র্য মুক্ত করা গেছে, অভিবাসন কমেছে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যুক্তরাজ্যের সুনামও অনেক বেড়েছে। "আমরা এখন এমন এক পৃথিবীতে বাস করছি, যেখানে আমাদের মূল্যবোধের কারণেই শত্রুরা আমাদের বিভক্ত করতে সবকিছু করতে প্রস্তুত„ উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন যে, এমন পরিস্থিতিতে ব্রিটেনের শক্তি ও সাফল্যের দিকগুলো মনে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজ সকালে শেষবারের মতো ডাউনিং স্ট্রিটের সরকারি বাসভবনে ঘুম থেকে উঠেছেন তিনি। যদিও তিনি ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের বদলে অর্থমন্ত্রীর জন্য নির্ধারিত ১১ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে থাকতেন।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

## যুক্তরাজ্যের নতুন প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহাম

স্যার কিয়ের স্টারমারের পদত্যাগের পর যুক্তরাজ্যের নতুন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন অ্যান্ডি বার্নহাম। সোমবার লেবার পার্টির এই নেতাকে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্তরাজ্যের ৫৯তম প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করা হয়। এদিন সকালে বাকিংহাম প্যালেসে গিয়ে ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লসের কাছে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দেন স্যার কিয়ের স্টারমার। এরপর মি. বার্নহামকে ডেকে সরকার গঠনের জন্য অনুরোধ জানানো রাজা। "মাননীয় অ্যান্ডি বার্নহাম এমপি রাজার প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং প্রধানমন্ত্রী ও ফার্স্ট লর্ড অব দ্য ট্রেজারি হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পর তার (রাজার) সাথে করমর্দন করেন,„ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে বাকিংহাম প্যালেস। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেওয়া প্রথম ভাষণে যুক্তরাজ্যের নাগরিকদের জীবনযাত্রার ব্যয়ভার কমানোর আশ্বাস দিয়েছেন অ্যান্ডি বার্নহাম। "আমি যত পদক্ষেপ নেব, তার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে মানুষের সেবা„, বলেন মি. বার্নহাম। এক্ষেত্রে গৃহহীনদের থাকার জায়গার ব্যবস্থা করার বিষয়ে প্রথমে নির্দেশনা জারি করা হবে বলে জানান তিনি। সেইসঙ্গে, চলতি বছরের শেষের দিকে ব্রিটেনের জন্য ১০ বছর মেয়াদি একটি পরিকল্পনা ঘোষণা করবেন বলেও জানিয়েছেন। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

## দিল্লিতে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশের অভিযান, দফায় দফায় সংঘর্ষ

দিল্লির যন্তর মন্তরে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। অভিযান শুরুর পর ককরোচ জনতা পার্টির নেতাকর্মীদের সঙ্গে তাদের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে। এতে হতাহতদের বিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি। সোমবার দুপুরে ভারতের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডার সাথে দেখা করে স্মারকলিপি জমা দিন ককরোচ জনতা পার্টির নেতারা। এরপর বিক্ষোভকারী সরিয়ে দিতে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে পুলিশ। সেইসঙ্গে, লাঠিচার্জ শুরু করলে দুইপক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। বিক্ষোভকারীরা যন্তর মন্তর এলাকা ছেড়ে না যাওয়ায় পরিস্থিতি এখনও উত্তপ্ত রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। সংঘর্ষের জেরে বন্ধ করে দেওয়া হয় মধ্য দিল্লির বেশ কয়েকটি মেট্রো স্টেশন। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় বিজেপি সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে দিল্লির যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ চালিয়ে আসছে ককরোচ জনতা পার্টি।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০৭.২০২৬ নারগীস)

## সৌদি আরবের বিরুদ্ধে নৌ অবরোধ ঘোষণা করেছে ইয়েমেনের হুথিরা

ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা সৌদি আরবের বিরুদ্ধে নৌ অবরোধ ঘোষণা করেছে। সোমবার এক বিবৃতি নৌ অবরোধের কথা জানিয়েছেন ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীটির সামরিক মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারি। সেখানে সৌদি আরবকে 'অপরাধী ও শত্রু' বর্ণনা করা হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সৌদি সরকার ইয়েমেনের ওপর 'অন্যায় ও দমনমূলক' অবরোধ অব্যাহত রেখেছে। সেজন্য 'চোখের বদলে চোখ' নীতি অবলম্বন করে তাদের বিরুদ্ধে নৌ অবরোধ শুরু হয়েছে। সৌদি সরকার এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চাইলে সেটার পাল্টা জবাব দেওয়ার হুমকিও দিয়েছে হুথিরা। ইয়েমেনে টানা কয়েক বছর ধরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর ২০২২ সালে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয় হুথি এবং সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট। কিন্তু সম্প্রতি দু'পক্ষের মধ্যে আবারও উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। হুতি বিদ্রোহীরা অভিযোগ তুলেছে যে, ইয়েমেনে তাদের নিয়ন্ত্রিত একটি বিমানবন্দরে হামলা চালিয়েছে সৌদি সমর্থিত ইয়েমেনি বাহিনী। অন্যদিকে, সৌদি নেতৃত্বাধীন সামরিক জোটের এক মুখপাৎর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, সৌদি আরবের দক্ষিণাঞ্চল লক্ষ্য করে হুতিরা ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। সেগুলো প্রতিহত করা হয়েছে বলে দাবি করেছে সৌদি আরব।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০৭.২০২৬ নারগীস)

## ইরানে ফের বিমান হামলা, বড়ো বিস্ফোরণের শব্দ

ইরানে আবারও হামলার ঘটনা ঘটেছে। সোমবার শিরাজের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে বলে ফার্স নিউজ এজেন্সির খবরে বলা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র সেখানে বিমান হামলা চালিয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে। তবে হামলা ও এর ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে ইরান বা যুক্তরাষ্ট্র, কোনো পক্ষই এখনও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেনি। এ ঘটনার আগে, এক বিবৃতিতে ইরানের ইসলামিক রেভ্যুলেশনারি গার্ড কোর জানিয়েছিল যে, তারা বাহরাইন এবং কুয়েতে মার্কিন স্থাপনাকে লক্ষ্য করে বড়ো ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ফের হামলা চালালে মধ্যপ্রাচ্যে তাদের বাহিনীর ওপর হামলা অব্যাহত রাখা হবে বলেও বিবৃতিতে সতর্ক করেছিল আইআরজিসি।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০৭.২০২৬ নারগীস)

## হামাসের নতুন নেতা খলিল আল হায়াহ

ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস তাদের রাজনৈতিক ব্যুরোর প্রধান হিসেবে খলিল আল হায়াহকে নির্বাচিত করেছে। তিনি ইয়াহিয়া সিনওয়ারের স্থলাভিষিক্ত হলেন। মি. সিনওয়ার ২০২৪ সালের অক্টোবরে গাজায় ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর হামলায় নিহত হয়েছিলেন। ইসরায়েলি হামলায় হামাসের শীর্ষ তিন নেতা ইসমাইল হানিয়াহ, ইয়াহিয়া সিনওয়ার এবং সামরিক কমান্ডার মোহাম্মদ দেইফ নিহত হওয়ার পর থেকেই সংগঠনটির ভেতরে খলিল আল হায়াহ্‌র প্রভাব ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। ১৯৬০ সালে গাজা উপত্যকায় জন্মগ্রহণ করা মি. হায়াহ হামাস প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সংগঠনটির সাথে আছেন বলে জানা যাচ্ছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২০.০৭.২০২৬ নারগীস)

# রেডিও তেহরান

## শেখ হাসিনার দেশে ফেরার বক্তব্যকে ঘিরে নতুন রাজনৈতিক বিতর্কে সৃষ্টি হয়েছে

শেখ হাসিনার ক্ষমতা চ্যুতি যেমন ছিল আকস্মিক, তেমনি ছিল তার দেশত্যাগ ও নাটকীয়। টানা ১৫ বছর ধরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে তার অবস্থান ছিল প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাফল্য এবং ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ববাদী শাসনের সমন্বয়ে তিনি নিজের ক্ষমতার ভিত্তি শক্তিশালী করেছিলেন। কিন্তু ছাত্র-জনতার জুলাই অভ্যুত্থান কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সেই ক্ষমতার কাঠামো ভেঙে দেয়। পরিস্থিতির চাপে শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় নেন। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা জানান, তিনি আগামী ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের নেতাদের নিয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসতে চান। এই বক্তব্য নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। তবে বাস্তব প্রশ্ন হলো, যিনি দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং দলের অসংখ্য নেতা-কর্মীকে আইন প্রয়োগের মুখোমুখি রেখে বিদেশে আশ্রয় নিয়েছেন, তিনি কি সত্যিই দেশে ফিরবেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আইনি বাস্তবতা, আঞ্চলিক কূটনীতি এবং বাংলাদেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করতে হবে। আইনগতভাবে শেখ হাসিনার জন্য পরিস্থিতি অত্যন্ত কঠিন। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ২০১৩ সালে স্বাক্ষরিত প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী হত্যা ও সন্ত্রাসবাদের মতো গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রত্যর্পণের সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলাকালে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডসহ একাধিক মামলার বিচার এগিয়ে চলেছে এবং কয়েকটি মামলায় মৃত্যুদণ্ডের বিধানও রয়েছে। বর্তমানে বা ভবিষ্যতে যে-কোনো নির্বাচিত সরকারের জন্য আদালতের গ্রেফতারি পরোয়ানা উপেক্ষা করা রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত কঠিন হবে। আদালতের রায় কার্যকর না হলে নতুন সরকারের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতিও প্রশ্নবিদ্ধ হবে। ফলে শেখ হাসিনার দেশে ফেরা মানেই হবে একটি সক্রিয় বিচারিক প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হওয়া। এই বাস্তবতা ভারতকেও জটিল অবস্থায় ফেলেছে। দীর্ঘদিন ধরে নয়াদিল্লি শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগকে দক্ষিণ এশিয়া তাদের অন্যতম নির্ভরযোগ্য অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করেছে। সীমান্ত নিরাপত্তা, সন্ত্রাসবাদ দমন এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে দুই দেশের সহযোগিতা ছিল উল্লেখযোগ্য। তাই শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দিয়ে ভারত তার দীর্ঘদিনের মিত্রের প্রতি আনুগত্যের বার্তা দিতে পারে। কিন্তু এর মূল্যও রয়েছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থাসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মহলে জুলাই আন্দোলনে প্রাণহানির ঘটনায় শেখ হাসিনার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ফলে তাকে দীর্ঘদিন আশ্রয় দেওয়া ভারতের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। অন্যদিকে, তাকে বাংলাদেশের প্রত্যর্পণ করলেও ভারতের জন্য তা সহজ হবে না। এতে আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে ভারতের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। ফলে সবচেয়ে সম্ভাব্য পথ হতে পারে সিদ্ধান্ত বিলম্বিত করা। আইনি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার আড়ালে সময়ক্ষেপণ করা এবং পরিস্থিতির পরিবর্তনের অপেক্ষায় থাকা। কেউ কেউ মনে করেন, শেখ হাসিনা হয়ত তৃতীয় কোনো দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় নিতে পারেন। তবে বাস্তবে সেই সম্ভাবনাও খুবই সীমিত। মানবাধিকার ইস্যুতে আন্তর্জাতিক নজরদারী বেড়ে যাওয়ায় পশ্চিমা গণতান্ত্রিক দেশগুলোর জন্য তার মতো বিতর্কিত নেতাকে আশ্রয় দেওয়া প্রায় অসম্ভব।

রাশিয়ার নাম মাঝে মাঝে আলোচনায় এলেও সেটি নিশ্চিত বিকল্প নয়। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ বাংলাদেশে রাশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক স্বার্থ রয়েছে। নতুন সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করে কেবল শেখ হাসিনাকে আশ্রয়

দেওয়ার মতো কৌশলগত প্রয়োজন মস্কোর সামনে খুব বেশি নেই। ফলে ভারত ছাড়া তার নিরাপদ আশ্রয়ের বিকল্প খুবই সীমিত। কোনো রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমে তার দেশে ফেরার পথ তৈরি হলেও বাস্তব চ্যালেঞ্জ রয়ে যাবে। বিমানবন্দর দিয়ে তার প্রবেশ জনরোষ ও নিরাপত্তা সংকট সৃষ্টি করতে পারে। স্থলবন্দর দিয়েও একই ধরনের ঝুঁকি থাকবে। এমন পরিস্থিতি বিনিয়োগ পরিবেশ ও দেশের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। যে গণআন্দোলনের মুখে তিনি দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন , সেই পরিস্থিতিতে স্বেচ্ছায় দেশে ফিরে আসা বাস্তবসম্মত বলে মনে হয় না। অনেক বিশ্লেষকের মতে , দেশে ফেরার ঘোষণা মূলত রাজনৈতিক বার্তা। এর মাধ্যমে আওয়ামী লীগের অবশিষ্ট সাংগঠনি ক শক্তি যাচাই করা এবং সমর্থকদের মনোবল ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়। তবে এসব ঘোষণার পর প্রায়ই দলটির নেতা -কর্মীদের বিরুদ্ধে নতুন অভিযান শুরু হয় , যার সংগঠনকে আরো দুর্বল করে তোলে। আওয়ামী লীগের বর্তমান সংকটের অন্যতম কারণ হলো অতি রিক্ত নেতৃত্বকেন্দ্রিক রাজনীতি। দীর্ঘ সময় ধরে দলটি শেখ হাসিনাকে ঘিরেই পরিচালিত হয়েছে। ফলে তার অনুপস্থিতিতে কার্যকর বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে ওঠেনি। একইসঙ্গে দলের অনেক বুদ্ধিজীবী ও সমর্থক এখনো জুলাই আন্দোলনের প্রা ণহানির ঘটনাকে স্বীকার করতে অনিহা দেখাচ্ছেন। এতে জনমতের সাথে তাদের দূরত্ব আরো বাড়ছে এবং দল পুনর্গঠনের সম্ভাবনাও দুর্বল হয়ে পড়ছে। জুলাই আন্দোলনে প্রায় ১৪০০ মানুষের মৃত্যুর স্মৃতি বাংলাদেশের মানুষের রাজনৈতিক বাস্তবতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এই ঘটনার পর জনমতের একটি বড়ো অংশ শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তনে র বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। একইসঙ্গে জুলাই আন্দোলনের নেতৃত্ব এখনো সংগঠিত এবং সক্রিয় রয়েছে। সব মিলিয়ে শেখ হাসিনার সামনে বিকল্প খুবই সীমিত। বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় তার জন্য স্বাভাবিকভাবে দেশে ফিরে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নে ওয়ার সুযোগ তার নেই। ফলে তার ভবি ষ্যৎ দুটি সম্ভাবনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। ভারতের দীর্ঘমেয়া দি নির্বাসিত জীবন অথবা কোনো এক সময় বাংলাদেশে ফিরে বিচারিক প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হওয়া।

(রেডিও তেহরান: ২০.০৭.২০২৬ এলিনা, রুবাইয়া)

## ট্রাম্প আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য এক নম্বর শত্রু : গার্ডিয়ান

ব্রিটিশ সংবাদপত্র মনে করে, ট্রাম্পের আত্মম্ভরিতা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের এক নম্বর শত্রু এবং এটি তাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্রের চেয়েও বেশি বিপজ্জনক শক্তিতে পরিণত করেছে। মেহর নিউজ এজেন্সির বরাত দিয়ে পার্স টুডে জানিয়েছে, ব্রিটিশ সংবাদপত্র গার্ডিয়ানের একজন বিশিষ্ট লেখক ও বিশ্লেষক `সাইমন টিসডেল, লিখেছেন, বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো বিপদ শুধু শত্রুদের শক্তি বা সংঘাতের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত নয় বরং `সংকট ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সুস্পষ্ট কৌশলের অভাবের, মধ্যেও রয়েছে। ব্রিটিশ দৈনিকটি মনে করে, ট্রাম্পের আত্মম্ভরিতা বিশ্বের জন্য এক নম্বর শত্রুতে পরিণত হয়েছে এবং এই আত্মম্ভরিতাই বর্তমান যুদ্ধকে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়িয়ে তুলেছে। তিনি আরও বলেন, ট্রাম্প হলেন- `একটি চলমান গণবিধ্বংসী অস্ত্র,। ইরান সংকটে ট্রাম্প সবচেয়ে বিপজ্জনক শক্তিতে পরিণত হয়েছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই সংঘাতে তার ব্যবস্থাপনার ধরণ যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্বকে এমন এক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক অচলাবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছে, যেখান থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন। দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকার একজন লেখক ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে ট্রাম্পের কৌশলগত দূরদৃষ্টিহীন হঠকারী সিদ্ধান্তের ফল হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং সতর্ক করেছেন যে, এই উত্তেজনা অব্যাহত থাকলে তা বৈশ্বিক পরিণতিসহ একটি দীর্ঘমেয়াদী ও সর্বাত্মক যুদ্ধের দিকে নিয়ে যেতে পারে। টিসডেল আরও যোগ করেন, ওয়াশিংটনের প্রত্যাশার বিপরীতে, ইরানের ওপর মার্কিন হামলা ইরানি শাসনব্যবস্থাকে দুর্বল করেনি, বরং ইরানের অভ্যন্তরে শাসনব্যবস্থার অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করেছে এবং তাদেরকে জনমত সংগঠিত করতে ও নিরাপত্তা নীতিকে ন্যায্যতা দিতে সাহায্য করেছে। পত্রিকাটি ইরান যুদ্ধে বিজয় সম্পর্কে ট্রাম্প এবং তার যুদ্ধবিষয়ক পররাষ্ট্রমন্ত্রী পিট হেগসেটের বক্তব্যের সমালোচনা করে লিখেছে, ইরানের বিরুদ্ধে ”মহান বিজয়ের„ কথা বাস্তবতার সঙ্গে মেলে না, কারণ যুক্তরাষ্ট্র তার প্রধান লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে এবং একই সাথে এই যুদ্ধের মানবিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মূল্য বেড়েই চলেছে।

(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ২০.০৭.২০২৬ নারগীস)

## আইআরজিসির ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে মার্কিন সি-১৭ পরিবহণ বিমান ধ্বংস

ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, জর্ডানের আকাবা বিমানবন্দরে আগ্রাসী মার্কিন সেনাবাহিনীর বড়ো আকারের সি-১৭ পরিবহণ বিমানগুলোকে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের মাধ্যমে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়েছে। ইরানিয়ান ব্রডকাস্টিং করপোরেশনকে উদ্ধৃত করে পার্সটুডে জানিয়েছে, আইআরজিসির জনসংযোগ দপ্তর একটি বিবৃতি জারি করে লিখেছে, `অপারেশন নাসর ২,-এর ২১তম ধাপে, আইআরজিসির অ্যারোস্পেস ফোর্সের যোদ্ধারা জর্ডানের আকাবা বিমানবন্দরে আগ্রাসী মার্কিন সেনাবাহিনীর বড়ো আকারের সি-১৭ পরিবহণ বিমান এবং পি-৮ কমান্ড ও কন্ট্রোল বিমানগুলোকে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে, এতে বেশ কয়েকটি বিমানের ব্যাপক ক্ষতি হয়। আইআরজিসি আরও জানিয়েছে, পশ্চিম ইরানের

আকাশে শত্রুপক্ষের একটি এমকিউ-৯ ড্রোন ধ্বংস করা হয়েছে। রবিবার সন্ধ্যায় ইরানের পশ্চিমাঞ্চলেও একটি এমকিউ-৯ আগ্রাসী ড্রোন ধ্বংস করা হয়।(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ২০.০৭.২০২৬ নারগীস)

## মার্কিন আগ্রাসনকারীরা ইরানের ভূখণ্ডে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে

মার্কিন সন্ত্রাসী সেনা কেন্দ্রীয় কমান্ড (সেন্টকম) ইরানের ভূখণ্ডে অবস্থিত বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুর ওপর নতুন করে আগ্রাসী হামলা চালানোর ঘোষণা দিয়েছে। ইরানি ব্রডকাস্টিং করপোরেশনকে উদ্ধৃত করে পার্সটুডে জানিয়েছে, মার্কিন সন্ত্রাসী সেনা কেন্দ্রীয় কমান্ড (সেন্টকম) ঘোষণা করেছে, তারা টানা নবম রাত ধরে ইরানের বিরুদ্ধে বিমান হামলা চালিয়েছে এবং এই হামলা অব্যাহত থাকবে। একই সাথে, কেন্দ্রটি অন্য এক বিবৃতিতে দাবি করেছে, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিরুদ্ধে নৌ অবরোধ অব্যাহত রয়েছে এবং তা আরও তীব্র হচ্ছে। সোমবার সকালে সন্ত্রাসী সংগঠন সেন্টকমের জারি করা এক জরুরি বিবৃতিতে দাবি করা হয়, ১৯ জুলাই পর্যন্ত মার্কিন বাহিনী ছয়টি জাহাজকে অন্য পথে চালিত করেছে এবং আরেকটি জাহাজকে অচল করে দিয়েছে।(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ২০.০৭.২০২৬ নারগীস)

# এনএইচকে

## মার্কিন সামরিকবাহিনী ইরানের বিরুদ্ধে টানা নবম দিনের হামলা শেষ করেছে

মার্কিন সামরিক কর্মকর্তারা ইরানের বিরুদ্ধে তাদের অভিযানের স র্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানিয়েছেন। তারা জানান, আমেরিকার পূর্বাঞ্চলীয় সময় অনুযায়ী রবিবার রাত ১০টায় টানা নবম রাতের মতো এই হামলা সম্পন্ন হয়েছে। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে, এই হামলায় ইরানের সামরিক নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রসমূহ , বিমান প্রতিরক্ষা ও উপকূলীয় নজ রদারি কেন্দ্রগুলো এবং ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন উৎক্ষেপণ কেন্দ্রগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। সেন্টকম আরও জানায় যে , ”হরমুজ প্রণালি অতিক্রমকারী বাণিজ্যিক জাহাজ এবং বেসামরিক নাবিকদের উপর ইরানের হামলা চালানোর সক্ষমতা আরও কমিয়ে আনার„ লক্ষ্যেই এই হামলাগুলো চালানো হয়েছে। (এনএইচকে ওয়েব পেজ: ২০.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

# ডয়চে ভেলে

## এইচআরডাব্লিউর চোখে গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশের প্রথম গুম

বাংলাদেশে বাগেরহাটের মোংলা থেকে কোস্টগার্ড পরিচয়ে এক যুবককে তুলে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে, যার হদিস প্রায় তিন মাস পরও মেলেনি। মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এই ঘটনাকে ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলন-পরবর্তী বাংলাদেশে প্রথম গুমের ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। নিখোঁজ ব্যক্তির নাম মিরাজ শেখ, বয়স ৩০, বাড়ি মোংলার জয়মণি গ্রামে। সংস্থাটি অবিলম্বে তার সন্ধান এবং নিরাপত্তা বাহিনীর জবাবদিহি নিশ্চিত করতে আইনি সংস্কারের আহ্বান জানিয়েছে। মিরাজের স্ত্রী মুক্তা খানমের মতে, গত ১০ এপ্রিল সন্ধ্যায় স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে তিনি কোস্টগার্ডের পন্টুনে গিয়ে দেখেন, স্বামীকে আটকে রাখা হয়েছে এবং পরে স্পিডবোটে করে তাকে হাড়বাড়িয়া ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথমে ফাঁড়ি থেকে জিজ্ঞাসাবাদের কথা বলা হলেও পরদিন গিয়ে দায়িত্বরত নতুন দল বিষয়টি অস্বীকার করে। মিরাজের বোনের দাবি, তার ভাইয়ের মোটরসাইকেলও কোস্টগার্ড সদস্যরাই নিয়ে গিয়েছিল, যা এক দোকানির সাক্ষ্যেও সমর্থিত হয়েছে। এ নিয়ে থানায় জিডি ও প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনের পরও কোস্টগার্ড কর্মকর্তা প্রথমে আটকের কথা অস্বীকার করেন। পরে মিরাজের বাবার রিট আবেদনের ভিত্তিতে হাইকোর্ট ১৫ দিনের মধ্যে তাকে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দেন। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া অঞ্চলের উপ-পরিচালক মীনাক্ষী গাঙ্গুলী বলেন, শেখ হাসিনার শাসনামলের গুম-সংস্কৃতি নিরাপত্তা বাহিনীতে এখনো রয়ে গেছে বলেই এমন ঘটনা ঘটছে। তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের বাতিল করা গুমবিরোধী অধ্যাদেশের পরিবর্তে প্রস্তাবিত নতুন আইনের সমালোচনা করে বলেন, এতে মানবাধিকার কমিশনের স্বাধীন তদন্তক্ষমতা খর্ব হবে এবং তদন্তভার পুলিশের হাতে থেকে গেলে প্রকৃত জবাবদিহি নিশ্চিত করা যাবে না।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২০.০৭.২০২৬ রনি)

## অভ্যুত্থান পরবর্তী প্রথম গুমের অভিযোগ নিয়ে পুলিশ যা বলছে

বাংলাদেশে বাগেরহাটের মোংলা থেকে কোস্টগার্ড পরিচয়ে এক যুবককে তুলে নেওয়ার অভিযোগ প্রসঙ্গে মোংলা থানার ওসি মো. আতিকুর রহমান সোমবার বলেছেন, এই বিষয়ে তাদের তদন্ত বা অনুসন্ধান অব্যাহত আছে। নিখোঁজ ব্যক্তির নাম মিরাজ শেখ। তার বাড়ি মোংলার জয়মণি গ্রামে। ৩০ বছর বয়সি মিরাজের হদিস নিখোঁজ হওয়ার প্রায় তিন মাস পরও মেলেনি। মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এই ঘটনাকে ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলন-পরবর্তী বাংলাদেশে প্রথম গুমের ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। মো. আতিকুর রহমান ডয়চে ভেলের বাংলাদেশ প্রতিনিধি হারুন উর রশীদ স্বপনকে জানান, এপ্রিলের ২১ তারিখে মিরাজের স্ত্রী থানায় জিডি করেছেন। তিনি বলেন, ”নিখোঁজ জিডির প্রেক্ষিতে অনুসন্ধান চলছে। এইক্ষেত্রে মোবাইল লোকেশন, বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াতসহ যে-সমস্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় সেগুলোর মাধ্যমে তার আমরা কোনো অনুসন্ধান এখনও পাইনি। তবে অনুসন্ধান অব্যাহত আছে।„ এদিকে কোস্টগার্ড পরিচয়ে তাকে তুলে নেওয়ার অভিযোগ প্রসঙ্গে এই পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, এই

বিষয়ে তারা এখনও কোনো প্রমাণ পাননি। কোস্ট গার্ডও এমন কিছু তাদের অবহিত করেনি। এইচআরডাব্লিউর বলছে, মিরাজের স্ত্রী মুক্তা খানম জানিয়েছেন, গত ১০ এপ্রিল সন্ধ্যায় স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে তিনি কোস্টগার্ডের পন্টুনে গিয়ে দেখেন, স্বামীকে আটকে রাখা হয়েছে এবং পরে স্পিডবোটে করে তাকে হাড়বাড়িয়া ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথমে ফাঁড়ি থেকে জিজ্ঞাসাবাদের কথা বলা হলেও পরদিন গিয়ে দায়িত্বরত নতুন দল বিষয়টি অস্বীকার করে। মিরাজের বোনের দাবি, তার ভাইয়ের মোটরসাইকেলও কোস্টগার্ড সদস্যরাই নিয়ে গিয়েছিল। এই বিষয়ে অনুসন্ধান করা হচ্ছে কিনা- এমন প্রশ্নে মো. আতিকুর রহমান বলেন, ”আমরা সব বিষয় বিবেচনায় রেখেই অনুসন্ধান করছি। অকাট্য তথ্য-প্রমাণ ছাড়া কোনো কিছু বলা সম্ভব না।„ তিনি জানান, মিরাজের সবশেষ মোবাইল রেকর্ডের লোকেশন তার বাড়ি জয়মণি গ্রামেই ছিল। এরপর থেকে এখন পর্যন্ত তা আর সক্রিয় হয়নি। এই বিষয়ে স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীসহ ৩০-৩৫ জনের সঙ্গে কথা বলেছেন বলে জানান ওসি। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া অঞ্চলের উপ-পরিচালক মীনাক্ষী গাঙ্গুলী বিবৃতিতে বলেছেন, শেখ হাসিনার শাসনামলের গুম-সংস্কৃতি নিরাপত্তা বাহিনীতে এখনো রয়ে গেছে বলেই এমন ঘটনা ঘটছে। তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের বাতিল করা গুমবিরোধী অধ্যাদেশের পরিবর্তে প্রস্তাবিত নতুন আইনের সমালোচনা করে বলেন, এতে মানবাধিকার কমিশনের স্বাধীন তদন্তক্ষমতা খর্ব হবে এবং তদন্তভার পুলিশের হাতে থেকে গেলে প্রকৃত জবাবদিহি নিশ্চিত করা যাবে না। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২০.০৭.২০২৬ রনি)

## মার্কিন-ইরান সংঘাত; টানা নবম রাতেও হামলা

যুদ্ধবিরতি ভেঙে পড়ার পর সোমবার ভোরে মার্কিন সামরিক বাহিনী ইরানে টানা নবম রাতের মতো হামলা চালিয়েছে। ফিফা বিশ্বকাপ ফাইনাল শেষ হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ইরানকে ”খুব কঠোরভাবে„ আঘাত করা হয়েছে। নিহত মার্কিন সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, তারা ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন থেকে ঠেকাতে লড়াই করেছিলেন। তিনি আরও দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্র এখন হরমুজ প্রণালি নিয়ন্ত্রণ করছে। এই দাবি ইরান প্রত্যাখ্যান করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে, এই হামলায় ইরানের সামরিক কমান্ড কেন্দ্র, আকাশ প্রতিরক্ষা ও উপকূলীয় নজরদারি কেন্দ্র, নৌ সক্ষমতা, ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন উৎক্ষেপণস্থল এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাকে লক্ষ্য করা হয়েছে। ইরানের সরকারি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর তাব্রিজেও হামলা হয়েছে, যেখানে আগের হামলাগুলো মূলত দক্ষিণ ইরানের উপসাগরীয় উপকূল এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল। পাল্টা জবাবে ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ড কুয়েতে মার্কিন লক্ষ্যবস্তুতে হামলার দাবি করেছে, যার মধ্যে রয়েছে একটি প্রাথমিক সতর্কতা রাডার ব্যবস্থা ও একটি ড্রোন হ্যাঙ্গার। কুয়েত জানিয়েছে, পরপর দুইদিনে দ্বিতীয়বারের মতো একটি বিদ্যুৎ ও পানি বিশোধনাগার আক্রান্ত হয়েছে। জর্ডান তিনটি ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করার কথা জানিয়েছে, চতুর্থটি এক প্রত্যন্ত এলাকায় পড়ে। মার্কিন নৌবাহিনীর ৫ম নৌবহরের ঘাঁটি বাহরাইনেও সতর্কতামূলক সাইরেন বাজানো হয়, রাজধানী মানামায় বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। এছাড়া উত্তর ইরাকে এক মার্কিন সেনা নিহত হওয়ার খবরও পাওয়া গেছে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২০.০৭.২০২৬ রনি)

## ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলন; সরকারের সঙ্গে আলোচনার বার্তা

পরীক্ষা-দুর্নীতি নিয়ে বিক্ষোভের মধ্যেই ভারতের মোদি সরকার সিজেপি বা `ককরোচ জনতা পার্টির, সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছে বলে জানিয়েছেন আন্দোলনের মুখপাত্র সৌরভ দাস। এক্স-এ দেওয়া পোস্টে দাস বলেন, তিনি ও আরেক মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডার সঙ্গে সাক্ষাতের পথে রয়েছেন। তিনি বলেন, ”সকালেই সরকার আলোচনার জন্য যোগাযোগ করেছিল। আমাদের দাবি স্পষ্ট। রাজধানীতে বিপুলসংখ্যক তরুণ সমবেত হয়েছে।„ এ বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো বিবৃতি পাওয়া যায়নি। এর আগে, সোমবার সংসদ ভবন অভিমুখে মিছিল করার চেষ্টাকালে নয়াদিল্লিতে বিক্ষোভকারীদের ওপর লাঠিচার্জ করে দাঙ্গা পুলিশ। যন্তর মন্তরের কাছে বিক্ষোভকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে আশ্রয় নেন। বিক্ষোভকারীরা প্রশ্নপত্র ফাঁস ও কারিগরি ত্রুটিসহ পরীক্ষা-সংক্রান্ত ব্যর্থতার জন্য শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ দাবি করছেন। সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুককে শনিবার পুলিশ সফদরজং হাসপাতালে নিয়ে যায়, তবে তিনি এখনো তার অনশন কর্মসূচি প্রত্যাহার করেননি। তিনি বলেছেন, কেন্দ্র শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতার দায় স্বীকার করলে এবং সংসদে বিষয়টি আলোচিত হলেই কেবল তিনি অনশন ভাঙবেন। মে মাসে যাত্রা শুরুর পর সিজেপি লাখো অনুসারী পেয়েছে, যা শিক্ষাব্যবস্থা ও বেকারত্ব নিয়ে তরুণদের ক্ষোভ নিয়ে কথা বলার একটি মঞ্চ হয়ে উঠেছে। সোমবার কেন্দ্রীয় দিল্লির কিছু অংশে ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় এবং পুলিশ জানায়, বিক্ষোভের অনুমতি ছিল না। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২০.০৭.২০২৬ রনি)

## যুদ্ধের মধ্যেও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক যোগাযোগ চলছে, জানালো ইরান

সাম্প্রতিক সংঘাত সত্ত্বেও মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে ওয়াশিংটনের সঙ্গে তেহরানের কূটনৈতিক যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে বলে সোমবার জানিয়েছে ইরান। এক সংবাদ সম্মেলনে ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এসমাইল বাঘাই বলেন, মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে বার্তা পাওয়া গেছে এবং সাম্প্রতিক দিনগুলোতে কূটনৈতিক তৎপরতা সক্রিয় ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনীতির পথ বন্ধ কিনা- এই প্রশ্নে বাঘাই বলেন, তেহরান কূটনীতি ও যুদ্ধ উভয়কেই জাতীয় স্বার্থ

রক্ষার উপায় হিসেবে বিবেচনা করে এবং যুদ্ধ বা কূটনীতির মধ্যে যে-কোনো একটি বেছে নেওয়ার বাইনারি ধারণা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২০.০৭.২০২৬ রনি)

## দিল্লিতে ককরোচ জনতা পার্টির বিক্ষোভ : স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাক্ষাতে আশ্বাস

ককরোচ জনতা পার্টি বা সিজেপির প্রতিনিধিদল সোমবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডার কাছে তাদের দাবি সনদ জমা করেছে। দলের মুখপাত্র সৌরভ দাস জানান, নাড্ডা তাদের দাবিগুলো "যথাযথ পর্যায়ে" আলোচনা করার আশ্বাস দিয়েছেন, তবে এখনও পর্যন্ত কোনো নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি মেলেনি। দাসের ভাষায়, "শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীরা দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত থামবে না।" সিজেপি প্রতিনিধি আশুতোষ রাঙ্কা একটি এক্স পোস্টে জানান, নাড্ডা দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনার জন্য কিছুটা সময় চেয়েছেন। সিজেপির তিনটি মূল দাবি : সোনম ওয়াংচুকের মুক্তি, শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ এবং আত্মহত্যাকারী নিট-ইউজি ২০২৬ পরীক্ষার্থীদের পরিবারের জন্য ১ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ। এর আগে, সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা দীপককে দিল্লি পুলিশ "তুলে নিয়ে গেছে" বলে জানা যায়। তারপরে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের বসে আশুতোষ রাঙ্কা ও সৌরভ দাস। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২০.০৭.২০২৬ রনি)

# জাগো নিউজ

## যেভাবেই হোক গ্রামের মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবা সহজ করতে হবে: প্রধানমন্ত্রী

প্রান্তিক মানুষের স্বাস্থ্য সেবা আরও উন্নত ও সহজ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। একইসঙ্গে রোগীদের চিকিৎসাসেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের আরও আন্তরিক হওয়ার নির্দেশনাও দিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, যেভাবেই হোক গ্রামের মানুষের জন্য স্বাস্থ্য সেবা সহজ করতে হবে। তাদের জন্য সন্তোষজনক চিকিৎসাসেবা ও পর্যাপ্ত ঔষধ নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি হাসপাতালে গিয়ে যেন কোনো ভোগান্তি ছাড়াই সবাই সহজে চিকিৎসা পান এবং চিকিৎসার জন্য অন্য কোথাও যেতে না হয়। সরকারি হাসপাতালই যেন মানুষের একমাত্র ভরসার জায়গা হয়ে ওঠে। সোম বার (২০ জুলাই) বিকেলে সচিবালয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে গিয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠকে এসব নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী। এটাই প্রথমবার কোনো প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অডিটোরিয়ামে গিয়ে বৈঠক করলেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্যখাতে আরও কয়েকটি বিষয়ে নির্দে শনা দেন। বৈঠকের শুরুতে বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর গত পাঁচ মাসে স্বাস্থ্য খাতের অর্জন সম্পর্কে স্বাস্থ্যমন্ত্রী , প্রতিমন্ত্রী, সচিবসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে জানতে চান। জবাবে তারা জানান, আগের সরকারগুলো স্বাস্থ্যখাতকে একেবারে খাদের কিনারে নিয়ে গিয়ে ছিল। এতে প্রান্তিক মানুষের জন্য যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। সেই অবস্থা থেকে উত্তরণে তারা নিরলসভাবে কাজ করছেন বলেও বৈঠকে উল্লেখ করা হয়। বৈঠকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত অভিযোগের বিষয়ও আলোচনা হয়। সেখানে বলা হয়, উপজেলা পর্যায়ে চিকি ৎসক থাকলেও রোগীরা সন্তোষজনক চিকিৎসাসেবা পান না এবং দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগও রয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি দায়িত্বে অবহেলার ঘটনায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ রিহাব)

## মিত্রদের ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রীর, ৩১ দফা-জুলাই সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার

যুগপৎ আন্দোলনের মিত্র রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর সঙ্গে জাতীয় ঐক্য আরও সুদৃঢ় করতে সরকার গঠনের পাঁচ মাস পর প্রথমবারের মতো নৈশভোজ ও শুভেচ্ছা বিনিময়ে মিলিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। সোমবার (২০ জুলাই) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় আয়োজিত এ নৈশভোজ শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, দীর্ঘ ১৫-১৬ বছরের আন্দোলনের সহযোদ্ধাদের এই মিলন দেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা ও রাষ্ট্র সংস্কারের নতুন অধ্যায়ের সূচনা। তিনি বলেন, সরকার গঠনের পাঁচ মাস পর মিত্র দলগুলোর শীর্ষ নেতাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত এ বৈঠক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দীর্ঘ আন্দোলনে একসঙ্গে থাকা রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আন্তরিক পরিবেশে মতবিনিময় করেছেন। নির্বাচনে সহযোগিতার জন্য শরিক দলগুলোর প্রতি প্রধানমন্ত্রী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং সরকারের গৃহীত উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলো তাদের সামনে তুলে ধরেন। ব্রিফিংয়ের শুরুতে মির্জা ফখরুল জুলাই ২০২৪-এর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে নিহত শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরাচারের অবসান ঘটিয়ে দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফি রিয়ে আনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে শহিদদের আত্মত্যাগের মধ্যদিয়ে। আহত ও পঙ্গুত্ববরণকারী আন্দোলনকারীদের অবদানও জাতি চিরদিন স্মরণ করবে।
সরকারের পাঁচ মাসের কার্যক্রম তুলে ধরে বিএনপি মহাসচিব বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার জনগণের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। প্রথম মন্ত্রি সভার বৈঠকেই ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ সুদসহ মওকুফের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে `ফ্যামিলি কার্ড, ও `কৃষক কার্ড, বিতরণ, বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ইমাম, পুরোহিত ও ফাদারদের ভাতা দেওয়া, খেলোয়াড়দের ভাতা চালু এবং `খাল খনন, কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ শু রু হয়েছে। তিনি বলেন, সরকার একটি ভেঙে পড়া রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক কাঠামোর দায়িত্ব নিয়েছে। ব্যাংকিং খাতসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে

পুনর্গঠনের কাজ এরই মধ্যে শুরু হয়েছে এবং ধাপে ধাপে সেগুলোকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। রাষ্ট্র সংস্কার প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল বলেন, যুগপৎ আন্দোলনের সময় ঘোষিত ৩১ দফা কর্মসূচি অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করা হবে। একইসঙ্গে সব রাজনৈতিক দলের সম্মতিতে স্বাক্ষরিত 'জুলাই সনদ'-ও অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে বলে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। তিনি আরও বলেন, জাতীয় ঐক্য ধরে রাখা, রাষ্ট্র সংস্কারের কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে সমন্বয় জোরদারে প্রধানমন্ত্রী ভবিষ্যতেও নিয়মিতভাবে মিত্র রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক ও মতবিনিময় করবেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ রিহাব)

## সারাদেশে 'ফ্যামিলি কার্ড' সম্প্রসারণ পরিকল্পনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক

পর্যায়ক্রমে সারাদেশে 'ফ্যামিলি কার্ড' কার্যক্রম সম্প্রসারণের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল নিয়ে বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। সোমবার (২০ জুলাই) সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রধানমন্ত্রী র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বিএনপির নির্বাচনি ইশতেহারে ঘোষিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার 'ফ্যামিলি কার্ড' কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং পর্যায়ক্রমে সারাদেশে এর সম্প্রসারণের রূপরেখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ধাপে ধাপে সারাদেশে 'ফ্যামিলি কার্ড' কার্যক্রম বিস্তারের লক্ষ্যে বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ, আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার এবং সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মধ্যে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। দেশের প্রকৃত উপকারভোগীদের কাছে 'ফ্যামিলি কার্ডের' সুবিধা কার্যকর, স্বচ্ছ ও নির্ভুলভাবে পৌঁছে দিতে একটি নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য তথ্যভান্ডার গড়ে তোলার উপরও গুরুত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি তথ্য সংগ্রহ, যাচাই-বাছাই এবং উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ রিহাব)

## জোট শরিকদের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী

যুগপৎ আন্দোলনে অংশ নেওয়া শরিক রাজনৈতিক দলগুলোর শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সরকার গঠনের পর প্রথমবারের মতো শরিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক করছেন তিনি। সোমবার (২০ জুলাই) সন্ধ্যা ৭টায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এ বৈঠক শুরু হয় বলে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে। বৈঠকে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পাশাপাশি দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, নির্বাচনের পূর্বে জাতীয় সরকার নিয়ে বিএনপির দেওয়া প্রতিশ্রুতিসহ নানান ইস্যুতে আলোচনা হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। এছাড়া ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শরিকদের মধ্যে আসন বণ্টন নিয়ে অনেক দলের অসন্তুষ্টি রয়ে গেছে। সেসব বিষয়ও বৈঠকে উঠে আসতে পারে। যুগপৎ আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে করণীয় বিষয়েও নেতারা কথা বলবেন বলে জানা গেছে। বৈঠকে ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে যুগপৎ আন্দোলনে অংশ নেওয়া জোট ও দলগুলোর শীর্ষ নেতারা উপস্থিত রয়েছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ : ২০.০৭.২০২৬ রিহাব)

## প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আইএলও মহাপরিচালকের সাক্ষাৎ

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর মহাপরিচালক গিলবার্ট এফ হোংবো। এ সময় শ্রমমান উন্নয়ন, সামাজিক সুরক্ষা, শ্রম সংস্কার, দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক শ্রমমান বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সোমবার (২০ জুলাই ২০২৭) বাংলাদেশ সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর সহকারী প্রেস সচিব আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ শাহরিয়ার (পামির) এ তথ্য জানিয়েছেন। শুরুতে আইএলওর মহাপরিচালক গিলবার্ট এফ হোংবো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করায় তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বাংলাদেশের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আস্থা আরও সুদৃঢ় হয়েছে। এ অবস্থায় আইএলও বাংলাদেশের সঙ্গে দীর্ঘদিনের অংশীদারত্ব আরও জোরদার করতে আগ্রহী এবং শ্রম খাতের উন্নয়নে সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ অব্যাহত রাখবে। জবাবে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আইএলওর ধারাবাহিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণ, নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক শ্রমমান বাস্তবায়নকে সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। বৈঠকে আইএলও মহাপরিচালক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। তিনি এ অর্জনকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সক্ষমতা ও গ্রহণযোগ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি হিসেবে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি স্বল্প সময়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অন্যান্য কূটনৈতিক সাফল্য অর্জনের জন্য বর্তমান সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। আইএলও মহাপরিচালক আরও বলেন, শ্রম খাতে সরকারের চলমান সংস্কার এবং আন্তর্জাতিক শ্রমমান বাস্তবায়নে বাংলাদেশের আন্তরিকতা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইতিবাচকভাবে মূল্যায়িত হচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ রিহাব)

## ফের গ্রেফতার রিজেন্টের সাহেদ

করোনাকালে রোগীদের নমুনা পরীক্ষা না করেই ভুয়া রিপোর্ট প্রদান ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণার দায়ে দেশজুড়ে আলোচিত রিজেন্ট গ্রুপ ও রিজেন্ট হাসপাতালের চেয়ারম্যান মো . সাহেদ ওরফে সাহেদ করিম ফের গ্রেফতার হয়েছেন। সোমবার (২০ জুলাই) দুপুরে রাজধানীর ইসিবি চত্বর এলাকা থেকে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন পল্লবী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাসান বাসির। তিনি বলেন, তার বিরুদ্ধে সিআর মামলার ওয়ারেন্ট রয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন। ২০২০ সালের ৭ জুলাই উত্তরার রিজেন্ট হাসপাতালে অভিযান পরিচালনা করেন র্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত। ভুয়া করোনা পরীক্ষার প্রতিবেদন জব্দ করা হয়। এই ঘটনায় করোনার সনদ জালিয়াতির অভিযোগে র্যাব বাদী হয়ে সাহেদসহ ১৭ জনের নামে উত্তরা পশ্চিম থানায় মামলা করে। পরবর্তীতে ১৫ জুলাই সাহেদকে সাতক্ষীরা থেকে গ্রেফতার করে র্যাব। এরপর তাকে নিয়ে উত্তরায় অভিযান চালিয়ে অস্ত্র উদ্ধার করে সংস্থাটি। এ নিয়ে উত্তরা পশ্চিম থানায় র্যাব অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইনে ওই মামলা করে। পরে সাহেদের বিরুদ্ধে নানা প্রতারণার অভিযোগে একাধিক মামলা হয়। ২০২০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর অস্ত্র আইনের মামলায় সাহেদকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন আদালত।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ রিহাব)

## সচিব পদমর্যাদায় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী হলেন রাশেদ খান

সচিব পদমর্যাদায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের রাজনৈতিক সহকারী হলেন বিএনপি নেতা রাশেদ খান। রোববার (১৯ জুলাই) তাকে নিয়োগ দিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। সোমবার (২০ জুলাই) তার নিজস্ব ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে বিষয়টি জানান রাশেদ খান নিজেই। পোস্টে তিনি প্রজ্ঞাপনের একটি ছবিও শেয়ার করেন। ওই পোস্টে রাশেদ খান লেখেন, আলহামদুলিল্লাহ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে তার সহকারী (রাজনৈতিক) পদে সচিব পদমর্যাদায় নিয়োগ দিয়েছেন। অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশের জনগণের আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতিমূর্তি , বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল -বিএনপির চেয়ারম্যান, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান স্যারকে। তিনি ওই পোস্টে আরও লেখেন , আমি যেন আস্থা ও বিশ্বাসের সঙ্গে আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারি , এজন্য সবার দোয়া ও ভালবাসা চাই। নতুন জীবনের এই পথচলায় সবার সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ রিহাব)

## এডিবির নাম-লোগো ব্যবহার করে ভুয়া ঋণের ফাঁদ, সতর্ক করলো সংস্থাটি

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) নাম, লোগো এবং কর্মকর্তাদের পরিচয় ব্যবহার করে ভুয়া ঋণ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে অর্থ আদায়ের প্রতারণা সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক করেছে সংস্থাটি। সোমবার (২০ জুলাই) এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স টিম লিডার গোবিন্দ বর জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। সংস্থাটি জানায়, এডিবি কখনোই কোনো ব্যক্তিকে সরাসরি ঋণ , অনুদান, তহবিল বা অন্য কোনো ধরনের আর্থিক সহায়তা দেয় না। একইভাবে , এডিবি কোনো ব্যক্তির কাছে আর্থিক সহায়তার বিনিময়ে ব্যক্তিগত আর্থিক তথ্য চায় না এবং মোবাইল ব্যাংকিং বা অন্য কোনো মাধ্যমে অর্থ জমা দেওয়ারও অনুরোধ করে না। সাম্প্রতিক সময়ে পাওয়া তথ্যে দেখা গেছে , প্রতারকরা এডিবি ও এর কর্মকর্তাদের পরিচয় ব্যবহার করে নকল ওয়েবসাইট, ফেসবুক পেজ, ভুয়া পরিচয়পত্র এবং অন্যান্য প্রতারণামূলক উপকরণ তৈরি করছে। এসবের মাধ্যমে তারা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে অর্থ আদায়ের চেষ্টা করছে। এ ধরনের কোনো কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এডিবির কোনো সম্পর্ক বা সম্পৃক্ততা নেই। জনসাধারণকে এ ধরনের ভুয়া ঋণের প্রস্তাব সম্পর্কে সতর্ক থাকার এবং এ ধরনের যোগাযোগে কোনো ধরনের সাড়া না দেওয়ার জন্য জোরালোভাবে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এডিবির ঋণ বা আর্থিক সহায়তার নামে কেউ যোগাযোগ করলে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে জানানোর অনুরোধও করা হয়েছে। বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে এডিবি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার এবং বেসরকারি খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ করে। তাই এডিবির প্রতিনিধি পরিচয় দিয়ে কেউ যদি সরাসরি ব্যক্তি পর্যায়ে ঋণ বা আর্থিক সহায়তার প্রস্তাব দেয় , তবে সেটি প্রতারণা হিসেবে বিবেচিত হবে। এডিবির নাম, কর্মকর্তাদের পরিচয় বা অফিসের ঠিকানা ব্যবহার করে পরিচালিত প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড এবং এ ধরনের প্রতারণা এড়িয়ে চলার প্রাতিষ্ঠানিক পরামর্শ জানতে এডিবির সতর্কবার্তা ও পরামর্শসমূহ দেখার আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ রিহাব)

## ফাইনাল ম্যাচ দেখে বাড়ি ফিরে ফাঁস নিলেন যুবক

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ফুটবল বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচ দেখে গভীর রাতে বাড়ি ফেরার পর স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্যের জেরে এক যুবকের আত্মহত্যার অভিযোগ উঠেছে। সোমবার (২০ জুলাই) সকালে নিজ ঘর থেকে তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত সুমন হোসেন (৩০) উপজেলার বাহিরচর ইউনিয়নের ১৬ দাগ দক্ষিণপাড়া গ্রামের

আফজাল হোসেনের ছেলে। তিনি কৃষিকাজ করতেন। তার পাঁচ বছর ও দেড় বছর বয় সি দুই সন্তান রয়েছে। পরিবারের সদস্যদের ভাষ্য , তিনি আর্জেন্টিনা ফুটবল দলের সমর্থক ছিলেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায় , রোববার দিনগত শেষ রাতে বিশ্বকাপ ফুটবলের আর্জেন্টিনা ও স্পেনের ম ধ্যকার ফাইনাল খেলা দেখে বাড়ি ফেরেন সুমন। এ সময় পারিবারিক বিষয় নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে তার কথাকাটাকাটি ও মনোমালিন্য হয়। পরে সোমবার সকালে পরিবারের সদস্যরা ঘরের ভেতরে তাকে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় দেখতে পান। নিহতের স্ত্রী জানান, রাত চারটার দিকে ফুটবল খেলা দেখে বা ড়িতে ফেরে সুম ন। তাকে শুধু বলে ছিলাম, এখন তোমার আসার সময় হলো। তখ নই আবার বাড়ি থেকে মাঠের দিকে বের হয়ে যায়। এরপর আমি মোবাইল দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ি। ভোর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখতে পাই , ঘরের ডাবের সঙ্গে সুমনের লাশ ঝুলছে। স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুল জলিল জানান , ফজরের নামাজ শেষে বাড়ি ফেরার সময় সুমনদের বাড়ি থেকে চিৎকার শুনে তিনি সেখানে যান। ঘরের ভেতরে সুমনকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে অন্যদের সহযোগিতায় তাকে নামানো হয়। পরে স্থানীয় এক চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ভেড়ামারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ জাহেদুর রহমান বলেন , সুমন নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যা বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে আত্মহত্যার সুনির্দিষ্ট কারণ এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। জানা গেছে, রাতে ফুটবল খেলা দেখে বাড়ি ফেরার পর স্ত্রীর সঙ্গে তার মনোমালিন্য হয়েছিল। ঘটনাটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ রিহাব)

## মাগুরার আলোচিত স্কুলছাত্রী হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ড

মাগুরার বহুল আলোচিত স্কুলছাত্রী (১৫) ধর্ষণচেষ্টা ও হত্যা মামলায় একমাত্র আসামি হাসান শেখকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। রায় ঘোষণার সময় আসা মি আদালতে উপস্থিত ছিলেন। এসময় রায় দ্রুত কার্যকরের দাবি জানিয়েছেন নিহতের পরিবার। সোমবার (২০ জুলাই) সকাল সাড়ে ১১টার দিকে বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে মাগুরা জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ মিজানুর রহমান এ রায় ঘোষণা করেন। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ও পাবলি ক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট মো. সাখাওয়াত হোসেন বলেন , ২০২২ সালের ১৭ মার্চ জেলার শ্রীপুর উপজেলা বাসিন্দা ষষ্ঠ শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে আসামি হাসান শেখ তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেন। পরে ধারালো ব্লেড দিয়ে গলা কেটে মৃত্যু নিশ্চি ত করে মরদেহ বাঁশঝাড়ে ফেলে রেখে যায়। তিনি বলেন, প্রথমে শ্রীপুর থানায় অজ্ঞাতনামা আসামি করে মামলা হয়। পরে সিআইডি ঘটনাস্থল থেকে সংগ্রহ করা আলামত ও তদন্তের ভিত্তিতে হাসান শেখের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র (চার্জশিট) দাখিল করে। মামলায় ১১ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে আদালত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আসামিকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন। রায়ের প্রতিক্রিয়ায় অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন বলেন , আদালত হত্যাকারীর বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করেছেন। এখন রাষ্ট্রপক্ষের প্রত্যাশা , আইনগত প্রক্রিয়া শেষে রায়টি দ্রুত কার্যকর করা হবে। রায় ঘোষণার পর ভুক্তভোগীর মা বলেন, মেয়েকে আর ফিরে পাব না। এখন শুধু চাই , যেন এই মৃত্যুদণ্ড যেন দ্রুত কার্যকর হয়। মামলার নথি ও আইন -শৃঙ্খলা বাহিনীর তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালের ১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবসে মাগুরার শ্রীপুর উপজেলায় ভুক্তভোগী বাড়ির পাশের রসুন খেতে গেলে নিখোঁজ হয়। পরদিন ১৮ মার্চ দুপুরে বাড়ি থেকে প্রায় ৩০০ গজ দূরে একটি বাঁশঝাড়ের নিচ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ রিহাব)

## চট্টগ্রামে লবণ কারখানায় দগ্ধ আরও ২ শ্রমিকের মৃত্যু

চট্টগ্রামের বোয়ালখালীর কনফিডেন্স সল্ট লিমিটেড কারখানায় বিস্ফোরণে দগ্ধ আরও দুই শ্রমিক চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। এ নিয়ে এ ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে চারজনে দাঁড়িয়েছে। মারা যাওয়া দু -জন হলেন বোয়ালখালীর পশ্চিম গোমদণ্ডী ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের চরখিজিরপুর গ্রামের নূ র ছফার ছেলে নূর নবী হৃদয় (২৫) এবং রাঙ্গুনিয়া উপজেলার পোমরা ইউনিয়নের শান্তিরহাট এলাকার মধুরামপাড়ার বাসিন্দা উজ্জ্বল দাশ (৫৩)। রোববার (১৯ জুলাই) বিকেল ৩টা ও রাত সাড়ে ১০টায় হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন। হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ নুরুল আলম আশেক চিকিৎসকদের বরাত দিয়ে জানান , উজ্জ্বল দাশের শরীরের প্রায় ৫০ শতাংশ এবং নূর নবী হৃদয়ের শরীরের প্রায় ৪৫ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল। চিকিৎসকদের সর্বোচ্চ চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের বাঁচানো সম্ভব হয়নি। পরিবারের সদস্যরা জানান , উজ্জ্বল দাশ দুর্ঘটনার কয়েকদিন আগে একজন ঠিকাদারের অধীনে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক হিসেবে কনফিডেন্স সল্ট লিমিটেডে কাজে যোগ দেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় পোমরায় হানাদার বাহিনীর হাতে জীবন্ত কবর দেওয়া ১৪ শহিদের একজন বিরাজ দাশের ছেলে। অন্যদিকে, নূর নবী হৃদয় দুই বছর আগে বিয়ে করে ন। তার এক বছর বয়সি একটি ছেলে রয়েছে। এর আগে, গত ১৬ জুলাই সন্ধ্যায় একই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান দগ্ধ শ্রমিক দিদারুল আলম (৩২) ও মোহাম্মদ আলম (৪৫)। গত ১৬ জুলাই সকাল ১০টার দিকে বোয়ালখালীর কনফিডেন্স সল্ট লিমিটেড কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনায় মোট ১০ শ্রমিক দগ্ধ হন। পরে তাদের চট্টগ্রাম মেডিকেল

কলেজ হাসপাতালের বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে আহত অন্যদের চিকিৎসা চলছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ রিহাব)

## ফাইনাল ম্যাচ দেখে ফেরার পথে সড়কে প্রাণ গেল দুই যুবকের

যশোরের শার্শা উপজেলার গো গা-রুদ্রপুর সড়কে ট্রলি ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন। সোমবার (২০ জুলাই) সকালে উপজেলার রুদ্রপুর গ্রামের `সালামের মোড়, এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- বেনাপোল পোর্ট থানার দৌলতপুর গ্রামের জাহাঙ্গীর ভান্ডারীর ছেলে মিদুল হাসান নাহিদ (২৫) এবং একই গ্রামের জমাত আলীর ছেলে সোহাগ হোসেন উষা (২৭)। দুর্ঘটনায় তাদের সঙ্গে থাকা একই গ্রামের শাহজাহানের ছেলে রুবেল হোসেন (৩০) গুরুতর আহত হন। এছাড়াও ট্রলি চালক রুদ্রপুর গ্রামের আমিরুল ইসলাম ও তার সহকারী নিরব হোসেন আহত হয়েছে। স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শীর বরাতে পুলিশ জানায়, রাতে আর্জেন্টিনা ও স্পেনের ফুটবল ম্যাচ দেখার পর ভোরে উষা , নাহিদ ও রুবেল একটি মোটরসাইকেলে করে রুদ্রপুর বাজারে আসছিলেন। অন্যদিকে , ইটভাটা থেকে ইট আনার উদ্দেশ্যে দ্রুতগতিতে ট্রলি নিয়ে গোগার দিকে যাচ্ছিলেন ট্রলি চালক আমিরুল। রুদ্রপুরের সালামের মোড় এলাকায় পৌঁছালে বেপরোয়া গতির কারণে উভয় চালকই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেলে থাকা উষা ও নাহিদের মৃত্যু হয়। পরে স্থানীয়রা রক্তাক্ত অবস্থায় আহত মোটরসাইকেলের অপর আরোহী রুবেল , ট্রলি চালক ও তার সহকারীকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য যশোর সদর হাসপাতালে পাঠায়। শার্শা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) চঞ্চল কুমার জানান, ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহত দুই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত অ্যাপাচি মোটরসাইকেল ও ট্রলিটি উদ্ধার করে থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ রিহাব)

## ভৈরব পৌরসভার নির্বাহী কর্মকর্তাকে কাফনের কাপড় পাঠিয়ে হুমকি

কিশোরগঞ্জের ভৈরব পৌরসভার পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা মো . ফারুককে কাফনের কাপড়, গোলাপ জল, আগরবাতি ও চিরকুট পাঠিয়ে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে। চিরকুটে লেখা ছিল- `আপনি আগামী এক মাসের মধ্যে ভৈরব ছেড়ে দিন, না হলে আপনার পরিণতি ভয়ংকর হবে।, রোববার (১৯ জুলাই) ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের মধ্যপাড়া এলাকার ফাতান হোমিও চিকিৎসালয়ের (ভুক্তভোগীর স্ত্রীর মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ) ঠিকানায় পার্সেল পাঠিয়ে এ হুমকি দেওয়া হয়। এ ঘটনায় ভৈরব থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন ভুক্তভোগী। পুলিশ ও জিডি সূত্রে জানা যায় , রোববার ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের মধ্যপাড়া এলাকার ফাতান হোমিও চিকিৎসালয়ের ঠিকানায় একটি পার্সেল পাঠানো হয়। ভৈরব এসএ পরিবহণ থেকে পাঠানো ওই পার্সেলের প্রেরক হিসেবে হরিদাস , আশুগঞ্জ এবং মোবাইল নম্ব র (০১৭৩৮৮-৩৩৩২৯) উল্লেখ করা হয়। প্রাপক হিসেবে ভৈরব পৌরসভার নির্বাহী কর্মকর্তা মো . ফারুকের নাম ও তার ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর দেওয়া হয়। ওইদিন পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা দাপ্তরিক কাজে ব্যস্ত থাকায় তার ছেলে মুন্তাসির মাহমুদ ঈশান দুপুর ১২টা ২০ মিনিটে পার্সেলটি রিসি ভ করেন। পরে বাসায় গিয়ে বাক্সটি খুললে ভেতরে এক গজ সাদা কাফনের কাপড়, একটি গোলাপ জল, একটি আগরবাতি ও একটি চিরকুট পাওয়া যায়। এ বিষয়ে ভৈরব পৌর নির্বা হী কর্মকর্তার মো. ফারুক বলেন, "আমি দীর্ঘ চার বছরেরও বেশি সময় ধরে ভৈরব পৌরসভায় অত্যন্ত সততা , নিষ্ঠা ও নিয়ম-কানুন মেনে দায়িত্ব পালন করে আসছি। পৌরসভার কোনো কাজে অনিয়ম, দুর্নীতি বা বিধি-বহির্ভূত আবদারকে কখনও প্রশ্রয় দেয়নি। সরকারি বিধি রক্ষায় আমাকে সবসময় কঠোর অবস্থান নিতে হয়েছে। ধারণা করছি , আমার এ কঠোর ও আপোশহীন ভূমিকার কারণে কোনো স্বার্থান্বেষী মহল বা অপরাধী চক্র আমার ওপ র ক্ষিপ্ত হয়ে এই জঘন্য কাণ্ড ঘটিয়েছে।„ তিনি আরও বলেন, "একটি মানুষকে সরাসরি কাফনের কাপড় ও মৃত্যুর হুমকি পাঠানোর মতো ঘটনা শুধু আমাকে নয়, আমার পুরো পরিবারকে মানসিকভাবে আতঙ্কিত করেছে। „ জানতে চাইলে ভৈরব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লিমন বোস বলেন, আমরা বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখছি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ রিহাব)

## মশা নিধনে দেশীয় উদ্ভাবন পরীক্ষামূলক প্রয়োগের আহ্বান মির্জা ফখরুলের

মশা নিধনে দেশীয় উদ্ভাবনকে গুরুত্ব দিয়ে তা পরীক্ষা -নিরীক্ষা ও কাজে লাগাতে সিটি করপোরেশনগুলোকে আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। সোমবার (২০ জুলাই) দুপুরে রাজধানীর রমনায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে ইয়ুথ টু ওয়ার্ল্ড আয়োজিত `মশা নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি, শীর্ষক অনুষ্ঠানে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হয়ে তিনি এ আহ্বান জানান। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগী র বলেন, মশা নিয়ন্ত্রণে এখন পর্যন্ত যে কেমিক্যাল ব্যবহার করা হচ্ছে , তা খুব একটা কাজে আসছে না। তবে দেশীয় রাসায়নিক ব্যবহার করে যে প্রযুক্তি নিয়ে কথা হচ্ছে, সেটি সম্ভাবনাময়। স্থানীয় সরকারমন্ত্রী বলেন, ডেঙ্গু ও চিকনগুনিয়া বিস্তারের বর্তমান মৌসুমে মশার লার্ভা নি ধন করাই প্রধান কাজ। নতুন উদ্ভাবিত প্রযুক্তির পরীক্ষামূলক কাজ করা গেলে মশা নিধনে সিটি করপোরেশন এবং উদ্ভাবকদের যৌথ কর্মসূচি সফল হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ রিহাব)

## আগামী হজে অংশ নেওয়ার অনুমতি পেল৩৫৭ এজেন্সি

আগামী বছর (২০২৭ সাল) হজ কার্যক্রমে অংশ নিতে প্রথম পর্যায়ে ৩৫৭টি এজেন্সিকে অনুমতি দিয়েছে সরকার। রোববার (১৯ জুলাই) শর্তসাপেক্ষে প্রথম পর্যায়ে প্রাথমিকভাবে যোগ্য হজ এজেন্সির তালিকা প্রকাশ করেছে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী বছরের ১৫ মে সৌদি আরবে হজ অনুষ্ঠিত হবে। চলতি সপ্তাহের মধ্যেই ঘোষণা করা হবে হজ প্যাকেজ। ধর্ম মন্ত্রণালয় শর্তে জানায় , প্রকাশিত তালিকার কোনো এজেন্সি যৌক্তিক কারণ ছাড়া ২০২৭ হজ মৌসুমে হজযাত্রী নিবন্ধন (প্রাক-নিবন্ধন নয়) না করলে সেই এজেন্সির বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হজযাত্রী নিবন্ধনের আগে যোগ্য তালিকাভুক্ত এজেন্সিগুলোকে পারস্পরিক সমন্বয়ের ভিত্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গ্রুপ (অ্যালায়েন্স) গঠন করতে হবে। সৌদি সরকারের নির্ধারিত এজেন্সিপ্রতি ন্যূনতম হজযাত্রীর কোটা কোনো এজেন্সি এককভাবে বা সমন্বয়ের মাধ্যমে পূরণ করতে পারলে সেই এজেন্সি বা লিড এজেন্সি সৌদি আরবে হজযাত্রী পাঠাতে পারবে। এজেন্সিগুলোকে ই-হজ সিস্টেমে ঘোষিত প্যাকেজ নির্ধারণ করে হজযাত্রী নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে। এই প্যাকেজই হজযাত্রী ও এজেন্সির মধ্যে চুক্তিপত্র হিসেবে বিবেচিত হবে। প্যাকেজে সৌদি আরবে প্রদেয় সেবা , অবস্থানকাল, হোটেলের দূরত্ব এবং প্যাকেজের মূল্য বাধ্যতামূলকভাবে উল্লেখ করতে হবে। প্রত্যেক এজেন্সিকে ন্যূনতম ৪৪ জন হজযাত্রী নিবন্ধন করতে হবে। অর্থাৎ একজন গাইডের জন্য নির্ধারিত সমসংখ্যক হজযাত্রী হলে এজেন্সিটি সমন্বয়ে অংশ নিতে পারবে। অন্যথায় লিড এজেন্সির আওতাধীন অন্য কোনো এজেন্সিতে হজযাত্রী স্থানান্তরের (ট্রান্সফার) মাধ্যমে তাদের হজ পালন নিশ্চিত করতে হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ রিহাব)

## জাতীয় নিরাপত্তার জন্য সাইবার সক্ষমতা বাড়াতে হবে: প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা

প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এ কে এম শামছুল ইসলাম বলেছেন, জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সাইবার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গবেষণালব্ধ উদ্ভাবনকে দেশীয় প্রযুক্তি ও পণ্যে রূপান্তর করতে হবে। একইসঙ্গে দক্ষ সাইবার জনবল গড়ে তুলতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান , সরকারি সংস্থা ও দেশীয় প্রযুক্তি খাতের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের ওপর গুরুত্ব রোপ করেন তিনি। সোমবার (২০ জুলাই) রাজধানীর মিরপুর সেনানিবাসে অবস্থিত মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি) পরিদর্শনকালে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় এমআইএসটির কমান্ড্যান্ট মেজর জেনারেল মো . হাকিমুজ্জামান তাকে স্বাগত জানান। আন্তঃবাহিনী জনসং যোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে , পরিদর্শনের শুরুতে প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা এমআইএসটির সাইবার রেঞ্জ ঘুরে দেখেন। সেখানে প্রতিষ্ঠানটির সাইবার নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ , গবেষণা কার্যক্রম, দক্ষ জনবল তৈরির উদ্যোগ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে তাকে ব্রি ফ করা হয়। ব্রিফিংয়ে সাইবার ঝুঁকি মোকাবিলা , বাস্তব পরিস্থিতির অনুরূপ পরিবেশে প্রশিক্ষণ এবং দেশের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও ডিজিটাল অবকাঠামো সুরক্ষায় সাইবার রেঞ্জের ভূমিকা তুলে ধরা হয়। ড. শামছুল ইসলাম বলেন, বর্তমান বিশ্বে একটি দেশের নিরাপত্তা শুধু ভৌগোলিক সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; তথ্য, যোগাযোগব্যবস্থা ও গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল অবকাঠামোর নিরাপত্তাও জাতীয় নিরাপত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ রিহাব)

## অস্ত্র মামলার পলাতক আসামি `ডাইল জাহেদ, গ্রেফতার

চট্টগ্রাম মহানগরীর পাহাড়তলী থানার একটি অস্ত্র মামলা র গ্রেফতারি পরোয়ানাভুক্ত পলাতক আসামি জাহেদ হারুণী ওরফে জাহিদ হোসেন ওরফে `ডাইল জাহেদ,-কে (৪০) গ্রেফতার করেছে র্যাব-৭, চট্টগ্রাম। রোববার (১৯ জুলাই) র্যাব-৭-এর সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) এ আর এম মোজাফফর হোসেন স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। র্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারে , পাহাড়তলী থানার অস্ত্র মামলার (মামলা নং-২৯(০৪)১৯, জিআর নং -৮৪/১৯, বিশেষ ট্রাইব্যুনাল নং -৫৫৩/১৯) গ্রেফতারি পরোয়ানাভুক্ত পলাতক আসামি জাহেদ হারুণী ওরফে জাহিদ হোসেন ওরফে ডাইল জাহেদ পাহাড়তলী এলাকায় অবস্থান করছে ন। এ তথ্যের ভিত্তিতে রোববার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে পাহাড়তলী থানার পোর্ট কানেক্টিং রোডের কলকা সিএনজি ফিলিং স্টেশনসংলগ্ন বারো আউলিয়া কমিউনিটি সেন্টারের সামনে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার জাহেদ পাহাড়তলী থানার সরাইপাড়া এলাকার তোফাজ্জল আলীর ছেলে। র্যাব-৭-এর সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) এ আর এম মোজাফফর হোসেন জানান, পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গ্রেফতার আসামিকে পাহাড়তলী থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ রিহাব)

## রিফাত হত্যা মামলার আসামি ফরহান গ্রেফতার

নগরের পাহাড়তলী থানার বহুল আলোচিত রিফাত হত্যা মামলার তদন্তে প্রাপ্ত আসামি শাহপরান প্রকাশ ফরহানকে (২২) গ্রেফতার করেছে র্যাব-৭, চট্টগ্রাম। রোববার (১৯ জুলাই) র্যাব-৭-এর সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) এ আর এম মোজাফফর হোসেন স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। র্যাব জানায়, নিহত মো. রিফাত (২৮)

পাহাড়তলী থানার আব্দুপাড়া এলাকার বাসিন্দা এবং পেশায় একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ছিলেন। এলাকায় আধিপত্য বিস্তার ও পূর্বশত্রুতার জেরে গত ২৩ জুন সকালে তাকে বাসা থেকে কৌশলে ডেকে নেওয়া হয়। পরে পাহাড়তলী থানার দক্ষিণ কাট্টলীর আব্দুল সুফী চৌধুরী গ্যারেজসংলগ্ন তিন রাস্তার মোড়ে আগে থেকে ওঁৎ পেতে থাকা কয়েকজন সন্ত্রাসী তার ওপর হামলা চালায়। একপর্যায়ে হামলাকারীরা তাকে মারধরের পাশাপাশি ধারালো অস্ত্র দিয়ে বাম পায়ের হাঁটুর ওপরে ছুরিকাঘাত করে। এতে গুরুতর আহত রিফাতকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় নিহতের ভাই বাদী হয়ে পাহাড়তলী থানায় তিনজনের নাম উল্লেখ করে এবং আরও ২-৩ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে হত্যা মামলা দায়ের করেন। র‍্যাব জানায়, মামলার তদন্তে জড়িতদের গ্রেফতারে নজরদারির একপর্যায়ে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, তদন্তে প্রাপ্ত আসামি শাহপরান প্রকাশ ফরহান হালিশহর এলাকায় অবস্থান করছেন। এ তথ্যের ভিত্তিতে গত ১৮ জুলাই রাত সাড়ে ১১টার দিকে হালিশহর থানার পোর্ট কানেক্টিং রোডে দোহা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের সামনে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার ফরহানের বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার নিকলী থানার দামপাড়া এলাকায়। র‍্যাব-৭-এর সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) এ আর এম মোজাফফর হোসেন জানান, পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গ্রেফতার আসামিকে পাহাড়তলী থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ রিহাব)

## দুর্নীতির সঙ্গে কোনো আপোশ হবে না : জেলা প্রশাসক শামীম

চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের নবনিযুক্ত প্রশাসক মো. মাহবুবের রহমান শামীম বলেছেন, জেলা পরিষদে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে দুর্নীতির সঙ্গে কোনো ধরনের আপোশ করা হবে না। সোমবার (২০ জুলাই) সকালে চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে পরিচিতি সভায় তিনি এসব কথা বলেন। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, জনগণের কল্যাণে কাজ করাই হবে জেলা পরিষদের প্রধান লক্ষ্য। এর আগে, রোববার (১৯ জুলাই) স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের প্রশাসক হিসেবে তিনি যোগদান করেন। পরিচিতি সভায় মাহবুবের রহমান শামীম বলেন, প্রায় ৩৭ বছরের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তিনি জনগণের আরও কাছাকাছি থেকে জেলা পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে চান। তিনি বলেন, অতীতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির সংস্কৃতি ছিল। আমরা চাই, সেই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে এসে সততা ও জবাবদিহিতার ভিত্তিতে জেলা পরিষদ পরিচালনা করতে। কাজের ক্ষেত্রে কোনো অনিয়ম বা দুর্নীতির সঙ্গে আমি আপোশ করব না। তিনি আরও বলেন, জেলা পরিষদের প্রতিটি এলাকার মানুষের সুখ-দুঃখে পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সমস্যা সমাধানে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ রিহাব)

## আইন মানার প্রবণতা ও নৈতিক শিক্ষা মিললেই পরিবর্তন সম্ভব: আলাল

বিএনপি চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বলেছেন, আইন মানার প্রবণতা এবং নৈতিক শিক্ষা - এই দুটি একসঙ্গে কাজ করলেই সমাজে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সম্ভব। সোমবার (২০ জুলাই) গণতন্ত্র ফোরামের উদ্যোগে 'শিক্ষা বিস্তারে অন্তরায় মাদক ও আওয়ামী দোসরের গভীর ষড়যন্ত্র, শীর্ষক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। আলাল বলেন, আইন এবং অন্তর থেকে উৎসারিত আইন মানার যে প্রবণতা, এই দুইটা মিললে পরে সব জিনিস প্রতিরোধ করা সম্ভব, এছাড়া সম্ভব নয়। তিনি বলেন, প্রেক্ষিত পরিবর্তন হলে নিজেদের মধ্যেও পরিবর্তন আনতে হয়। তবে সেই পরিবর্তনের সঙ্গে সবাই সবসময় খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। সিস্টেমের সঙ্গে খাপ না খাওয়ায় যারা পরিবর্তন আনতে চায়, তাদের বিপদের মুখে পড়তে হয়। তিনি বলেন, বিএনপি দীর্ঘ ১৯ বছর ধরে মোকাবিলা করেছে। অনেকেই ১৫ বছর বলেন, ১৭ বছর বলেন, কিন্তু মূল যন্ত্রণাটা, মূল গণতন্ত্রের ওপর আঘাত এসেছে ২০০৭ সালে। শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে বিএনপির এই নেতা বলেন, শিক্ষা শুধু পুঁথিগত বিষয় নয়। এর মধ্যে নৈতিক শিক্ষা, পারিবারিক শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা, ব্যবহারিক শিক্ষা এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের শিক্ষাও রয়েছে। তার মতে, পারিবারিক নৈতিক শিক্ষা মানুষের জীবনের গতিপথ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পরিবারের মধ্য থেকে যে নৈতিক শিক্ষা যত বেশি দৃঢ় হয়, সে জীবনের পথ তত সহজে নির্ধারণ করতে পারে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ রিহাব)

## চট্টগ্রামে শিশু হত্যা মামলায় একজনের মৃত্যুদণ্ড

চট্টগ্রাম নগরের পাহাড়তলী এলাকায় ৯ বছরের শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার পর হত্যা ও মরদেহ গুমের আলোচিত মামলার আসামি মো. রুবেলকে (৩৮) মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। সোমবার (২০ জুলাই) চট্টগ্রামের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২-এর বিচারক মোহাম্মদ সাইফুর রহমান এ রায় ঘোষণা করেন। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মাহমুদ-উল আলম চৌধুরী মারুফ জানান, মামলায় ২৪ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য ও অন্যান্য প্রমাণে ধর্ষণচেষ্টায় ব্যর্থ হওয়ার পর শিশুটিকে হত্যার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আদালত দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দেন। এছাড়া অন্য একটি ধারায় আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং আরেকটি ধারায় ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের পাশাপাশি পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। রায় ঘোষণার সময় আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন। মামলার নথি অনুযায়ী,

২০২৩ সালের ২১ মার্চ নিখোঁজ হয় চতুর্থ শ্রেণির ওই শিক্ষার্থী। দীর্ঘ খোঁজাখুঁজির পরও তার সন্ধান না মেলায় শিশুটির মা পাহাড়তলী থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। তদন্তে স্থানীয় সবজি বিক্রেতা রুবেলের সম্পৃক্ততার তথ্য পেয়ে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে নিখোঁজের ৯ দিন পর পাহাড়তলীর মুরগি ফার্ম এলাকার একটি ডোবা থেকে শিশুটির গলিত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে শিশুটির পোশাক ও স্যা ন্ডেলও উদ্ধার করা হয়। মামলার নথিতে উল্লেখ করা হয়, গ্রেফতারের পর রুবেল ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় দেওয়া জবানবন্দিতে ঘটনার দায় স্বীকার করেন। মরদেহ উদ্ধারের পর শিশুটির মা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২-এ নালিশী মামলা করেন। আদালতের নির্দেশে অভিযোগটি এফআইআর হিসেবে গ্রহণ করে তদন্ত শেষে পুলিশ রুবেলের বিরুদ্ধে অপহরণ, ধর্ষণ, হত্যা ও মরদেহ গুমের অভিযোগে অভিযোগপত্র দাখিল করে। বিচার চলাকালে সাক্ষ্য-প্রমাণ পর্যালোচনা করে আদালত ধর্ষণের অভিযোগের পরিবর্তে অপহরণ, ধর্ষণের চেষ্টা, হত্যা ও মরদেহ গুমের অভিযোগে বিচারকার্য পরিচালনা করেন। আদালতে উপস্থাপিত তথ্য অনুযায়ী, পূর্ব পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে বিড়ালছানা দেওয়ার কথা বলে রুবেল শিশুটিকে তার ফুফুর খালি বাসায় নিয়ে যান। সেখানে ধর্ষণের চেষ্টায় ব্যর্থ হলে শ্বাসরোধে হত্যা করে মরদেহ বস্তাবন্দি করে নিজের সবজিবাহী ভ্যানে করে একটি ডোবা য় ফেলে দেন। গ্রেফতারের পর থেকে আসামি রুবেল কারাগারে রয়েছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ রিহাব)

## দেশের বিভিন্ন জেলায় নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চলে বন্যার আভাস

আগামী ২৪-৪৮ ঘণ্টায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি বা অবনতি হতে পারে। কোথাও কোথাও আকস্মিক ও স্বল্পমেয়াদি বন্যার আশঙ্কাও রয়েছে। সোমবার (২০ জুলাই) বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টায় তিস্তা, ধরলা ও দুধকুমার নদীসমূহ লালমনিরহাট, নীলফামারী, রংপুর, গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম জেলার নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চলের কোথাও কোথাও আকস্মিক অথবা স্বল্পমেয়াদি বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। আগামী ২৪-৪৮ ঘণ্টায় সুরমা-কুশিয়ারা নদীসমূহ সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চলের কোথাও কোথাও স্বল্পমেয়াদি বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে অথবা বন্যা পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকতে পারে। আগামী ২৪-৪৮ ঘণ্টায় ভুগাই, কংস ও সোমেশ্বরী নদীসমূহ শেরপুর, ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলার এবং সারিগোয়াইন, যাদুকাটা নদীসমূহ সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চলের কোথাও কোথাও স্বল্পমেয়াদি বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি অথবা উদ্ভুত বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা অবনতি হতে পারে। আগামী ২৪-৪৮ ঘণ্টায় ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদী কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, জামালপুর, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইল জেলার কিছু স্থানে সতর্কসীমায় প্রবাহিত হতে পারে এবং নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চল কোথাও কোথাও প্লাবিত হতে পারে। আগামী ২৪-৪৮ ঘণ্টায় আত্রাই ও ছোটো যমুনা নদী নওগাঁ ও নাটোর জেলার কিছু স্থানে সতর্কসীমায় প্রবাহিত হতে পারে এবং নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চল কোথাও কোথাও সাময়িকভাবে প্লাবিত হতে পারে।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ রিহাব)

## ইউনিফর্ম পরে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন জমা, অতিরিক্ত ডিআইজিকে বাধ্যতামূলক অবসর

পুলিশের ইউনিফর্ম পরে আওয়ামী লীগের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার অভিযোগে ট্যুরিস্ট পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি মো. মনিরুজ্জামানকে বাধ্যতামূলক অবসর দিয়েছে সরকার। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মনজুর মোর্শেদ চৌধুরীর সই করা এক প্রজ্ঞাপনে এ আদেশ জারি করা হয়। সোমবার (২০ জুলাই) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ২০২৪ সালের ২৯ এপ্রিল ঝিনাইদহ-১ আসনের উপ-নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নপ্রত্যাশী তার ছোটো ভাই মো. ওয়াহিদুজ্জামান ঢাকার ধানমন্ডিতে দলটি র রাজনৈতিক কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিতে গেলে মো. মনিরুজ্জামান পুলিশের ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এবং সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। পরদিন ৩০ এপ্রিল জাতীয় দৈনিক ও অনলাইন সংবাদমাধ্যমে ওই অনুষ্ঠানে তার ইউনিফর্ম পরিহিত উপস্থিতির ছবি ও সংবাদ প্রকাশিত হয়। এ ঘটনায় পুলিশের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে শিষ্টাচারবহির্ভূত আচরণ, উপ-নির্বাচনে বেআইনিভাবে প্রভাব বিস্তারের কৌশল অবলম্বন এবং জনসম্মুখে পুলিশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা করা হয় এবং কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়। তিনি লিখিত জবাব দিলেও ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশ নিতে অনাগ্রহ প্রকাশ করেন। পরে অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় তিন সদস্যের তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয়। তদন্ত শেষে বোর্ড অভিযোগগুলো প্রমাণিত হয়েছে বলে মত দেয়। এরপর তার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দফা কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হলেও, তিনি কোনো জবাব দাখিল করেননি। অভিযোগ, লিখিত জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন ও অন্যান্য নথি পর্যালোচনা করে তাকে ‘বাধ্যতামূলক অবসর’ দেওয়ার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) মতামত চাওয়া হয়। প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, পিএসসি বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়ার প্রাথমিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত পোষণ করে। পরে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর অতিরিক্ত ডিআইজি মো.

মনিরুজ্জামানকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল ) বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী `অসদাচরণ, প্রমাণিত হওয়ায় `বাধ্যতামূলক অবসর, গুরুদণ্ড দেওয়া করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ রিহাব)

## দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের নতুন প্রেস মিনিস্টার সাইদুর

ভারতের নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রেস উইংয়ে মিনিস্টার (প্রেস) পদে নিয়োগ পেয়েছেন সাংবাদিক মো. সাইদুর রহমান। তাকে এক বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক এ নিয়োগ দিয়ে সোমবার (২০ জুলাই) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। অন্য যে -কোনো পেশা , ব্যবসা কিংবা সরকারি , আধা-সরকারি, বেসরকারি, প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সঙ্গে কর্ম -সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে তিনি এ নিয়োগ পেয়েছেন। যোগদানের তারিখ থেকে তার এ নিয়োগ কার্যকর হবে বলে প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে। এতে আরও বলা হয় , নিয়োগের অন্যান্য শর্ত চুক্তিপত্র দিয়ে নির্ধারিত হবে। সাইদুর রহমান দীর্ঘদিন ধরে দৈনিক ইত্তেফাকে কর্মরত। তিনি ২০২৩-২০২৪ সেশনে রিপোর্টার্স ফোরাম ফর ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসির (আরএফইডি) সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ২০০৩-০৪ ব্যাচের শিক্ষার্থী সাইদুর। ঢাবি সাংবাদিক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক। সাতক্ষীরার কলারোয়ার ছেলে সাইদুর বর্তমানে দৈনিক ইত্তেফাকের ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) ইউনিট চিফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ রিহাব)

## সাবেক মন্ত্রী-এমপির এজেন্সিসহ ৪৯ প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রত্যাহার

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে সিন্ডিকেট গঠন , অতিরিক্ত অর্থ আত্মসাৎ ও বিদেশে অর্থ পাচারের অভিযোগে মানবপাচার মামলায় চার্জশিটভুক্ত আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রী -এমপিদের মালিকানাধীন এজেন্সিসহ ৪৯টি রিক্রুটিং প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রত্যাহার করেছে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। রোববার (১৯ জুলাই) মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং শাখা থেকে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। লাইসেন্স প্রত্যাহার হওয়া প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে সাবেক অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আবু হেনা মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল ওরফে লোটাস কামালের স্ত্রী ও মেয়ের মালিকানাধীন এজেন্সি। এছাড়া সাবেক এমপি বেনজীর আহমেদ , জেনারেল (অব.) মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী , নিজাম উদ্দিন হাজারী , ব্যবসায়ী নূর আলী, রুহুল আমিন স্বপন ও মাহবুবুর রহমান সঞ্জুর মালিকানাধীন এজেন্সিও রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, মালয়েশিয়ায় সিন্ডিকেটের মাধ্যমে কর্মী পাঠিয়ে অতিরিক্ত অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে পল্টন থানায় একটি মানবপাচার মামলা দায়ের করা হয়। ওই মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা ৪৯টি রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র (চার্জশিট) দাখিল করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের লাইসেন্স প্রত্যাহার করেছে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। সংশ্লিষ্ট এজেন্সিগুলোর বিরুদ্ধে মালয়ে শিয়ার শ্রমবাজারে সিন্ডিকেট গড়ে তুলে কয়েক হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ ও বিদেশে পাচারের অভিযোগ রয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে , রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর অনুকূলে ইস্যুকৃত লাইসেন্সের শর্ত অনুযায়ী প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান আইন , ২০১৩; বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবা সী (সংশোধন) আইন, ২০২৩ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন ও বিধি -বিধান মেনে চলা বাধ্যতামূলক। তবে সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি , ১৮৬০-এর ৪০৬, ৪২০, ৩৮৫, ৩৮৬, ৪২৭ ও ৩৪ ধারায় আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল এবং তা গৃহীত হওয়ায় বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩-এর ১৩ ধারার ক্ষমতাবলে তাদের লাইসেন্স প্রত্যাহার করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ রিহাব)

## হামের উপসর্গে আরও ৫ শিশুর মৃত্যু

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে পাঁচ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে আক্রান্ত হয়েছে এক হাজার ৬৯ শিশু। সোমবার (২০ জুলাই) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাম-বিষয়ক হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে , গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও পাঁচ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তবে নিশ্চিতভাবে হামে আক্রান্ত হয়ে কোনো শিশুর মৃত্যু হয়নি। গ ত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত সারাদেশে হামের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে ৬৯৮ শিশুর। আর হামে আক্রান্ত হয়ে আরও ৯৫ শিশু প্রাণ হারিয়েছে। অর্থাৎ হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে এই সময়ে মোট ৭৯৩টি শিশু মারা গেছে। এছাড়া , গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪৭ শিশু হামে আক্রান্ত হয়েছে, আর হামের উপসর্গ জনিত রোগীর সংখ্যা ৯২২। তবে এসময়ে নিশ্চিত হামে কেউ মারা যায়নি। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, ১৫ মার্চ থেকে আজ পর্যন্ত সন্দেহজনক হাম রোগী হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা এক লাখ এক হাজার ২৬ জন। তাদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ত্যাগ করেছেন ৯৭ হাজার ৫৩২ জন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ রিহাব)

## মিয়ানমার সীমান্ত `অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ,, ১০৯ কিলোমিটার বেড়া নির্মাণের চিন্তা

মিয়ানমার সীমান্তকে বর্তমানে বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, সীমান্ত নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে ১০৯ কিলোমিটার এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। সোমবার (২০ জুলাই) বিকেলে রাজধানীর পিলখানায় বিজিবি সদরদপ্তরের শহিদ ক্যাপ্টেন আশরাফ হলে

বিজিবির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে দরবার শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন , মিয়ানমার সীমান্ত বর্তমানে বাংলাদেশের জন্য 'অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ'। সীমান্তের ওপারে আরাকান আর্মি ও মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে সংঘাত চলছে। এছাড়া আরএসও, আরসা এবং অন্যান্য সশস্ত্র গোষ্ঠীরও তৎপরতা রয়েছে। এসব সংঘাতের প্রভাব অনেক সময় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন , মাদক চোরাচালান, সীমান্তের অস্থিতিশীলতা এবং ওপার থেকে ছোড়া গোলাগুলিতে বাংলাদেশি নাগরিক নিহত হওয়ার ঘটনাগুলো বিবেচনায় নিয়ে সরকার ১০৯ কিলোমিটার এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের প্রস্তাব করেছে। তবে বিষয়টি নিয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। সীমান্তে ল্যান্ডমাইনের কারণে অনেক বাংলাদেশি হতাহত হচ্ছে , এ বিষয়ে বিজিবিকে কোনো যন্ত্রপাতি দেওয়া হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণের ঝুঁকি মোকাবিলায় সরকার ইতোমধ্যে বি জিবিকে মাইন শনাক্তকরণ যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেছে। বিজিবি সদস্যরা এসব যন্ত্র ব্যবহার করে কাজ করছেন , যাতে ভবিষ্যতে ল্যান্ডমাইন - সংক্রান্ত দুর্ঘটনা এড়ানো যায়। ভারত থেকে `পুশ-ইন, প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন , আমরা একজনকেও অবৈধভাবে এখানে `পুশ-ইন, হতে দিইনি। বিজিবি ও সীমান্তবর্তী জনগণের সহযোগিতায় এখন পর্যন্ত এ ধরনের চেষ্টা সফলভাবে প্রতিহত করা হয়েছে। তিনি বলেন, কিছু অবৈধ অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটলেও, সেগুলোর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবে কাউকে `পুশ-ইন, করতে দেওয়া হয়নি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ রিহাব)

## হজযাত্রীদের সংরক্ষিত আবাসন ১ শতাংশ বহাল রাখার অনুরোধ ধর্মমন্ত্রীর

২০২৭ সালের হজে বাংলাদেশের জন্য ব্যাকঅ্যাপ (সংরক্ষিত) আবাসন ১ শতাংশ বহাল রাখতে সৌদি সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন ধর্মমন্ত্রী কাজী শাহ মোফাজ্জাল হোসাইন (কায়কোবাদ)। সোমবার (২০ জুলাই) রাজধানীর গুলশানে সৌদি দূতাবাসে বাংলাদেশে সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ড . আব্দুল্লাহ জাফর এইচ বিন আবিয়াহর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি এ অনুরোধ জানান। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, ২০২৭ সালের হজে ব্যাকঅ্যাপ আবাসন ২ শতাংশ নির্ধারণ করেছে সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়। এতে হজের খরচ বাড়বে। এ কারণে বাংলাদেশের জন্য ব্যাকঅ্যাপ আবাসন ২০২৬ সালের হজের মতো ১ শতাংশ বহাল রাখার অনুরোধ করেন ধর্মমন্ত্রী। সৌদি রাষ্ট্রদূত জানান , এ সংক্রান্ত ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি আধা -সরকারি পত্র তিনি গতকাল (রোববার) হাতে পেয়েছেন এবং তা সুপারিশসহ সৌদি সরকারকে পাঠিয়েছেন। তিনি এ বছর বাংলাদেশের হজ ব্যবস্থাপনার প্রশংসা করেন। এছাড়া, দ্বিপাক্ষিক যে-কোনো বিষয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তড়িৎ পদক্ষেপের জন্য সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন সৌদি রাষ্ট্রদূত। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এ আধা-সরকারি পত্রে ক্যাটারিং ঐচ্ছিক রাখা এবং মিনা-আরাফায় সার্ভিস প্যাকেজ `ডি,-এর মূল্যমানের অনুরূপ সার্ভিস প্যাকেজ -৩-এর সেবামূল্য নির্ধারণের কথা উল্লেখ রয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ রিহাব)

## কাশিমপুর কারাগার থেকে নারী বন্দির পলায়ন: জেলার শিরিন সাময়িক বরখাস্ত

গাজীপুরের কাশিমপুর কেন্দ্রীয় মহিলা কারাগার থেকে সাজাপ্রাপ্ত এক নারী কয়েদি পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় কারাগারের জেলার শিরিন আক্তারকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে সরকার। সোমবার (২০ জুলাই) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কারা -১ শাখা থেকে সিনিয়র সচিব তানভীর-আল-নাসীফের সই করা এক প্রজ্ঞাপনে এ আদেশ জারি করা হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয় , গত ১৬ জুলাই সন্ধ্যার দিকে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় মহিলা কারাগারের সীমানা প্রাচীর টপকে সাজাপ্রাপ্ত নারী কয়েদি রিম্পা (২১) পালিয়ে যান। এ ঘটনায় জেলার শিরিন আক্তারের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে চরম অবহেলা রয়ে ছে বলে কারা অধিদপ্তর থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন পাঠানো হয়। কারা অধিদপ্তরের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকারি চাকরি আইনে শিরিন আক্তারকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে আরও উল্লেখ করা হয় , সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি প্রচলিত আর্থিক বিধি -বিধান অনুযায়ী খোরাকি ভাতা পাবেন। এদিকে , পালিয়ে যাওয়া সাজাপ্রাপ্ত নারী কয়েদি রিম্পাকে গতকাল রোববার ঢাকার হাজারীবাগ এলাকা থেকে গ্রেফতার করে র্যা ব-২। গত ১৬ জুলাই সন্ধ্যায় কাশিমপুর কেন্দ্রীয় মহিলা কারাগারের সীমানা প্রাচীর টপকে পালিয়ে যান রিম্পা। এ ঘটনায় কারা প্রশাস নের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে এবং বিষয়টি তদন্তে কারা অধিদপ্তর ব্যবস্থা নেয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ রিহাব)

## পলায়নের অভিযোগে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা বরখাস্ত

দীর্ঘদিন বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার (পলায়ন) অভিযোগে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। রোববার (১৯ জুলাই) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। তার বরখাস্তের আদেশ ২০২৫ সালের ৬ আগস্ট, অর্থাৎ কর্মস্থলে অনুপস্থিত হওয়ার দিন থেকেই কার্যকর হয়েছে। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাধারণ সেবা -১ অধিশাখার প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত থাকা অবস্থায় মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ২০২৫ সালের ৬ আগস্ট থেকে বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত

ছিলেন। এ বিষয়ে তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হলেও , তার জবাব সন্তোষজ নক বিবেচিত হয়নি। এরপর `সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল ) বিধিমালা, ২০১৮,-এর ৩(গ) বিধি অনুযায়ী `পলায়ন,-এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা করা হয়। চলতি বছরের জানুয়ারিতে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়। তদন্ত শেষে গত ফেব্রুয়ারিতে জমা দেওয়া প্রতিবেদনে তার বিরু দ্ধে আনা পলায়নের অভিযোগ প্রমাণিত হয়। পরে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাবও সন্তোষজনক না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (বিপিএসসি) মতামতে ওই গুরুদণ্ডের পক্ষে সম্মতি পাওয়ার পর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ চূড়ান্তভাবে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ রিহাব)

## ছিদ্রপথে গণতন্ত্রবিরোধী শক্তির পুনরুত্থান ঘটতে পারে: রিজভী

প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী বলেছেন , জুলাই সনদের বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্তে আসা উচিত। আলোচনার টেবিলে বসা উচিত। কারণ , নানান ছিদ্রপথে গণতন্ত্রবিরোধী শক্তির পুনরুত্থান ঘটতে পারে। বিপুল পরিমাণ অর্থ এবং দেশের বাইরে থেকে মদত পেয়ে তারা নানানভাবে আবারও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। তিনি বলেছেন, জুলাই সনদ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এটা নিয়ে সরকার বা সরকারি দল এবং বিরোধী দলগুলো আলোচনা করতে পারে। সেখানে যদি আরও কিছু কথা বলার বা সংযোজন করার থাকে, তবে তা করতে অসুবিধা কোথায় ? সোমবার (২০ জুলাই) ঢাকার উত্তরায় আইইউবিএটি বিশ্ববিদ্যালয়ে `জুলাই স্মৃতি এবং তারুণ্যের স্টার্ট-আপ ও সম্ভাবনার বাংলাদেশ , শীর্ষক সেমিনারে তিনি এসব কথা বলেন। রিজভী বলেন, ভয়ঙ্কর দানবের কাছে থেকে জুলাই-আগস্টের এ পরিবর্তনের মাধ্যমে অন্তত গণতন্ত্রের কিছুটা আলো দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। এখন একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা রয়েছে। কেউ সরকারের জোরালো সমালোচনা করলে তাকে গুম হতে হবে কিংবা বিচার -বহির্ভূত হত্যার শিকার হতে হবে - সেই পরিস্থিতি এখন আর নেই। জুলাই সেটি নিশ্চিত করেছে। তিনি বলেন, জুলাইয়ের তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর ও তীক্ষ্ণ। এ তাৎপর্যকে আমা দের আরও উপলব্ধি করতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য আমাদের যে-সব কাজ বাকি আছে, সেগুলো সম্পন্ন করতে হবে। রিজভী বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ন্যূনতম প্রধান ইস্যুতে মিনিমাম আন্ডারস্ট্যান্ডিং (ন্যূনতম সমঝোতা) থাকতে হবে। সেটা না থাকলে গণতন্ত্র আবারও বিপন্ন হবে। তখন দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সুরক্ষাও বিঘ্নিত হতে পারে। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্যসচিব মোস্তফা জামান , সংরক্ষিত নারী আসনের এমপি ফেরদৌসী আহমেদ মিষ্টি , এ্যাব নেতা ইঞ্জিনিয়ার আবু সাঈদ চঞ্চল , কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেব ক দল সহ -সভাপতি ডা. জাহিদুল কবির, কেন্দ্রীয় ছাত্রদল সহ-সভাপতি ডা. তৌহিদুর রহমান আউয়াল প্রমুখ।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ রিহাব)

## মাইলস্টোন ট্র্যাজেডির বছরপূর্তিতে দোয়া-স্মরণসভা

রাজধানীর উত্তরার দিয়াবাড়ির মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ক্যাম্পাসে বিমানবাহি নীর যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হওয়ার এক বছর পূর্ণ হচ্ছে মঙ্গলবার (২১ জুলাই)। দিনটি সামনে রেখে এ ঘটনায় নিহতদের স্মরণ এবং আহতদের সুস্থতা কামনায় দোয়া ও স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (২০ জুলাই) সকালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির দিয়াবাড়ি ক্যাম্পাসে এ দোয়া ও স্মরণসভা হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এছাড়া , একই সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির ১৬টি শাখায় দোয়া ও স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। দিয়াবাড়ি ক্যাম্পাসের অনুষ্ঠানে কলেজটির অধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর আলম খান বলেন, শিক্ষার্থীরা তাদের হারিয়ে যাওয়া বন্ধুদের স্মরণ কর তে এখানে হাজির হয়েছে। তারা নিহত সবার আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছে। শিক্ষার্থীসহ যারা এ ঘটনায় আহত হয়েছেন , তাদের সুস্থতা কামনা করছে। ভয়াবহ এ দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মরণ ও আহতদের প্রতি সংহতি জানাতে দুইদিনের কর্মসূচি নিয়েছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি। এর অংশ হিসেবে দুর্ঘটনাস্থলটি আগামীকাল সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা হবে বলে জানান অধ্যক্ষ। তিনি বলেন , দুর্ঘটনাস্থলে স্কাউট ও রোভার সদস্যরা গার্ড অব অনার দেবেন। নিহত ব্যক্তিদের প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হবে। এক মিনিট নীরবতা পালন করা হবে, পরে দোয়া অনুষ্ঠিত হবে। স্মৃতিচারণার আয়োজ ন থাকবে. পাশাপাশি নিহত ব্যক্তিদের ছবি, বন্ধুদের লেখা স্মৃতিকথা ও বিভিন্ন বার্তা প্রদর্শন করা হবে। আগামীকালের আয়োজনে অভিভাবকরাও উপস্থিত থাকবেন। ২০২৫ সালের ২১ জুলাই উত্তরার দিয়াবাড়িতে মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমানবাহিনীর একটি যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়। এতে ৩৬ জন নিহত হন। তাদের মধ্যে ২৮ জনই শিক্ষার্থী। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ রিহাব)

## শেরপুরে পাহাড়ি ঢলে মানুষসহ ভেসে গেল সেতু

টানা বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের তীব্র স্রোতে শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার চেল্লাখালী নদীর ওপর নির্মিত একটি সেতু মানুষ সহ ভেসে গেছে। সোমবার (২০ জুলাই) দুপুরের দিকে উপজেলার নয়াপাড়া দক্ষিণ সন্ন্যাসী ভিটা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। তবে সেতুতে থাকা লোকজন সাঁতরে নিরাপদে তীরে পৌঁছাতে সক্ষম হন। নালিতাবাড়ী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ও বাঘবেড় ইউনিয়নের প্রশাসক মো. আনোয়ারুল কবীর সেতু ভেঙে ভেসে

যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান , পাহাড়ি ঢলের স্রোতের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে , মুহূর্তের মধ্যেই পানিতে সেতুটি বিলীন হয়ে যায়। এসময় সেতুতে অবস্থানরত ব্যক্তিরা দ্রুত সাঁতরে নিরাপদ স্থানে চলে গিয়ে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করেন। স্থানীয় সূত্র জানায় , টানা বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলের কারণে শেরপুর জেলার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। উজান থেকে নেমে আসা ঢলের পানিতে মহারশী নদীর পানি উপচে ঝিনাইগাতী উপজেলার সদর বাজারে প্রবেশ করেছে। এতে বাজারের দোকান-পাট, সড়ক ও আশপাশের এলাকায় পানি উঠেছে। ঝিনাইগাতী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আল আমিন বলেন , হঠাৎ পাহাড়ি ঢলে ঝিনাইগাতীর বেশ কয়েকটি জায়গায় পানি উঠেছে। সন্ধ্যায় পানি উন্নয়ন বোর্ড শেরপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী সুদীপ্ত চৌধুরী বলেন , বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় এবং উজান থেকে আরও পাহাড়ি ঢল নামার বন্যার শঙ্কা রয়েছে। তবে এরইমধ্যে পানি নামতে শুরু করেছে। জেলা প্রশাসক ফরিদা ইয়াসমিন বলেন , শেরপুরের পাহাড়ি এলাকায় পাহাড়ি ঢলে পানি উঠেছে। তবে ঢলের পানি যেহেতু বেশিক্ষণ স্থায়ী থাকে না, তাই ক্ষতিও কম হয়। বন্যা নিয়ে আমাদের প্রস্তুতি নেওয়া আছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ রিহাব)

## সংস্কারের দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে : হাসনাত আবদুল্লাহ

এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক ও কুমিল্লা -৪ আসনের সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন , গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা বাস্তবায়ন করতে দেশের স্বার্থে প্রয়োজনীয় সংস্কারের দায়িত্ব নিজেদেরই নিতে হবে। দেশের স্বার্থে প্রয়োজনীয় সংস্কারের দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে। তিনি বলেন , নির্বাচনের আগে আমরা জনগণকে বলেছিলাম , আমাদের ফ্রিতে ভোট দিন, আমরা ফ্রিতে সার্ভিস দেব। সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে আমরা জনগণের পক্ষে কথা বলে যাচ্ছি। সোমবার (২০ জুলাই) বিকেলে পিরোজপুর সিও অফিস চত্বর থেকে শুরু করে শহরের কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের পাশে জুলাই স্মৃতিস্তম্ভের সামনে পদযাত্রা কর্মসূচি শেষে আয়োজিত পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। হাসনাত আবদুল্লাহ আরও বলেন , "গত পাঁচ মাসে সংসদে কোনো রক্তচক্ষুকে ভয় পাইনি। মিডিয়া মাফিয়া , ভূমিখেকো, ব্যাংক ডাকাত ও ভোটচোরদের বিরুদ্ধে চোখে চোখ রেখে কথা বলে যাচ্ছি। আগে এস আলম ব্যাংক ও দেশের সম্পদ লুট করেছে, কেউ বিদ্যুৎ খাতে দুর্নীতি করেছে। জনগণের সম্পদ লুটের এই সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে।„ তিনি বলেন, "দুর্নীতি, লুটপাট ও দখলদারত্বের বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। জনগণের সম্পদ রক্ষায় কোনো ধরনের আপোশ করা হবে না। „ সমাবেশে উপস্থিত থেকে বক্তব্য দেন এনসিপির রাজনৈতিক পর্ষদ সদস্য আলী আহসান জুনায়েদ , কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক সরোয়ার তুষার , যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আরিফুর রহমান , জেলা এনসিপির আহ্বায়ক হুমায়ুন কবির প্রমুখ। এসময় হাসনাত আবদুল্লাহ পিরোজপুর জেলা এনসিপির সদস্য সচিব মইনুল আহসান মুন্নাকে পিরোজপুর পৌরসভার মেয়র পদে দলের প্রার্থী ঘোষণা করেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ রিহাব)

## রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পাহাড়ধসে নারী নিহত, আহত শিশু

কক্সবাজারের উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্প -৮ ইস্টে পাহাড়ধসে বিবি হাফসা (১৯) নামের এক রোহিঙ্গা নারী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তার শিশু ছেলে আব্দুল মজিদ আহত হয়েছে। সোমবার (২০ জুলাই) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ক্যাম্প-৮ ইস্টের ডি/৫ ব্লকের একটি পাহাড়ের ঢালে অবস্থিত বসতি ওপর পাহাড়ধসে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত বিবি হাফসা (১৯) ওই ক্যাম্পের নুরুল ইসলামের স্ত্রী। উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্প-৮ ইস্টের ইনচার্জ (উপসচিব) গাজী শরিফুল হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, সন্ধ্যায় ক্যাম্প-৮ ইস্টের ডি-৫ ব্লকে পাহাড় ধসের ঘটনায় বিবি হাফসা নামের এক রোহিঙ্গা নারী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তার তি ন বছর বয়সি ছেলে আব্দুল মজিদ আহত হয়েছে। শরিফুল হাসান আরও জানান , খবর পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে স্বেচ্ছাসেবক ও স্থানীয় রোহিঙ্গাদের সহায়তায় নিহতের পরিবারকে উদ্ধার করা হয়। আহত শিশু আব্দুল মজিদকে উদ্ধার করে ক্যাম্প -সংলগ্ন জিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ রিহাব)

## সেন্টার ফর এয়ার অ্যান্ড স্পেস পাওয়ার স্টাডিজের নতুন ভবন উদ্বোধন

বাংলাদেশ সেন্টার ফর এয়ার অ্যান্ড স্পেস পাওয়ার স্টাডিজের নতুন ভবনের উদ্বোধন করেছেন বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান। সোমবার (২০ জুলাই) ঢাকা সেনানিবাসে বিমানবাহিনী ঘাঁটি বাশারে তিনি নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় , বিমানবাহিনী প্রধান ভবনের স্মারক ফলক উন্মোচন করেন , প্রাঙ্গণে একটি বৃক্ষরোপণ করেন এবং বিশেষ দো য়া ও মোনাজাতে অংশ নেন। পরে তিনি ভবনটির বিভিন্ন দাপ্তরিক ও অপারেশনাল কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। চলতি বছরের ১৮ জানুয়ারি বাংলাদেশ সেন্টার ফর এয়ার অ্যান্ড স্পেস পাওয়ার স্টাডিজের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম ও ওয়েবসাইট উদ্বোধনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়। এরপর থেকে বিমানবাহিনী প্রধানের দিক-নির্দেশনায় প্রতিষ্ঠানটি আকাশ ও মহাকাশ শক্তি , জাতীয় নিরাপত্তা, কৌশলগত পরিবেশ এবং প্রতিরক্ষা নীতিমালা বিষয়ে গবেষণা ও জ্ঞানচর্চা পরিচালনা করছে। বিমানবাহিনী প্রধান আশা প্রকাশ করেন , নতুন ভবন চালুর

ফলে বাংলাদেশ সেন্টার ফর এয়ার অ্যা ন্ড স্পেস পাওয়ার স্টাডিজ গবেষণা , শিক্ষা ও নীতি -নির্ধারণ সহায়ক কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটি সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন আইনের অধীনে রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ অ্যান্ড ফার্মসে নিবন্ধিত হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ রিহাব)

### আন্দোলনে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের অবদানের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিতে হবেঃ মো. নাহিদ ইসলাম

জুলাই আন্দোলনসহ ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের অবদানের স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ মো . নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, "১৭-১৮ তারিখ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়লে দুইটা শক্তি এই আন্দোলনের পুনর্জাগরণ ঘটায়। মাদরাসা শিক্ষার্থী এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। এ ভূমির মানুষের অধিকার আদায়ে যুগে যুগে আমাদের ওলামা কেরাম জীবন দিয়েছেন, ত্যাগ করেছেন। গত কয়ে ক দশক ধরে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের জুব্বা রক্তাক্ত হয়েছে। শুধু বাংলাদেশে নয় , পৃথিবী জুড়ে এ জুব্বা বিদ্রোহ এবং লড়াইয়ের প্রতীক। সরকারের কাছে আমরা দাবি জানাচ্ছি , মাদরাসা শিক্ষার্থীদের ত্যাগকে রাষ্ট্রীয় সম্মাননা দিতে হবে।„ সোমবার (২০ জুলাই) রাজধানীর বিএমএ ভবন মিলনায়তনে `জুলাইয়ের রক্তাক্ত জুব্বা : মাদরাসা শিক্ষার্থীদের অবদান, শীর্ষক সেমিনারে তিনি এসব বলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের সমালোচনা করে বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ বলেন , "স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, জুলাই নিয়ে ব্যবসা করা যাবে না। জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষা পরিবর্তন। আমরা এই পরিবর্তনের কথা বলতে গেলে জুলাই চেতনা বিক্রি বলছে। জুলাই কেউ বিক্রি করছে না। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে গত ৫০ বছর আওয়ামী লীগ এদেশে গণতন্ত্র হত্যা চালিয়েছে। গুম , খুনের রাজনীতি করেছে। দেশের টাকা লুটপাট করেছে। সেই চেতনার কথাই বিএনপির কাছে সবচেয়ে বেশি শুনি।„
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ রিহাব)

## রেডিও টুডে

### `ফ্যামিলি কার্ডের, সুবিধা নিশ্চিতে নির্ভুল তথ্যভাণ্ডার গড়ার ওপর গুরুত্বারোপ

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দেশের প্রকৃত উপকারভোগীর কাছে `ফ্যামিলি কার্ডের, সুবিধা কার্যকর, স্বচ্ছ ও নির্ভুলভাবে পৌঁছে দিতে একটি সঠিক ও গ্রহণযোগ্য তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। বাংলাদেশ সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে আজ `ফ্যামিলি কার্ডের, কার্যক্রম সম্প্রসারণের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল নিয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে তিনি এ গুরুত্বারোপ করেন। প্রধানমন্ত্রী বৈঠকটিতে সভাপতিত্ব করেন। প্রধানমন্ত্রীর উপ -প্রেসসচিব জাহিদুল ইসলাম রনি এ কথা জানান। তিনি বলেন, বৈঠকে বিএনপির নির্বাচনি ইশতেহারে ঘোষিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার `ফ্যামিলি কার্ড, কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং পর্যায়ক্রমে সারাদেশে এর সম্প্রসারণের রূপরেখা নিয়ে বি স্তারিত আলোচনা হয়। এ সময়ে ধাপে ধাপে সারাদেশে `ফ্যামিলি কার্ড, কার্যক্রম বিস্তারের লক্ষ্যে বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ, আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার এবং সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মধ্যে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন প্রধান মন্ত্রী। এছাড়া তথ্য সংগ্রহ, যাচাই-বাছাই এবং উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতেও সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেন তিনি। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণমন্ত্রী ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন , সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ফা রজানা শারমীন, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এ বি এম . আব্দুস সাত্তার, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক অধ্যাপক ড. এস এম আব্দুল আওয়াল, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির বিশেষ সম্পাদক বেলায়েত হোসেন মৃধাসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ আসাদ)

### প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আইএলও মহাপরিচালকের সাক্ষাৎ

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও -এর মহাপরিচালক গিলবার্ট এফ হোংবো। সো মবার বাংলাদেশ সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এই সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের শুরুতে আইএলও মহাপরিচালক গিলবার্ট এফ হোংবো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করায় তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন , জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব গ্র হণের পর বাংলাদেশের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আস্থা আরও সুদৃঢ় হয়েছে। এই অবস্থায় আইএলও বাংলাদেশের সঙ্গে দীর্ঘদিনের অংশীদারিত্ব আরও জোরদার করতে আগ্রহী এবং শ্রম খাতের উন্নয়নে সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ অব্যাহত রাখবে। জবাবে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আইএলওর ধারাবাহিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং বলেন, শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণ, নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক শ্রমমান বাস্তবায়নকে সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান আইএলও মহাপরিচালক। এ অর্জনকে তিনি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সক্ষমতা ও গ্রহণযোগ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি হিসেবে উল্লেখ করেন। এছাড়া স্বল্প সময় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অন্যান্য কূটনৈতিক সাফল্য অর্জনের জন্য বর্তমান সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। বৈঠকে

আইএলও মহাপরিচালক আরও বলেন , শ্রম খাতে সরকারের চলমান সংস্কার এবং আন্তর্জাতিক শ্রমমান বাস্তবায়নে বাংলাদেশের আন্তরিকতা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইতিবাচকভাবে মূল্যায়িত হচ্ছে। এই বৈ ঠকে শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা, দক্ষতা উন্নয়ন , কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং পরিবর্তিত বৈশ্বিক শ্রমবাজারের চাহিদা মোকাবিলায় দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার বিষয়ে উভয় পক্ষ আলোচনা করেন। এছাড়া দেশের তৈরি পোশাক খাতের অগ্রগতি , কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, অনানুষ্ঠানিক শ্রমবাজারের উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক শ্রমমান বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অর্জন নিয়ে আলোচনা হয়। শ্রম খাতে চলমান সংস্কার কার্যক্রম আরও এগিয়ে নিতে সরকার ও আইএলওর মধ্যে সহযোগিতা জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ আসাদ)

## সরকারি হাসপাতালই যেন মানুষের একমাত্র ভরসার জায়গা হয় : প্রধানমন্ত্রী

প্রান্তিক মানুষের স্বাস্থ্যসেবা আরো উন্নত এবং সহজ প্রাপ্তি নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন, সরকারি হাসপাতালে গিয়ে কোনো ভোগান্তি ছাড়া খুব সহজে যেন সবাই চিকিৎসা পায়। গ্রামের মানুষের চিকিৎসার জন্য যেন অন্য কোথাও যেতে না হয়। সরকারি হাসপাতালই যেন একমাত্র ভরসার জায়গা হয়। একইসঙ্গে চিকিৎসকরা যেন রোগীদের চিকিৎসা সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে আরো আন্তরিক হন, সে বিষয়েও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আজ বিকেলে সচিবালয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে গিয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠক করে এই নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী। এই প্রথম প্রধানমন্ত্রী নিজে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় অডিটোরিয়ামে গিয়ে বৈঠক করলেন। প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব মো. সুজাউদ্দৌলা এ তথ্য জানান। তিনি জানান, বৈঠকে বেশ কয়েকটি নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী। বৈঠকের শুরুতে তিনি বর্তমান সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে এ পর্যন্ত স্বাস্থ্যখাতে গত ৫ মাসের অর্জন সম্পর্কে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিবসহ উপস্থিত সংশ্লিষ্টদের কাছে জানতে চান। তারা সেগুলো উপস্থাপন করেন। তারা জানান, বিগত সরকার স্বাস্থ্যখাত একেবারে খাদের কিনারে নিয়ে গেছে। প্রান্তিক মানুষের যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি কঠিন হয়ে পড়েছে। সেই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য তারা নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। বৈঠকে আলোচনা হয়- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও গণমাধ্যমে এমন অভিযোগ দেখা যায় যে, উপজেলা পর্যায়ে চিকিৎসক থাকলেও রোগীরা সন্তোষজনক চিকিৎসাসেবা পান না। চিকিৎসকদের দায়িত্বে অবহেলার বিষয় উঠে আসে। এ ব্যাপারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, যেভাবে হোক গ্রামের মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবা সহজ করতে হবে। তাদের জন্য সন্তোষজনক চিকিৎসাসেবা এবং পর্যাপ্ত ঔষধ নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি হাসপাতালে গিয়ে কোনো ভোগান্তি ছাড়া খুব সহজে যেন সবাই চিকিৎসা পান। সরকারি হাসপাতালই যেন একমাত্র ভরসার জায়গা হয়। উপ-প্রেস সচিব মো. সুজাউদ্দৌলা বলেন, কিডনি রোগীদের চিকিৎসার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী খুবই আন্তরিক। তিনি কিডনি রোগীদের দুর্ভোগ লাঘবে জেলা পর্যায়ে ৫০ শয্যার ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপনের কথা জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, জেলা পর্যায়ে যেখানে ১০ শয্যার ডায়ালাইসিস সেন্টার আছে, সেগুলো ৫০ শয্যায় সম্প্রসারণ করা হবে। আগামী তিন বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে সারাদেশের উপজেলা পর্যায়ে ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপন করা হবে। এর মধ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল গড়ে তোলা ও লজিস্টিক সাপোর্ট নিশ্চিত করার নির্দেশনাও দেন প্রধানমন্ত্রী। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলো ৫১ থেকে ১০১ শয্যায় উন্নীতকরণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। ১০১ শয্যায় উন্নীতকরণে প্রয়োজনীয় জনবল ও অবকাঠামো স্থাপনের বিষয়ে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয় বলেও জানান উপ-প্রেস সচিব সুজাউদ্দৌলা। এ সময় গণপূর্তের প্রকৌশলীরা অবকাঠামোর নকশাসহ খুঁটিনাটি বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ আসাদ)

## চার প্রতিষ্ঠানের ৮ পণ্য বাজার থেকে প্রত্যাহারের নির্দেশ

সরকার নির্ধারিত মানদণ্ড পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় চার প্রতিষ্ঠানের আট ধরনের পণ্য বাজার থেকে প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশের পণ্যের মান প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা 'বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন' বিএসটিআই। নতুন করে অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত ওইসব পণ্যের উৎপাদন, বিক্রয় ও বিতরণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে ফ্রেশ গার্ডেন অ্যাগ্রো রিসোর্সেস আমের আচার এবং কাজী ফুড ইন্ডাস্ট্রিজের বেলিসিমো ব্র্যান্ডের রোটোন্ডো হ্যাজেলনাট কোটেড চকলেট আইসক্রিমের নাম রয়েছে। তালিকায় আরও না রয়েছে অলিভ বাংলাদেশের লাবণ্য ব্র্যান্ডের মিল্ক স্কিন লোশন, অ্যালোভেরা স্কিন লোশন, ফেসওয়াশ মোরিংগা+মাচা ফোমিং মিল্ক ও তুলসী এবং অ্যালোভেরা ভ্যারিয়েন্টের শ্যাম্পু। এছাড়া ডেকো ফুডসের ডেকো ফ্রুট ফান্ডা ব্র্যান্ডের ম্যাঙ্গো এবং অরেঞ্জ ভেরিয়েন্টের সফট ড্রিংক বাজার থেকে সরাতে বলা হয়েছে। এসব পণ্যে সরকার নির্দেশিত মাত্রার চেয়ে বেশি ক্ষতিকারক প্রিজারভেটিভ এবং অণুজীবের উপস্থিতি পাওয়া গেছে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়ে বিএসটিআই। নমুনা পরীক্ষায় অকৃতকার্য পণ্যগুলোর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে ইতোমধ্যে প্রত্যাখ্যানপত্র দেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। নির্দেশনা অমান্য করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন ও বিধি অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। যে কোনো পণ্য ক্রয়ের আগে ক্রেতাসাধারণকে বিএসটিআইর মানচিহ্ন, লাইসেন্স নম্বর, উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য যাচাই করার

পরামর্শ দিয়েছেন কর্মকর্তারা। সেইসঙ্গে, কোনো পণ্যের মান, ভেজাল, প্রতারণা অথবা বিএসটিআইর মান চিহ্নের অপব্যবহার সংক্রান্ত অভিযোগ থাকলে তা দ্রুত বিএসটিআইকে অবহিত করার জন্যও অনুরোধ জানানো হয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ আসাদ)

## ১৯ দিনে রেমিট্যান্স এলো ২৩ হাজার ৮৯৮ কোটি টাকা

চলতি জুলাই মাসের প্রথম ১৯ দিনে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ১৯৪ কোটি ৩০ লাখ মার্কিন ডলার, যা দেশীয় মুদ্রায় ২৩ হাজার ৮৯৮ কোটি ৯০ লাখ টাকা। আজ সোমবার বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আরিফ হোসেনের দেওয়া তথ্যমতে, গতকাল রোববার প্রবাসী আয় এসেছে এক হাজার ৭২২ কোটি টাকা। গত বছরের জুলাইয়ের প্রথম ১৯ দিনে রেমিট্যান্স এসেছিল ১৫২ কোটি ২০ লাখ ডলার। সেই তুলনায় চলতি বছরের একই সময়ে প্রবাসী আয় বেড়েছে ২৭ দশমিক ৬০ শতাংশ। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২০.০৭.২০২৬ আসাদ)

# BBC

## US SOLDIER KILLED AND ONE INJURED AFTER IRANIAN ATTACK IN IRAQ

The US military says a service member was killed after an Iranian attack in northern Iraq on Saturday, a day after an attack on a base in Jordan killed two US soldiers and left another missing. US Central Command (Centcom) said the individual was killed during "a controlled detonation of unexploded ordnance" from a downed Iranian attack drone, which also wounded a second service member. In its update, Centcom said it had found "unidentified remains" after a search of the location of Friday's attack in Jordan. "An examination process to verify the remains is ongoing," it added. It comes as the US and Iran exchanged strikes for an eighth day of escalating attacks. (BBC News Web Page: 20/07/26, FARUK)

## BOY, 13, DIES DURING WORLD CUP CELEBRATIONS IN SPAIN

A 13-year-old boy was killed after part of a fountain collapsed in Salamanca province, northwestern Spain, during the country's World Cup victory celebrations. Two other young people were injured, emergency services told the BBC, including one child who was taken to hospital with a possible broken bone in his leg. People were celebrating Spain's victory inside the Arbol Gordo fountain in Salamanca's Ciudad Rodrigo, when it partially collapsed around 00:30 local time. (BBC News Web Page: 20/07/26, FARUK)

## TRUMP SAYS US STRIKES HIT IRAN IN 'HONOUR' OF AMERICAN SOLDIERS KILLED

President Donald Trump says the latest strikes by the US hit Iran "very hard", adding that the attacks were "in honour" of three US soldiers killed in recent days - two in Jordan, one in Iraq. In the early hours of Monday local time, US Central Command (Centcom) said it had launched a "new wave" of strikes for the ninth consecutive night as explosions were heard across Iran. The US said it had targeted military sites and communications networks to "further diminish" Tehran's attacks on vessels in the Strait of Hormuz. Iran said it had responded with a "surprise attack" in Syria and targeted US aircraft at Jordan's Aqaba airport. Elsewhere in the region, Kuwait's armed forces said they had intercepted Iranian drones. On the US strikes, Iran's semi-official Tasnim news agency reported that several cities had been hit including Tabriz, Chabahar, Konarak, Bandar Mahshahr and Bandar Imam Khomeini. (BBC News Web Page: 20/07/26, FARUK)

## SCORES FEARED DEAD AFTER PASSENGER FERRY CAPSIZES OFF GUYANA

Scores of people are feared to have drowned after a passenger ferry capsized off the coast of Guyana on Saturday night local time. Sixty-seven people were rescued on Sunday, officials said, but since then rescue workers have been unable to locate any more survivors. According to the ferry's passenger list, it was carrying 116 passengers and 17 crew, but Guyana's prime minister has warned that the list is not accurate. Divers continue to search the site where the vessel capsized and people who believe their loved ones may have been on board the stricken vessel have been asked to contact the authorities. Prime Minister Mark Phillips said an investigation had been launched into the ferry's loss. Guyana's Public Works Minister, Juan Edghill, expressed his anger at a news conference on Sunday, accusing those who operated the ferry of trying to "cheat the system".
(BBC News Web Page: 20/07/26, FARUK)

## DOZENS FEARED DEAD IN ANOTHER NIGERIA BOAT DISASTER

Many die in a boat accident; officials say the regulations should be followed; their calls are ignored; campaigners say the resources are not available; another tragedy happens. This time, a search-and-rescue team is looking for survivors of a capsized wooden canoe in

Jigawa state. Forty were thought to be on board, mostly female farmers and labourers, when it sank on Sunday. Seven bodies have been recovered so far. Last month, a boat accident on the River Benue in central Nigeria claimed the lives of 12 people, including a pregnant woman and six children. Earlier this year, 14 people lost their lives when their boat capsized in Gumbi, Kebbi state. They had been returning from a wedding ceremony, accompanying the bride to her new husband's home. (BBC News Web Page: 20/07/26, FARUK)

**EIGHT WORSHIPPERS DIE IN CRUSH AT BURUNDI PREACHER'S GATHERING**

Eight people died and nine others were injured in a crush during an evangelical gathering in Burundi's largest city, Bujumbura. Saturday's tragic incident happened at a school where prominent Burundian preachers Chris Ndikumana was appearing at the event attended by thousands of people. Eyewitnesses and the police said a wall at the exit gate collapsed as worshippers jostled to leave the venue as the preaching ended late at night, with some being trampled in the crush. Neither Ndikumana nor the event organizers have publicly commented on the incident. "There were so many people and everyone wanted to leave at the same time," a teacher told the AFP news agency.

(BBC News Web Page: 20/07/26, FARUK)

**POLICE ATTACK COCKROACH ACTIVISTS AS THOUSANDS MARCH ON INDIAN PARLIAMENT**

Police have fired tear gas and attacked supporters of the youth-led Cockroach movement with canes and baton charges as more than 10,000 marched towards India's parliament in New Delhi in the largest protest yet demanding the resignation of the education minister and a crackdown on corruption in the exam system. The march on Monday by the protesters who ironically call themselves the Cockroach Janta Party to mock the name of the ruling party of Prime Minister Narendra Modi was even bigger than expected, with numbers swelled by anger at Saturday's forcible hospitalization of veteran 59-year-old activist Sonam Wangchuk, who has been on hunger strike for three weeks in solidarity with the movement. As they marched, the protesters chanted slogans calling for Modi and Education Minister Dharmendra Pradhan to quit. Modi's government, shaken by the emergence of the Cockroach movement in May, offered a minor concession by inviting two activists to meet a senior cabinet minister for talks. But later in the day the movement said its founder Abhijeet Dipke had been detained by police. (BBC News Web Page: 20/07/26, FARUK)

**RUSSIAN STRIKE ON SHIP NEAR ODESA KILLS 10, UKRAINE HITS MOSCOW WITH DRONES**

A Russian strike on a ship near the southern Ukrainian port city of Odesa has killed at least 10 people, while Ukraine has launched hundreds of drones to attack Moscow, a day after Kyiv was hit by one of the heaviest barrages of ballistic missiles of the war. Russia struck a Guinea-Bissau-flagged ship carrying corn with a crew from India and Syria, Ukraine's seaports authority said on Monday. Officials said eight crew members had been rescued. Russian strikes in Odesa have now killed 28 people in the month of July alone, regional governor Oleh Kiper said. Russia's Defence Ministry said its forces had hit fuel reservoirs at Odesa's port. In retaliation, Ukraine is intensifying its attacks on Russian territory. It targeted Moscow and the surrounding region with hundreds of drones overnight, wounding at least 10 people and setting several buildings ablaze, Russian officials said.

(BBC News Web Page: 20/07/26, FARUK)

**HAMAS NAMES KHALIL AL-HAYYA AS NEW LEADER AFTER RUN-OFF WITH KHALED MESHAAL**

Hamas has named Khalil al-Hayya as its new leader, succeeding Yahya Sinwar who was killed by the Israeli army in October 2024. Al-Hayya, a former deputy chairman of the Palestinian group and one of five members of its leadership council, won an internal ballot in a run-off against former Hamas political leader Khaled Meshaal, Hamas said in a statement on Monday. Al-Hayya rose in importance after the killings in 2024 of top Hamas leaders Sinwar and military commander Mohammed Deif in Gaza, and Ismail Haniyeh who was assassinated during a visit to Tehran the same year. With those losses, al-Hayya became one of five leaders steering Hamas's leadership council. The leadership council was the temporary, five-member ruling committee formed in late 2024 to govern the group during the war. (BBC News Web Page: 20/07/26, FARUK)

**IRAN SAYS SPAIN WORLD CUP WIN BRINGS JOY TO CRITICS OF US, ISRAEL**

Iran has congratulated Spain on its victory in the World Cup final, saying it has brought happiness to people around the world who oppose the United States and Israel. The winning side appeared on social media to have won support from people around the world, thanks to the Spanish government's condemnation of Israel's genocidal war on Gaza and Madrid's criticism of the US-Israel war on Iran. On the other hand, Israeli politicians and football fans had rallied for Argentina, whose president, Javier Milei, has been a vocal supporter of Israel's policies. "The players defence of the Palestinian people and the support of Spain for Iran ... showed that freedom and assertiveness are characteristics of that intelligent and respectful nation," Iran's top negotiator, Mohammad Bagher Ghalibaf, said on Monday in remarks quoted by the state news agency IRNA. (BBC News Web Page: 20/07/26, FARUK)

**TURKIYE AND LIBYA'S HAFTAR ARE BOOSTING MILITARY TIES**

After years of being the primary backer of the internationally recognized government in Tripoli, Turkiye is now rapidly expanding its military footprint to a rival authority in eastern Libya. This strategic shift has seen Ankara move from dialogue with the eastern-based General Command of renegade military commander Khalifa Haftar to tangible technical and military cooperation with his self-styled Libyan National Army (LNA). The LNA, long believed to have been supported by Egypt and other regional powers, has since the start of the Libyan civil war in 2014 been in conflict with forces loyal to the Tripoli-based Libyan government. This has led some to question whether Turkiye's outreach to the eastern Libyan authorities could provoke anxiety in neighbouring Egypt, Haftar's longtime backer. A Turkish military presence close to Libya's eastern border, which Egypt has historically viewed as its geopolitical backyard, would habitually trigger alarm bells in Cairo.
(BBC News Web Page: 20/07/26, FARUK)

## :: THE END ::